উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮২,৩০৭.৩৭ (+৩৯৭.৭৪)

নিফটি : ২৫,২৮৯.৯০ (+১৩২.৪০)

খাদে গাড়ি, মৃত ১০ সেনা ১২

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	১১°	২৮°	১২°	২৯°	১৩°	২৮°	১৩°

রাজ্য বিজেপিতে বিয়ে-অস্বস্তি ১২

তৈরি হচ্ছে ভারতীয় সিনেমার মন্তাজ দায়িত্বে বনশালি ৭

৯ মাঘ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 23 January 2026 Friday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 245

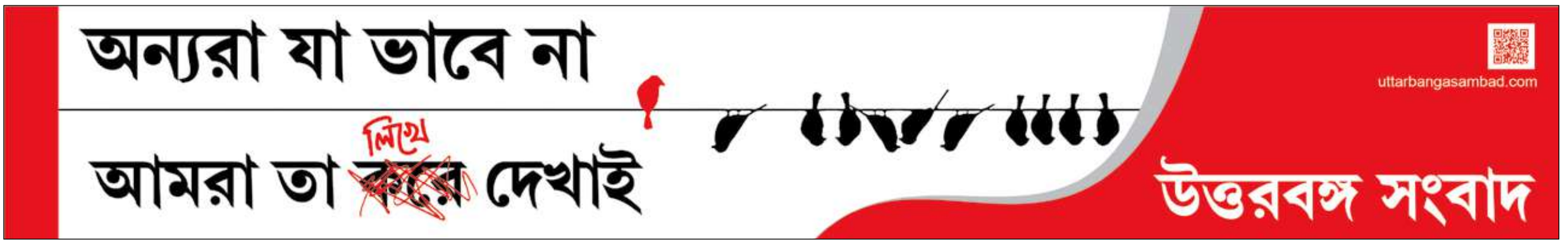

উত্তরের খোঁজে

বন্দে ভারতের রোশনাই, তলায় তলায় বহু ছাই

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

রায়গঞ্জে যাওয়ার পথে সেদিন কুলিক এক্সপ্রেস দাঁড়িয়েছে সামসী স্টেশনে। আলিপুরদুয়ার যাওয়ার একটা ভিস্টাডোম কামরা এখন লাগানো হয় কুলিক এক্সপ্রেসের শেষে। আলিপুরদুয়ারে যাওয়ার যাত্রী হয় না বলে এই ব্যবস্থা। তবে কুলিকেও শনি-রবিবার বাদে অন্য দিন এই কামরা ফাঁকাই থাকে।

ওই ট্রেনে ভিস্টাডোমে সামসী যেতে চাইলে বড় বিপদ। শেষ কামরাই থাকে প্ল্যাটফর্মের অনেক বাইরে। ঝাঁপ দিয়ে নামতে হবে।

এরপর ছয়ের পাতায়

‘অনড়’ বাংলাদেশ কঠিন শাস্তির মুখে

ঢাকা ও দুবাই, ২২ জানুয়ারি : আলোচনা হল। কিন্তু বরফ গলল না। সমাধানসূত্রও মিলল না।

নিট ফল, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তে বৃহস্পতিবার কার্যত সিলমোহর পড়ে গেল। যদিও রাত পর্যন্ত ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি’র তরফে বাংলাদেশকে টি২০ বিশ্বকাপ থেকে ‘ছাঁটাই’ করার বিষয়টি সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি। ঠিক যেমন জানানো হয়নি, বাংলাদেশের বিকল্প হিসেবে স্কটল্যান্ড, নাকি অন্য কোনও দেশকে কুড়ির বিশ্বকাপে দেখা যাবে। তবে জানা গিয়েছে, বিকল্পের নাম ঘোষণা সময়ের অপেক্ষা।

গত কয়েকদিনে বারবার বাংলাদেশের তরফে জানানো হয়েছিল, ভারতে তারা বিশ্বকাপ খেলতে যাবে না। ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের ক্রিকেটার, সমর্থক, সাংবাদিক- সবারই নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। আজও সেই কথাই ফের জানিয়েছে বাংলাদেশ। মাঝের সময়ে নতুন দিক বলতে এতদিন আড়ালে রাখা বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে বোর্ডের শীর্ষকর্তাদের বৈঠক হয়।

এরপর ছয়ের পাতায়

সরস্বতীপুজোর আগে মনমরা পড়ুয়ারা

গঙ্গায় বিলীন আনন্দ

আজাদ

মানিকচক, ২২ জানুয়ারি : ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে, গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিষ্ণুর তিন সহধর্মিণী ছিলেন। সরস্বতী গঙ্গাকে ঈর্ষা করতেন। একসময় তাঁদের মধ্যে বিবাদ শুরু হলে সরস্বতী গঙ্গাকে মর্ত্যে নদী হয়ে যাওয়ার শাপ দেন। গঙ্গা বোধহয় সেই অভিশাপেরই বদলা নিয়েছেন মানিকচকে। সেখানে নদীর গ্রাসে একের পর এক স্কুল। কোনও কোনও স্কুলের অস্তিত্বই নেই, সেখানকার পড়ুয়ারা অঞ্জলি দেয় অন্য স্কুলে। আবার কোনও কোনও স্কুলে এবছরই শেষ পুজো, কারণ ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে নদী।

আসলে ভাঙনের ঠেলায় শুধুমাত্র ভিটেমাটি হারিয়ে সাধারণ মানুষের যাযাবর দশা হয়নি, যাযাবর দশা মা সরস্বতীরও। গত বন্যায় গোটা গ্রাম সহ কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনটি তলিয়ে গিয়েছে গঙ্গাগর্ভে। বর্তমানে কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাঁচাদের ঠাঁই হয়েছে পার্শ্ববর্তী বড় কার্তিকটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে। প্রশাসনিক উদ্যোগে এই বিদ্যালয়ের প্রাতঃবিভাগে ভবনহীন কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের ক্লাস হয়। তবে পড়ুয়া কচিকাঁচাদের ঠাঁই মিললেও আলাদা করে মা সরস্বতীর ঠাঁই মেলেনি আশ্রয়দাতা নতুন ভবনে। আগে তো নিজেদের স্কুলে নিজেদের মতো করে তারা পুজো করত। এবার ‘আশ্রয়দাতা’ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিলিতভাবে পুজো করছে। তাই মনমরা ভবনহীন কালুটোনটোলার ছাত্রছাত্রীরা।

গঙ্গা গিলে নিতে পারে এই স্কুলটিকেও। আশঙ্কা তেমনই।

এরপর ছয়ের পাতায়

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ জিও পাগলা, দুপুর ১.৩০ মন মানে না, বিকেল ৪.৩০ সাত পাকে বাঁধা, সন্ধে ৭.৩০ বাঘাযতীন, রাত ১০.৩০ শুধু তোমার জন্য
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪০ দুই পৃথিবী, দুপুর ১২.৫৫ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৩.৫৫ প্রেম আমার, সন্ধে ৭.০০ ফাইটার, মারব নয় মরবো, রাত ১০.৩০ মন মানে না
জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.৩০ স্বার্থপর, সন্ধে ৭.০০ আশা ও ভালোবাসা, রাত ১২.৩০ টনিক
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সুভাষচন্দ্র
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নীল আকাশের চাঁদনী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার বধুয়াঁ
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৪ শূরবীর, দুপুর ১.৪৩ ড্রিম গার্ল, বিকেল ৪.০৮ রাম লখন, সন্ধে ৭.৩০ সূরয়া দ্য সোলজার, রাত ১০.২০ দবং
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৪০ দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে, বিকেল ৪.৪০ কেয়া কহেনা, সন্ধে ৬.৫০ গুলাম ই মোস্তাফা, রাত ১০.০০ ঢোল
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ৯.০৪ তেজস্বিনী, দুপুর ১২.২৪ ময়দান ই জঙ্গ, বিকেল ৩.২৬

সুভাষচন্দ্র দুপুর ২.৩০
ডিডি বাংলা

দ্য ওয়ে অফ চিতা সন্ধে ৬.০০
ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

মেরি বিবি কা জবাব নেহি, সন্ধে ৬.০৩ আগ, রাত ৮.৫০ ক্ষত্রিয়
জি সিনেমা : দুপুর ১২.২২ রাবণাসুরা, বিকেল ৫.৪৫ কুলি নাম্বার ওয়ান, রাত ৮.০০ জয় হো, ১১.৩৩ ব্রুস লি দ্য ফাইটার
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩০ শিবা দ্য সুপার হিরো থ্রি, দুপুর ১.৫০ সিং সাব দ্য গ্রেট, বিকেল ৪.৫৩ এনকাউন্টার শংকর, সন্ধে ৭.৩০ অ্যান্টনি, রাত ১০.২০ ম্যায় হুঁ খুদ্দার

সুপার থার্টি সন্ধে ৭.৫৭ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/০৩_২০২৬/কে/১৩৯৩, তারিখ: ১৩-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং : ০৩_২০২৬। কাজের নাম : ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ "এডিইএন/ডিএইচআর -এর আওতাধীন সুকনা থেকে দার্জিলিং (ডিএইচআর-সেকশন) পর্যন্ত কোয়ার্টার মেরামত এবং রঙ করার মাধ্যমে সুকনা - দার্জিলিং (মোট - ১০০ ইউনিট)"। টেন্ডার মূল্য: ৫২,৪০,০৭২/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,০৪,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৫-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি/অ্যান্ডসিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ইলেকট্রিক্যাল (টিআরডি) কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এপি-ইএল-টিআরডি-৩০-২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং: এপি-ইএল-টিআরডি-৩০-২৫-২৬, কাজের নাম: সিনি. এডিইএন/।/নিউ কোচবিহার-এর অধীনে বেতগারা-আলতাগ্রামের মধ্যে কিমি ৫০/৯-৫১/৬-এর মধ্যে স্থায়ী ডাইভারশন-এ পাইল ফাউন্ডেশনের ১×১২.২ এম পিএসসি স্ল্যাব-এর সাথে ব্রিজ নং. ৫৮-এ পুনর্নির্মাণ কাজের জন্য সিনি. ডিইএন/।-এর অধীনে ব্রিজ নং. ৫৮-এ স্থায়ী পুনরুদ্ধারের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল (টিআরডি) কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৫৩,৩৫,৪৫৮.৬৬ টাকা, বায়নার ধন: ১,০৬,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৩-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১৩-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দুর্দান্ত সেল

নিউজ ব্যুরো

২২ জানুয়ারি : রিলায়েন্স ডিজিটাল নিয়ে এসেছে জনপ্রিয় ডিজিটাল ইন্ডিয়া সেল। এতে ইলেক্ট্রনিক্স ও হোম অ্যাপ্লায়েন্সেসের ওপর থাকছে আকর্ষণীয় অফার। ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত গ্রাহকরা এই সুবিধা পাবেন। অফারে থাকছে ২৬ হাজার টাকা পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ব্যাংক ডিসকাউন্ট, কনজিউমার ড্যুরাবেল লোনের ওপরে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক ও ইউপিআই পেমেন্টের ওপর ৫% ক্যাশব্যাক। দেশের সব রিলায়েন্স ডিজিটাল, মাই জিও আউটলেট ও অনলাইনে উপলব্ধ।

অ্যাফিডেভিট

আমি Monirul Islam, S/o Lt Latifur Rahaman, গ্রাম পালসাহার, পোঃ ডিকুল, থানা কুশমন্ডি, জেলা দ: দিনাজপুর। পুরাতন রেশন কার্ডে আমার নাম Monirul Islam @ Niutan Raheman, ২০০২ ভোটার লিস্টে (Part no 145, SL no 806) আমার নাম Niutan Raheman ও বাবার নাম Latifur Raheman ছাপার কারণে ২১/০১/২৬ এ J.M (1st class) গঙ্গারামপুর কোর্ট থেকে অ্যাফিডেভট বলে আমি Monirul Islam @ Niutan Raheman ও আমার বাবা Latifur Rahaman @ Latifur Raheman উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/120092)

•

ছেলে Ranajoy Barman এর জন্ম শংসাপত্রে পিতার নাম অপূর্ব বর্মন থাকায় 7.01.2026 দিনহাটা JM(1st.Cl.) কোর্টে 464 নং অ্যাফিডেভিট বলে Apu Barman হলাম। অপু বর্মন, সাং - মনসব শেওড়াগুড়ি। (S/M)

বিক্রয়

জেলা - মালদা, থানা + ব্লক হবিবপুর, মৌজা হোগলা, জে এল 22, দাগ নং 2/283 খং নং 430,431,432,433,434, জমি মোট পরিমাণ 40 একর জমি বিক্রয় হইবে, যোগাযোগ করুন M - 8436031485.
(C/120089)

ব্যবসা

Need Business Partners/Sub Dealers for North Bengal areas by Greaves Genset Authorized dealer having H.O. at Kolkata & Siliguri. Contact 9830215112 or 8981809841. (K)

অ্যাফিডেভিট

I, Ayesah Begam, W/o Bappa Hossain, R/o Natunpara, PO: Jaldapara, PS & Dist: Alipurduar. My name is recorded as Asha Khatun in place of Ayesah Begam in my Aadhar card (No: 524332727072). By affidavit on 07/01/2026 at Alipurduar LD. 1st class J.M court my name has been rectified from Asha Khatun to Ayesah Begam. Asha Khatun & Ayesah Begam is one and same identical person. (C/1201105)

•

আমি Paramita Bhadra স্বামী রতন ভদ্র সাতকুড়া, দিনহাটা গত 03/01/2026 (ইং) তারিখে Judicial Magistrate দিনহাটা কোর্টে অ্যাফিডেভিট (No 149) দ্বারা Parmita Bhadra এবং Paramita Bhadra একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (C/120082)

অ্যাফিডেভিট

আমি Neelam Kumari পিতা Ram Sharan Das, ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জলপাইগুড়ি কোর্টে, গত ২২/৫/২০২৫ তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে Neelam Kumari, sister Neelam Robert ও sister Neeam Robert এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/120086)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
"BORDER 2"
*ing : Sunny Deol, Varun Dhawan, Ahan Shetty
Time : 12:30, 4:00 7:30 P.M.

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
BORDER 2
Show time : 12:00, 3:30, 7:00 P.M.
A/C with Dolby Sound

NEW CINEMA (A.C)	SILIGURI 9832336881
জামাই ক্লাব ... হোটেল	SHOW TIME 10.45 AM BENGALI (U/A)
BORDER2	SHOW TIME 1.00 PM, 7.00 PM HINDI (U/A)
হোক কলরব	SHOW TIME 4.30 PM BENGALI (A)

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/২০২৫/ডিসেম্বর/১০, তারিখঃ ২৩-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. সিই/কন/ এসইউ আর/এফএলএস/২০২৫/০২। কাজের নামঃ নিম্নলিখিত-এর জন্য ফাইনাল লোকেশন সার্ভে (এফএলএস) পরিচালনা করার জন্য (i) নতুন বিজি রেলওয়ে লাইন প্রকল্প (আনুমানিক দৈর্ঘ্য-৯০০.০০ কিমি)। (ii) ভারত, নেপাল এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পের গেজ রূপান্তর/দ্বৈতকরণ/তৃতীয় লাইন/তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন (আনুমানিক দৈর্ঘ্য-৬০০.০০ কিমি) (iii) সিকিম রাজ্যে গ্যাংটক থেকে নাথুলা পর্যন্ত প্রিলিমিনারি ইঞ্জিনিয়ারিং কাম ট্রাফিক সার্ভে (আনুমানিক দৈর্ঘ্য -২৪০.০০ কিমি)-এর সাথে জিও-টেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন। রেলওয়ে বোর্ডের সর্বশেষ নির্দেশিকা অনুসারে সমস্ত বিষয়ে এফআইআরআর/ইআইআরআর, ইপিসি নথি প্রস্তুতকরণ এবং ডিপিআর জমা দেওয়া ইত্যাদি। আনুমানিক মূল্যঃ ৫৫,৮৪,৬৮,৭৭৮.৭১ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১২-০২-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১২-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ এবং সংশোধনী নং. ১ এর জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/সার্ভে, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

মেকানিকাল / ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/০৫_২০২৬/কে/১৪৩৩, তারিখঃ ১৯-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ০৫_২০২৬; কাজের নামঃ (ক) "ডিজেল লোকো শেড, মালদা টাউন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ইলেক্ট্রিক্যাল লোকোমোটিভ-এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুবিধা বৃদ্ধির প্রস্তাব"-এর মেকানিকাল বিভাগ কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। (খ) "কাটিহার ডিভিশনের তালুকা রোড স্টেশনে ৬ মিটার প্রশস্ত ফুট ওভার ব্রিজ-এর ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৬৪,০০,৬৭৫.৫৭ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,২৮,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১০-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ফাইবার ওএফসি-এর ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এন_১_এইচকিউ-২০২৫-২৬-আরটি, তারিখঃ ১৬-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. এন_১_এইচকিউ-২০২৫-২৬-আরটি। কাজের নামঃ এইচইউএনও সেকশনের অধীনে রঙিয়া ডিভিশনের নিউ বঙাইগাঁও (এনবিকিউ) - গোয়ালপাড়া (জিএলপিটি) - কামাখ্যা (কেওয়াইকিউ) (১৭৬ আরকেএম) এবং গোলকগঞ্জ (জিকেজে) থেকে অভয়াপুরী (এওয়াইইউ) (৮৪.৮৪ আরকেএম) সেকশনে কমিউনিকেশন ব্যাকবোনের জন্য ৪×৪৮ ফাইবার ওএফসি-এর ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ২৬,৩৫,৬৬,৫৬৭.৪২ টাকা। বায়নার ধনঃ ১৪,৬৭,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৮-০২-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

প্রিন্সিপাল চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৩০৬৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৩০৬৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সঠিক বিনিয়োগ করতে পারলে আজ লাভবান হবেন। সাহসিক কোনও সিদ্ধান্তে সমাজে প্রশংসিত হবেন। বৃষ : জেদ ও পরিশ্রমের ফল পাবেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। রাস্তাঘাটে একটু সতর্কভাবে চলাফেরা করুন। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা পরাস্ত হবে। দাম্পত্যে সুখশান্তি বজায় থাকবে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা একটু সাবধানে থাকবেন। কর্কট : কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন। খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আজ দিন ভালো যাবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। সিংহ : নিজের রাগ সংবরণ করতে না পারলে সংসারে অশান্তি বাড়বে। পৈতৃক ব্যবসার কাগজপত্র নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক। কন্যা : অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে না পারলে সাংসারিক চাপ বাড়বে। বাত এবং নার্ভের রোগে ভোগান্তি। তুলা : বহুদিন ধরে আটকে থাকা গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আজ সেরে ফেলুন। ছোটখাটো সমস্যায় অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বৃশ্চিক : বেহিসেবী খরচের কারণে মানসিক চাপ বাড়বে। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নিজ দলে বড় পদ পেতে পারেন। ভ্রমণে আনন্দ। ধনু : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তি পেতে পারেন। জ্বর-সর্দিকাশিতে ভোগান্তি। মকর : ঈশ্বরচিন্তায় মানসিক চাপ কমবে। স্ত্রীর সঙ্গে সারাদিন ভালো সময় কাটবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করতে হতে পারে। কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে একটু সতর্ক থাকুন। কোনও আত্মীয়ের কূট চালে পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার যোগ। মীন : কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আনন্দ পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ৩ মাঘ, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, ৯ মাঘ, সংবৎ ৫ মাঘ সুদি, ৩ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১৩। শুক্রবার, পঞ্চমী রাত্রি ১২।২৯। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ২।২। পরিঘযোগ দিবা ৩।৫১। ববকরণ দিবা ১।৪ গতে বালবকরণ রাত্রি ১২।২৯ গতে কৌলবকরণ। জিন্মে-কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৮।৭ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দিবা ২।২ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ২।২ গতে দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, রাত্রি ১২।২৯ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৯।৮ গতে ১১।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৩১ গতে ১০।১০ মধ্যে। যাত্রা-নাই শুভকর্ম্ম-বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ২।২ মধ্যে ভূমিক্রয়বিক্রয় দিবা ২।২ গতে নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যনিষ্ক্রমণ ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ। বিবাহ- রাত্রি ১০।১০ গতে ১।২৩ মধ্যে কন্যা ও তুলালগ্নে পুনঃ শেষরাত্রি ৫।৪৪ গতে ৬।২৬ মধ্যে মকরলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ষটপঞ্চমীব্রত, শ্রীপঞ্চমী, শ্রীশ্রীলক্ষ্মী সরস্বতী পূজা, মস্যাধার (দোয়াত), লেখনী (কলম), পুস্তক (বই) ও বাদ্যযন্ত্রাদির পূজা। মদনপঞ্চমী এবং রতিকামদের পূজা। গোস্বামিমতে বসন্তপঞ্চমীকৃত্য। শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চ্চন। শ্রীপঞ্চমী পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রঃ ওঁ জয় জয় দেবী চরাচরসারে, কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে। বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে, ভগবতী ভারতী দেবী নমোহস্তুতে। নেতাজি সুভাসচন্দ্র বসুর জন্মদিন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৬ মধ্যে ও ৮।৩১ গতে ১০।৪৪ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।১৭ মধ্যে ও ৩।৫৭ গতে ৫।১৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৮ গতে ৮।৫১ মধ্যে ও ৩।৪৩ গতে ৪।৩৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৪ গতে ১১।২৫ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।২৬ মধ্যে।

— FLAT —
50%
— OFF* —
MORE STYLES ADDED
*On selected merchandise.
*T & C Apply.
STYLE BAAZAR
BIG FASHION SALE
5% EXTRA CASHBACK
SBI card
#Min. Trxn.: ₹2,000; Max. Cashback: ₹750 per card account; Validity: 03 Jan - 31 Jan 2026. T&C Apply.
Brands Available
— FOR MEN —
square up CASUAL WEAR
WALSEY
KIRTLE
— FOR LADIES —
Awaya
Miss19
MISS DESI
— FOR KIDS —
Miss12
dozo
— FOR HOME —
HOME FOCUS
মেন্সওয়্যার। লেডিসওয়্যার। কিডসওয়্যার। হোমনিডস। বিউটি কেয়ার
Helpline: 18004102244
উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার। ইসলামপুর। কালিয়াচক। কোচবিহার। গাজোল। চাঁচল। জলপাইগুড়ি। তুফানগঞ্জ। দিনহাটা। ধূপগুড়ী। পাকুয়াহাট। বালুরঘাট। মালবাজার। মালদা (রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ • সুকান্ত মোড়ে)। রায়গঞ্জ (দেহশ্রী মোড় · বিধাননগর মোড়)। রতুয়া। শিলিগুড়ী
কলকাতা: অ্যাক্রিস মল (3rd ফ্লোর) • গড়িয়াহাট (একডালিয়া মোড়) • বাগুইআটি (VIP রোড) • বেহালা (জেমস লং সরনী) • মেটিয়াবুরুজ (বিচালিঘাট রোড) • মেট্রো সিনেমা হল (জওহরলাল নেহেরু রোড) • লিন্ডসে স্ট্রিট (সিমপার্ক মলের পাশে) • ঠাকুরপুকুর (পুলিশ স্টেশনের বিপরীতে) • হাতিবাগান (নর্থল্যান্ড হসপিটালের বিপরীতে)
দক্ষিণবঙ্গ: আমতলা। আরামবাগ। ইলামবাজার। উলুবেড়িয়া। এগরা। করিমপুর। কৃষ্ণনগর। কাটোয়া। কাঁথি। কাঁচরাপাড়া। কাকদ্বীপ। খড়গপুর। গুসকরা। চাকদহ। চুঁচুড়া। ডানকুনি। ডোমকল। দুর্গাপুর। ধুলিয়ান। নলহাটী। নৈহাটী। পান্ডুয়া। বোলপুর। বহরমপুর। বাঁকুড়া। ব্যারাকপুর। বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙ্ঘ ক্লাবের নিকটে · কুলপি রোড, শিবানী পীঠ)। বসিরহাট। বনগাঁও। বাগনান। বর্ধমান (পুলিশ লাইন বাজার · পারকাস রোড মোড়)। বেলুড় (রঙ্গোলি মল)। বাখরাহাট। বরানগর। মেমারী। মালঞ্চ। রঘুনাথগঞ্জ। রামপুরহাট। রানাঘাট। রামরাজাতলা। শ্রীরামপুর। সোদপুর। সালকিয়া। সিঙ্গুর। সাঁতরাগাছি। সিউড়ী
হাবড়া। হাওড়া ময়দান

আশাকর্মীদের প্রতিবাদ

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২২ জানুয়ারি : কলকাতায় হয়রানির ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার গৌড়বঙ্গজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় সরব হলেন আশাকর্মীরা। এদিন গঙ্গারামপুরে আশাকর্মীদের সংগঠনের উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ মিছিল মিশন মোড় থেকে শুরু হয়ে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে গঙ্গারামপুর থানার সামনে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে প্রায় ৩০ মিনিট পথ অবরোধ করা হলে গঙ্গারামপুর-তপন রাজ্য সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। কুমারগঞ্জ থানার সামনেও আশাকর্মীরা জড়ো হয়ে স্লোগান দেন। বিকেলে বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন জেলার আশাকর্মীরা। পরে শতাধিক আশাকর্মী মিছিল করে এসে পথ অবরোধ করেন।

কালিয়াগঞ্জ থানাতেও বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। মালদা শহরের রথবাড়ি মোড় অবরোধ করেন। গাজোল হাইস্কুল ময়দানে জমায়েত করেন আশাকর্মীরা। পরে থানার সামনে এসে বিক্ষোভ দেখান। তারপর গাজোল বিডিও অফিসের সামনে এসেও বিক্ষোভ দেখান। হাইস্কুল ময়দানে গিয়ে তাদের বিক্ষোভ মিছিল শেষ হয়। গত মঙ্গলবার রাতে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে যে সকল আশাকর্মী কলকাতায় স্বাস্থ্য ভবন অভিযানে শামিল হয়েছিলেন, তাঁরা বৃহস্পতিবার সকালে রায়গঞ্জে ফেরেন।

বধূ নির্যাতন

কুমারগঞ্জ, ২২ জানুয়ারি : কুমারগঞ্জে বিশেষভাবে সক্ষম এক বধূর উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। পাঁচ বছর আগে ভোলানাথপুরের এক বাসিন্দার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের সময় বধূর পরিবারের পক্ষ থেকে লক্ষাধিক টাকা নগদ ও কয়েক ভরি সোনার গয়না যৌতুক হিসেবে দেওয়া হয়। আরও যৌতুকের কারণে তাঁকে বিভিন্নভাবে হেনস্তা করা হত বলে বধূর পরিবারের দাবি। সম্প্রতি তাঁর স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেন। স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা ওই বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। ন্যায়বিচারের দাবিতে বধূর বাবা কুমারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ তদন্ত করছে।

যাবজ্জীবন

বালুরঘাট, ২২ জানুয়ারি : বিজেপির এসসি মোর্চার তপন ব্লকের সহ সভাপতি নিখিল দাসের খুনে দোষী সাব্যস্ত তাঁর ভাই রাম দাসের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন বিচারক। জমি বিবাদের জেরে ২০২০ সালের ১৮ ডিসেম্বর খুন হতে হয়েছিল নিখিল দাসকে। বাজার থেকে ফেরার পথে মাথায় কুড়ুল দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে।

দেহ ফিরল

বালুরঘাট, ২২ জানুয়ারি : পরিচয়পত্র বিভ্রাট এবং আর্থিক অভাবে আটকে ছিল বালুরঘাটের ভবঘুরের দেহ। চাঁদা তুলে এবং প্রশাসনিক জট কাটিয়ে সেই দেহ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন তৃণমূল সাংসদ খলিলুর রহমান। ফলে অবশেষে ময়নাতদন্তের পরে আইন মেনে দেহ ফেরে বালুরঘাট থানার চকরাম গ্রামে। এরপর চাঁদার টাকাতেই অন্ত্যেষ্টি হয় মানসিক ভারসাম্যহীন গণেশ হেমব্রমের।

পাঠকের লেন্সে 8597257698 picforubs@gmail.com

প্রস্তুতি।। *হলদিবাড়ি হাইস্কুলে ছবিটি তুলেছেন পূর্ণেন্দু রায়।*

বিপদ জেনেও রাস্তা আটকে চাঁদা আদায়

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২২ জানুয়ারি : পাড়ার সরস্বতীপুজো বলে কথা। আয়োজন করতে হবে চাঁদা তুলেই। তাই দলবেঁধে রাস্তায় নামতে হয়েছে কচিকাঁচাদের। কিন্তু রাস্তা বাঁশ দিয়ে আটকে চাঁদা তুলতে গিয়ে যে বিপদ হতে পারে, তা তাদের মাথায় নেই। এদিকে চাঁদা দেওয়ার ভয়ে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতই বন্ধ করে দিয়েছে মানুষ। বুধবার দুপুর ১২টা নাগাদ দেবীনগর শ্যামপুর, কলেজপাড়া পার্ক মোড় এবং মধ্য গোয়ালপাড়া ধামতলা এলাকায় গিয়ে এমন দৃশ্যই দেখা গেল। তবে এটি একটি পরিচিত দৃশ্য। সরস্বতীপুজো বলে কথা। এই পুজো এক অর্থে খুদেদেরই। ভরপুর উৎসাহ, সঙ্গে আয়োজনের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে খুদেরা যে এভাবে চাঁদা তুলছে, তাকে তো অবহেলার চোখে দেখা যাবে না। কেউ চতুর্থ, কেউ পঞ্চম কেউবা অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া। শুধু ছেলেরাই নয়, মেয়েরাও কাকুতিমিনতি করে কারও থেকে ৫ টাকা, আবার কারও থেকে ১০ টাকা চাঁদা নিচ্ছে।

এদিকে, যেনতেনপ্রকারেণ পথ আটকে চাঁদা আদায়ে স্বাভাবিকভাবেই মুখ বেজার পথচারীদের। চাঁদা দিলেই যাতায়াতে ছাড় মিলছে। নচেৎ ফিরে যেতে হচ্ছে। পথচারীদের কথায়, এভাবে চাঁদা আদায়ে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বাঁশ দিয়ে পথ আটকানোয় খুদেরা আহত হতে পারে। তবে শুধু খুদেরাই নয়, কোথাও কোথাও দেখা গেল পুরোহিতও সঙ্গ দিয়েছেন তাদের সঙ্গে। এদিকে সেই খুদেদের বক্তব্য, রাস্তায় চাঁদা আদায় সুবিধাজনক। তাই পথে নামা। মধ্য গোয়ালপাড়া এলাকার এমন কচিকাঁচারা জানাল, এদিন দুপুর পর্যন্ত ৮০০ টাকা চাঁদা উঠেছে। কিন্তু বাজেট দু'হাজার টাকা। সন্ধ্যা পর্যন্ত 'টার্গেট' পূর্ণ করার লক্ষ্য তাদের।

- ওরা কেউ চতুর্থ, কেউ পঞ্চম কেউবা অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া
- শুধু ছেলেরাই নয়, মেয়েরাও কাকুতিমিনতি করে কারও থেকে ৫ টাকা, আবার কারও থেকে ১০ টাকা চাঁদা নিচ্ছে
- রাস্তা আটকে চাঁদা আদায়ে স্বাভাবিকভাবেই রুষ্ট হচ্ছেন যাতায়াতকারীরা

স্থানীয় বাসিন্দা শিক্ষক নীতীশ সরকার বলেন, 'এলাকার শিশু-কিশোররা প্রতি বছর সরস্বতীপুজোয় আনন্দে মাতে। নিজেরাই মণ্ডপ তৈরি করে। পুজোর অন্যান্য আয়োজন করে। চাঁদা আদায়ের ব্যাপারটিকে তারা বেশ উপভোগ করে।'

শ্যামপুর মোড় এলাকাতেও টোটো, অটো, বাইক থামিয়ে চাঁদা তুলছিল ওরা। যথেষ্ট ব্যস্ত রাস্তা। দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা। বিষয়টি সেই খুদে চাঁদা আদায়কারীদের বোঝাতেই কিছুক্ষণের জন্য তারা ছন্নছাড়া হয়ে গেল। দীপক, অয়ন, কপিলদের কথায়, বাড়ি বাড়ি গেলে চাঁদা মিলছে না।

তাই রাস্তায় নেমেছে। কলেজপাড়ার পার্ক মোড় এলাকায় কয়েকজন কিশোর রাস্তা আটকে চাঁদা তুলছিল বাইক, টোটো থেকে। স্থানীয় বাসিন্দা রজত রায়ের মন্তব্য, 'যেভাবে রাস্তা আটকানো হচ্ছে, তাতে বিপদ হতে পারে। প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত।'

মাদক সহ গ্রেপ্তার ৫

গাজোল, ২২ জানুয়ারি : ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের শ্যামনগর পার্কিং এলাকায় নাকা তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ টাকা ও ব্রাউন সুগার সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করল গাজোল থানার পুলিশ। তল্লাশিতে ৮ লাখ ১৫ হাজার টাকা এবং ২৯৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। যার বাজারদর প্রায় ৩০ লাখ টাকার মতো। পাশাপাশি আটক করা হয়েছে একটি স্করপিও গাড়ি। বৃহস্পতিবার সকালে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের শ্যামনগর পার্কিং এলাকায় আইসি আশিস কুণ্ডুর নেতৃত্বে নাকা তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। নির্দিষ্ট গাড়িটিকে আসতে দেখে সেটিকে দাঁড় করানো হয়। এরপর গাড়ির ভিতরে তল্লাশি চালাতে গিয়ে সিটের নীচ থেকে ব্রাউন সুগার এবং নগদ টাকা পাওয়া যায়। তারপরই গাড়িতে থাকা ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ধৃতরা হলেন বিহারের সহরসা জেলার নরহাট্টা থানার বাসিন্দা বিবেক কুমার, ওই জেলারই বেহেরা থানার বাসিন্দা বিপিন কুমার এবং অজিত কুমার, মাধেপুরা জেলার সিংহেশ্বর থানা এলাকার বাসিন্দা রঞ্জিত কুমার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা হনুমান টোলার বাসিন্দা গৌরব দাস। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, বিহারে বেশ কয়েকজনের হাতে এই মাদকদ্রব্য পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করে এদিন জেলা আদালতে তোলা হয়েছে।

থানার দ্বারস্থ

বালুরঘাট, ২২ জানুয়ারি : পথকুকুরের লেজ কেটে দেওয়ার অভিযোগে তিন প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন এক মহিলা পশুপ্রেমী। বালুরঘাট ব্লকের কামারপাড়া হাসপাতাল এলাকার তন্দ্রা চাকি নামে ওই পশুপ্রেমী বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করে বলেন, 'দিনকয়েক আগে এলাকার তিন তরুণ আমার বাড়ির সামনে থাকা পথকুকুরদের নিয়ে আপত্তি জানায় এবং তাদের খেতে দিতে বারণ করে। বারণ না শুনলে ওই কুকুরদের মেরে ফেলারও হুমকি দিয়েছিল ওই তরুণরা। এরপর লেজ কাটার ঘটনা জানতে পেরেই ওই তরুণদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাই।'

রজত জয়ন্তী

কুমারগঞ্জ, ২২ জানুয়ারি : কুমারগঞ্জের বড়ম উচ্চবিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান ঘিরে বিদ্যালয় চত্বরে ছিল উৎসবের আবহ। বুধবার ও বৃহস্পতিবার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রজত জয়ন্তী বর্ষের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। গম্ভীরা গান, পুতুলনাচ, পুরুলিয়ার ছৌ নাচ পরিবেশিত হয়। কলকাতা থেকে আগত শিল্পীদের পরিবেশিত শ্রুতিনাটক প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিশেষ আকর্ষণ ছিল সংগীতশিল্পী রাফা ইয়াসমিনের সংগীতানুষ্ঠান।

বেলুয়ায় নীল সরস্বতী।

নীল সরস্বতীপুজো

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২২ জানুয়ারি : নীল সরস্বতীর আরাধনায় মেতে ওঠার অপেক্ষায় মহাকবি কালিদাস স্মৃতিবিজড়িত বাংলা-বিহার সীমানার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পার্শ্ববর্তী বেলুয়া। বাংলা এবং বিহারের বাসিন্দারা বৃহস্পতিবারই অধিবাসে অংশ নিয়েছিলেন। শুক্রবার পুজো। জনশ্রুতি, কালিদাস একসময় বেলুয়াতে নীল সরস্বতীর আরাধনা করে মহাজ্ঞান লাভ করেছিলেন। বিহারের বারসই মহকুমার আবাদপুর থানা এলাকার বেলুয়া গ্রামেই রয়েছে মহাসরস্বতীর মন্দির। যা অধিগ্রহণ করেছে ইসকন। ভিড় জমাতে শুরু করেছেন বাংলা, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দারা। প্রাচীনকালে বেলুয়া পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেসময়ে এখানে বাঙালি দত্ত রাজারা রাজত্ব করতেন। কালিদাসের অভিজ্ঞানম শকুন্তলাতে বেলুয়া ও তার আশপাশের অঞ্চলের একাধিক বিবরণ পাওয়া যায়। বাসিন্দা রাজীব চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী ভগবান বিষ্ণু যখন সতীর দেহ চক্র দিয়ে ছিন্ন করছিলেন, তখন বিভিন্ন শক্তিপীঠের মতো দেবীর একটি অঙ্গ বেলুয়াতে পড়ে। তা ছিল দেবীর স্বরযন্ত্র। যে কারণে বেলুয়াতে শক্তির আরাধনা শুরু হয়। প্রাচীনকাল থেকেই এখানে বাগদেবী নীল সরস্বতী পূজিত হয়ে আসছেন।'

ফুলবাড়িয়াতে ৩০ ফুটের প্রতিমা

হরষিত সিংহ

মালদা, ২২ জানুয়ারি : ফুলবাড়িয়া গ্রামের সরস্বতীপুজোর অন্যতম আকর্ষণ ৩০ ফুটের প্রতিমা। এবার নয় বছরে পড়ল মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের ব্রাহ্মণপাড়া ছোট ফুলবাড়িয়া গ্রামের সরস্বতীপুজো। সুকেশী ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরির উদ্যোগে প্রতিবছর বিরাট আকারের প্রতিমা তৈরি করা হয়। তবে এতদিন থার্মোকল ও অন্য সামগ্রী দিয়ে প্রতিমা তৈরি করা হত। এই বছর মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে প্রায় ৩০ ফুটের সরস্বতী প্রতিমা। পুজো উপলক্ষ্যে মণ্ডপ প্রাঙ্গণে বিশাল মিলনমেলার আসর বসে। পুজো কমিটির সম্পাদক পিয়াম ঝাঁ বলেন, 'পুজো উপলক্ষ্যে পাঁচদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও মেলা চলবে। বহু দূরদূরান্তের মানুষ আমাদের এই পুজোয় আসেন।' পুজো কমিটির সদস্য নয়ন মণ্ডল জানান, শিশু সহ সকলের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাঁচদিনব্যাপী এলাকার খুদে শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়েও নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে পুজো উপলক্ষ্যে। বিশালাকারের এই প্রতিমা তৈরি করেছেন এলাকার বিশিষ্ট মৃৎশিল্পী নৃত্যরঞ্জন পাল। প্রায় এক মাস আগে থেকে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন শিল্পী। পুজোর একদিন আগেই কাজ শেষ হয়েছে। এখন থেকেই আশপাশের গ্রাম থেকে মানুষ আসছেন বিশাল আকারের এই প্রতিমা দেখতে। পুজো কমিটি জানিয়েছে, এবছর তাদের পুজোর বাজেট প্রায় তিন লক্ষ টাকা। শুধু হিন্দুরাই নয়, এই সরস্বতীপুজোর মেলা ও অনুষ্ঠানে এলাকার অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও আসেন।

ধৃত সিআরপিএফ কনস্টেবল ও তাঁর স্ত্রী

নয়ডায় অত্যাচার মালদার কিশোরীকে

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২২ জানুয়ারি : মালদা জেলা থেকে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশার চিত্র মাঝেমধ্যেই সামনে আসে। কখনও বিল্ডিং থেকে পড়ে তাঁদের মৃত্যু হয়। আবার কখনও টাকা না পেয়ে ঠকতে হয়। এবার এক দশ বছরের নাবালিকা পরিযায়ী শ্রমিকের উপর অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছে।

উত্তরপ্রদেশের নয়ডা এলাকায় এক সিআরপিএফ কনস্টেবল ও তাঁর স্ত্রী দিনের পর দিন ওই নাবালিকাকে মারধর করতেন। তার পরিস্থিতি এমন করা হয়েছে যে, সে এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, তার শরীরে একাধিক পাঁজর ভেঙে গিয়েছে।

মাথা ও বুকে গভীর ক্ষত রয়েছে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন অনাহারে থাকার চিহ্ন রয়েছে। তার হিমোগ্লোবিন বিপজ্জনকভাবে কমে মাত্র ১.৯-এ নেমে এসেছে। বর্তমানে ওই শিশুটিকে গ্রেটার নয়ডা এলাকার ১২৮ সেক্টরে একটি নার্সিংহোমে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছে।

ওই ঘটনায় সিআরপিএফ কনস্টেবল তারিখ আনোয়ার এবং তাঁর স্ত্রী রিম্পা খাতুনকে গ্রেপ্তার করেছে নয়ডা থানার পুলিশ। সঙ্গে অভিযুক্ত কনস্টেবলকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

এদিকে, স্থানীয় পুলিশের কাছ থেকে খবর পেয়ে ওই শিশুটির পরিবারের লোকেরা উত্তরপ্রদেশ রওনা দিয়েছেন।

নয়ডা পুলিশ এবং জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলার মথুরাপুরের বাসিন্দা ওই নাবালিকার দূরসম্পর্কের আত্মীয় রিম্পা। প্রায় দেড় মাস আগে রিম্পা তাঁর স্বামীর সরকারি আবাসনে তাকে নিয়ে যান। তিনি আশ্বাস দেন, শিশুটির ভালো যত্ন নেওয়া হবে এবং সে তার দুই ও চার বছর বয়সি সন্তানদের দেখাশোনায় সাহায্য করবে।

> “শিশুটির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। সিডব্লিউসির মাধ্যমে শিশুটিকে জেলায় ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
>
> **শিবেন্দুশেখর জানা**
> আধিকারিক, মালদা চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট

তবে অভিযোগ, তাঁরা নাবালিকার ওপর নির্মম অত্যাচার চালাতেন। পরে তাকে অচেতন অবস্থায় নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। যদিও অভিযুক্তের দাবি, বাথরুমে পড়ে গিয়ে নাবালিকার এমন অবস্থা হয়েছে। কিন্তু চিকিৎসকদের সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা বিষয়টি প্রশাসনকে জানান।

নয়ডা এলাকার এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওই শিশুটির মা মানসিক ভারসাম্যহীন। তারা ছয় ভাইবোন। ছয় সন্তানের মধ্যে ওই নাবালিকা বড়। বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করে মাকে ছেড়ে দীর্ঘদিন আগেই অন্য জায়গায় চলে গিয়েছেন। মায়ের চিকিৎসার খরচ এবং ছোট ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করতেই পরিচারিকার কাজ নিয়ে নয়ডায় এসেছিল। তবে তার সঙ্গে যে এমন হবে সেটা হয়তো সে কল্পনাও করতে পারেনি।

ওই নাবালিকার এক আত্মীয়র কথায়, 'আমরা ভেবেছিলাম মেয়েটিকে একটি ভালো জায়গায় রাখলে ওর দেখাশোনা হবে। ঠিকঠাকভাবে মানুষ হতে পারবে। পাশাপাশি হালকা কাজ করে যা পয়সা রোজগার করবে তাতে ওর ভাইবোনদেরও ভরণপোষণ হবে। কিন্তু এখন মেয়েটিকে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে।'

উত্তরপ্রদেশ শিশুকল্যাণ কমিটির (সিডব্লিউসি) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিশুটির যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। তাকে সবরকম চিকিৎসা দিতে হবে।

অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবায় ক্ষোভ

গাজোল, ২২ জানুয়ারি : ১০২ নম্বরে ফোন করে অ্যাম্বুল্যান্সের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও আসেনি অ্যাম্বুল্যান্স। অবশেষে নবজাতককে নিয়ে ঠান্ডার মধ্যে চারিদিক খোলা টোটোতে করে বাড়ি যেতে বাধ্য হলেন মা। বৃহস্পতিবার ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের নিশ্চয়যানের পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে গাজোলে।

দিনকয়েক আগে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে রসিকপুর এলাকার মোসলেমা খাতুন সন্তান প্রসব করেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার সময় ১০২ নম্বরে অ্যাম্বুল্যান্সকে ফোন করা আসছি-আসব করেও আসেনি অ্যাম্বুল্যান্স।

IN THE COURT OF LD. CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION 1ST COURT, MALDA
PROBATE CASE NO. 08/2025
Petitioners: -
1) Babul Jha @ Babul Chandra Jha
2) Sukumar Jha,
Both S/o-Late Manipada Jha
Residing at-Subhashpally
Under English Bazar Municipality
P.S-English Bazar,
Dist-Malda (W.B.)

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে, মৃত মানুবালা ঝা গত ইংরেজি ৩১/১২/২০০৯ তারিখে মারা গিয়েছেন। তার নিজস্ব সন্তান না থাকায় তিনি মারা যাওয়ার সময় কেবলমাত্র তার দুই ভ্রাতৃপুত্র 'বাবুল ঝা ওরফে বাবুল চন্দ্র ঝা' এবং 'সুকুমার ঝা'কে ওয়ারিশ হিসেবে রেখে যান। মৃত মানুবালা ঝা তার জীবদ্দশায় উক্ত দুই ভ্রাতৃপুত্রদের 'জেলা মালদহের রতুয়া থানার অন্তর্গত সুলতানপুর মৌজার জে.এল. নং-১৩৭, আর.এস. খতিয়ান নং-৭৯ এবং ১৫১, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং-১৩১০ এর এল.আর. ৪৩৮ নং দাগের ৬৬ শতক ও এল.আর. ৪৫৮ নং দাগের ৪১ শতক ভূসম্পত্তি' তার মৃত্যুর পর ভোগদখলের অধিকারী হয়ে যেন তাহারা স্বত্ব লাভ করে এই মর্মে একটি উইলপত্র সম্পাদন করেছিলেন। মানুবালা ঝা'র মৃত্যুর পর দরখাস্তকারীগণ উক্ত উইল প্রবেটের প্রার্থনায় মাননীয় আদালতে মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন। অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির দিন হতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে উইল প্রবেট মোকদ্দমার বিরুদ্ধে কারও যদি কোনও আপত্তি থাকে, তাহলে স্বয়ং অথবা নিযুক্তিয় উকিলবাবুর মাধ্যমে মাননীয় আদালতে উপস্থিত হয়ে দরখাস্তকারীগণের প্রার্থনা কেন মঞ্জুর হইবে না তার উত্তর দিবেন অন্যথায় মোকদ্দমার ধার্য্য দিবসে মাননীয় আদালত উক্ত মোকদ্দমার শুনানী করে নেবেন। আগামী ১৩-০২-২০২৬ তারিখের মধ্যে সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন প্রথম আদালতে হাজির হইয়া লিখিত আকারে আপত্তি জানাইতে পারেন।

অনুমত্যনুসারে,
Tirtha Chakraborty
Sheristader
Civil Judge Sr. Div.
1st Court, Malda

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী

ফেব্রুয়ারি ২০২৬ মাসের জন্য ডিওয়াই.সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে ইউনিট অনুসারে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সা-সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে।

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ফেব্রুয়ারি/২০২৬	১৩-০২-২০২৬, ২০-০২-২০২৬ এবং ২৭-০২-২০২৬

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ফেব্রুয়ারি/২০২৬	১৩-০২-২০২৬, ২০-০২-২০২৬ এবং ২৭-০২-২০২৬

কাটিহার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ফেব্রুয়ারি/২০২৬	১৩-০২-২০২৬, ২০-০২-২০২৬ এবং ২৭-০২-২০২৬

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ভাঙচুর

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২২ জানুয়ারি : বুধবার গভীর রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার দুটি অঞ্চলে ধর্মীয় স্থানে ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীরা। সকালে এই ঘটনা দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের তরফেই হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে দুটি ঘটনার ক্ষেত্রেই। দুটি ঘটনায় পুলিশ তদন্তে নেমেছে। এদিন সকালে এলাকায় খানিক উত্তেজনা ছড়ায়। তবে পুলিশের হস্তক্ষেপে বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই দুটি ঘটনাতেই এদিন বিকেল পর্যন্ত কোনও গ্রেপ্তারির খবর নেই।

'বিষপানে' মৃত্যু

মালদা, ২২ জানুয়ারি : হবিবপুরে জয়া মণ্ডল (২৭) নামে এক বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। মৃতার বাড়ি হবিবপুরের বিনোদপুর এলাকায়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পরিবারের দাবি, মঙ্গলবার সকালে তাঁদের অজান্তে বিষপান করেন জয়া। পরে শ্বশুরবাড়ির লোকজন জয়াকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন। বুধবার মধ্যরাতে মৃত্যু হয় জয়ার।

বৈদ্যুতিক সম্পদের ক্ষুদ্র মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/০৬_২০২৬/কে/১৪৩৪ তারিখঃ ১৯-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার সংখ্যা. ০৬_২০২৬। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলে দুই বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বৈদ্যুতিক সম্পদের ক্ষুদ্র মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার রাশি ৩,৭৮,০৫,৫৭৪/- টাকা। বায়না রাশি ৩,৩৯,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএণ্ডসিএইজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/৩৭/২০২৫-২৬, তারিখ: ২০-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নং: ১; টেন্ডার নং: ৪০/২৫/০৬৩৪/ওটি/২০৯/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৯-০২-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: পিটিএফই টাইপ নিউট্রাল সেকশন অ্যাসেম্বলি (ফেজ ব্রেক), আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং টিআই/এসপিসি/ওএইচই/এসএনএস/০০০০ রেভ-১ অনুযায়ী, এ অ্যান্ড সি স্লিপ নং-১ সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০৪৪৪, শর্ট নিউট্রাল সেকশন অ্যাসেম্বলি (ফেজ ব্রেক)] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ) সেফটি ফ্ল্যাগ পরিবর্তন: নন-সেফটি থেকে সেফটি। (i) পরিমাণ—৩ সেট, নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পশ্চিমবঙ্গের জন্য (ii) পরিমাণ—৪ সেট, কাটিহার জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, বিহারের জন্য পি.এল. নং—৪৬১২০১৭৮।

ক্রম.নং.: ২; টেন্ডার নং. : ৩০/২৫/১৮৪৫ই/ওটি/২১০/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৬-০২-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ডিইএমইউ হুইলের জন্য বেয়ারিং ব্যতীত সাসপেনশন টিউব ও ফিটিংস—মোট ১০টি আইটেম, সিজিএল ডিআরজি নং সিজিএম/১০৬০০১ রেভ-২ অথবা সর্বশেষ / বিএইচইএল ড্রইং নং ০৪৪৬১৫৯৯০১৫, রেভ-০০ অথবা সর্বশেষ অনুযায়ী। (১) সাসপেনশন টিউব: সিজিএম/১০৬৮০১ রেভ-৮ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ০৪৪৬১৫৯৯০১১ অনুযায়ী — ০১টি, (২) বেয়ারিং হাউজিং: সিজিএম/২০৬৮০৩ রেভ-০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩২ অনুযায়ী — ০১টি, (৩) অ্যাডজাস্টমেন্ট ওয়াশার: সিজিএম/২০৬৮০৫ রেভ-১ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩৩ অনুযায়ী — ০১টি, (৪) এন্ড কভার (আরডব্লিউই): সিজিএম/২০৬৮০৬ রেভ-১ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩০ অনুযায়ী — ০১টি, (৫) এন্ড কভার (জিডব্লিউই): সিজিএম/২০৬৮০২ রেভ-২ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩১ অনুযায়ী — ০১টি, (৬) অ্যাবাটমেন্ট পিস: সিজিএম/২০৬৮০৪ রেভ-০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০২৮ অনুযায়ী — ০১টি, (৭) এনক্লোজার: সিজিএম/২০৬৮০১ রেভ-০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০২৯ অনুযায়ী — ০১টি, (৮) সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু এম১০ × ৩০: সিজিএম/৪২২০১ রেভ-০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ৪৪৩৯১৫৬০০০১ অনুযায়ী — ০৬টি, (৯) সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু এম১২ × ৭০: সিজিএম/৪২২০২ (আইটেম নং-২) রেভ-২ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ৪৪৩৯১৫৬০০০৩ (আইটেম-০০১) অনুযায়ী — ১৬টি, (১০) গ্রিজ নিপল: সিজিএম/৪২২০৩ রেভ-১ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ৩৪৩৯৪০২৮০০৩ অনুযায়ী — ০২টি। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—৮০ সেট, নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য। পি.এল. নং—৩১৯৩৩৯১৯।

ক্রম.নং.:৩; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫২৫৬এ/ওটি/২১১/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৯-০২-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ৬০ কেজি ইউআইসি /৫২ কেজি রেল সেকশনের জন্য ফ্ল্যাট টো-সহ ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-ভি, আরডিএসও ড্রইং নং টি-৫৯১৯ অনুযায়ী; আইআরএস-টি-৩১-২০২১ (আইআরএস-টি-৩১-২০২১) স্পেসিফিকেশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রযোজ্য হলে সর্বশেষ সংশোধনীসহ; অল্টারনেটিভ নং-২ অনুযায়ী, প্রযোজ্য হলে সর্বশেষ পরিবর্তনসহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: আরআইটিইএস নন-টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০৫৫৮, ইলাস্টিক রেল ক্লিপস] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ - ৩০,০০,০০০টি, ডিওয়াই সিএমএম/নিউ জলপাইগুড়ি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য। (ii) পরিমাণ - ২০,০০,০০০টি, ডেপুটি সিএমএম/পান্ডু, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য। পি.এল.নং-৬০১১০০২৮।

ক্রম. নং.: ৪; টেন্ডার নং. : ৬০/২৫/৫৩০০/ওটি/২১২/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ৩০-০১-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) নিউ গুয়াহাটি ওয়াগন ডিপোর জন্য অটোমেটেড ট্রেন এক্সামিনেশন সিস্টেম (এটিইএস)-এর সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কমিশনিং, প্রয়োজনীয় জনবলসহ, টার্নকি ভিত্তিতে। স্পেসিফিকেশন ও কাজের পরিধি: সংযুক্ত অ্যানেক্সার-এ অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—৪টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ গুয়াহাটি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬৬১০৪১৭৬০১২২। (২) ৫ বছরের জন্য সিএএমসি [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখের পর মাস অনুযায়ী, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, ডিসকাউন্টিং হার: ১০%, শুরু হবে: ২য় বছরের পর] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: এএমসি] পরিমাণ—৪টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ গুয়াহাটি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৬৬১০৪১৭৬। (৩) বঙাইগাঁও, ডাংতাল ও মালিগাঁও থেকে চলাচলকারী ট্রেনসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে সি অ্যান্ড ডব্লিউ ডিপো, নিউ বঙাইগাঁও-এ অটোমেটেড ট্রেন এক্সামিনেশন সিস্টেমের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কমিশনিং, প্রয়োজনীয় কর্মী সহ, টার্নকি ভিত্তিতে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—৩টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৭৮৭৯০২৪০০০৫৮। (৪) ৫ বছরের জন্য সিএএমসি [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখের পর মাস অনুযায়ী, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, ডিসকাউন্টিং হার: ১০%, শুরু হবে: ২য় বছরের পর] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি), স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: এএমসি] পরিমাণ—৩টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৭৮৭৯০২৪০।

ক্রম. নং.: ৫; টেন্ডার নং. : ৬০/২৪/৫১০৪/ওটি/২১৩/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-০২-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) ৫ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ইওটি ক্রেন-এর সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং, ডিএসএল সহ; শিডিউল-IV অনুযায়ী স্পেয়ারস, শিডিউল-I অনুযায়ী নির্দিষ্ট অতিরিক্ত স্পেয়ার ও আইটেমসমূহ যেমন স্লিং/লিফটিং ট্যাকলস; শিডিউল-V অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ সরঞ্জামাদি এবং সহগামী আনুষঙ্গিক হিসেবে পণ্য অন্যান্য যে কোনো অ্যাক্সেসরি সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৩০৭২১। (২) সেকশন-V এর ধারা ১৭ অনুযায়ী ওয়ারেন্টি শেষ হওয়ার পর ৫ বছরের জন্য কমপ্রিহেনসিভ এএমসি-এর ব্যয়। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখের পর মাস অনুযায়ী, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, ডিসকাউন্টিং হার: ১০%, শুরু হবে: ২য় বছরের পর] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি), স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: এএমসি] পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৬, (৩) ওয়ারেন্টি সময়কালের ১ম ও ২য় বছরে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের মূল্য। [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: পরিষেবা (অত্যাবশ্যক পরিষেবা)] পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৭। (৪) শিডিউল-IV অনুযায়ী পৃথক পৃথক আইটেমের ব্রেক-আপ এবং শিডিউল-I-এ নির্দিষ্ট অতিরিক্ত স্পেয়ার ও আইটেমসমূহ (যেমন স্লিং/লিফটিং ট্যাকলস)। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (অত্যাবশ্যক স্পেয়ার)। পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৮।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার সংক্রান্ত নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতারা ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) দেখতে পারেন। যে সম্ভাব্য দরদাতারা উপরোক্ত টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের অবশ্যই উপরের ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তবে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত না থাকেন, তবে তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে উপরোক্ত টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Great Eastern™
We serve you best

Great Eastern
PRESENTS
Cost to Cost
OFFER

CASH BACK Upto 45000* On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI*
1 EMI OFF*
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT GUARANTEE*
BAJAJ FINSERV | HDB FINANCIAL SERVICES | IDFC FIRST Bank

ONIDA
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 28990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 32990*

Godrej
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 28990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 33490*

VOLTAS
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 29990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 34990*

Haier
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 29990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 36990*

LLOYD
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 30990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 37990*

Carrier
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 37990*

HITACHI
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 38990*

LG
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 40990*

IFB
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 30990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 36990*

Whirlpool
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 29990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 32990*

BLUE STAR
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 39990*

MITSUBISHI ELECTRIC
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 32990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 36990*

Panasonic
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 32990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 38990*

SAMSUNG
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 31990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 39990*

SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier

75 QLED ₹ 55,990*

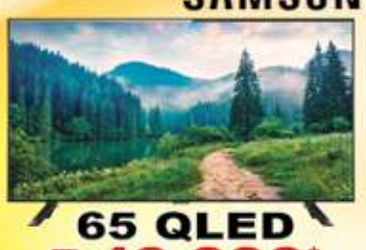
65 QLED ₹ 40,990*

55 4K Google TV ₹ 25,990*

43 SMART ₹ 14,990*

32 SMART ₹ 7,990*

24 ₹ 5,990*

IFB 187 L ₹ 14990*
Godrej 184 L ₹ 15490*
Haier 185 L ₹ 15490*
Godrej 238 L ₹ 21490*
LG 242 L ₹ 22990*
Haier 240 L ₹ 23990*
Godrej 330 L ₹ 33990*
LG 308 L ₹ 28990*
Haier 300 L ₹ 30490*
Godrej 600 L ₹ 70990*
LG 650 L ₹ 75190*
FREE PHILIPS MIXER GRINDER / FREE MICROWAVE — COST PRICE

Haier 7 KG ₹ 15290*
Godrej 7 KG ₹ 15990*
BOSCH 7 KG ₹ 17990*
LG 8 KG ₹ 18690*
IFB 6.5 KG ₹ 18490*
LG 7 KG ₹ 26990*
Godrej 7 KG ₹ 26990*
LG 9 KG ₹ 32990*
IFB 7 KG ₹ 31490*
BOSCH 7 KG ₹ 33490*
FREE IRON — COST PRICE

Apple 17 (128) Cost Price 82900* 4000/- Cashback On EMI
SAMSUNG S 25(12/256) Cost Price 70990*
vivo X 300 (12/256) Cost Price 75999* 10% Cashback
oppo Reno15 (8/256) Cost Price 41999* Including Cashback
FREE NECK BAND Worth Rs. 1149/- With Every Mobile
BAJAJ INDUCTION + IMMERSION ROD ₹ 1990*
BAJAJ MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD ₹ 1990*
PHILIPS MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD ₹ 2090*
KENSTAR MIXER GRINDER (3 JAR) + INDUCTION + CHOPPER ₹ 2790*
AIR FRYER ₹ 2990*

GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 99+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES:
SILIGURI — Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall — 84200 55257
BAGDOGRA — Near Station More, Opp. Lower Bagdogra — 85840 38100
RAIGANJ — Near Sandha Tara, Bhawan — 85840 64028
MALDA — Pranta Pally, N H 34 — 85840 64029
BALURGHAT — B.T. Park, Tank More — 90739 31660
JALPAIGURI — Siliguri Main Road, Beguntari — 98301 22859
S.F. ROAD — Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road — 85840 64025
COOCHBEHAR — N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi — 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT, CONTAI ds.

*Condition Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock lasts. *Price includes cash back and exchange offer. *Offer applicable on selected Models and Brands.

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS

জন্মদিনের আগে নেতাজির মূর্তি পরিষ্কার করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে। ছবি : মাজিদুর সরদার

সরস্বতীপুজোর বাজারে বিক্রি জমজমাট

হাতেখড়ি এবার ডিজিটাল স্লেটে

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২২ জানুয়ারি : ডিজিটাল যুগে হাতেখড়ির রীতিও বদলাচ্ছে। সরস্বতীপুজোকে সামনে রেখে মালদা শহর এবং বৈষ্ণবনগরের বাজারে এবার ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে ডিজিটাল স্লেটের। কাঠের স্লেট ও চক-পেন্সিলের জায়গা দখল করছে এলসিডি বা ডিজিটাল ট্যাবলেট স্লেট। অতুলচন্দ্র মার্কেট, নেতাজি মার্কেট থেকে শুরু করে বৈষ্ণবনগরের অলিগলি- সর্বত্র ডিজিটাল স্লেটের খোঁজে ভিড় জমাচ্ছেন ক্রেতারা। গ্রাম থেকে শহর- সব জায়গাতেই খুচরো দোকানদাররা এই স্লেট সংগ্রহে ব্যস্ত। এনটিপিসির পুরাতন টাউনশিপের সুপার মার্কেট, মিনি মার্কেট, বৈষ্ণবনগর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন আশু মার্কেটেও চলছে দেদার বিক্রি।

বুধবার আশু মার্কেটের দোকানদার আশরাফুল হক ও বাবু সাহারা জানান, এবছর সাধারণ স্লেটের তুলনায় ডিজিটাল স্লেটের চাহিদা অনেক বেশি। অনলাইনে যেখানে এই স্লেটের দাম ১২০-১৩০ টাকা, সেখানে বৈষ্ণবনগরের বাজারে সাড়ে আট ইঞ্চির ডিজিটাল স্লেট বিক্রি হচ্ছে মাত্র ৯০ টাকায়। কালো বোর্ড, সবুজ প্লাস্টিক গার্ড ও একটি পাতলা প্লাস্টিকের কলম—সব মিলিয়ে শিশুর হাতেখড়ির জন্য বেশ আকর্ষণীয় এই স্লেট। হাইস্কুলপাড়ার ব্যবসায়ী অমিত চৌধুরীর কথায়, 'সরস্বতীপুজোয় শিশুদের হাতেখড়ির জন্য এই ডিজিটাল স্লেটই এখন সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে।' কাঠের স্লেটের মতোই এতে লেখা যায়, তবে বাড়তি সুবিধা হল 'ডিলিট' অপশন। লেখায় ভুল হলে বা আঁকিবুকি হয়ে গেলেও এক স্পর্শেই মুছে যায়- ঠিক মোবাইলের মতো।

লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলের শিক্ষক রাজেশ মণ্ডল বলেন, 'আগে পেন্সিল বা চক দিয়ে অ-আ-ক-খ লিখেই হাতেখড়ি হত। সময়ের সঙ্গে শিক্ষার উপকরণও বদলাচ্ছে। এখন শিশুর হাত সরাসরি ডিজিটাল কলমেই অভ্যস্ত হচ্ছে।' তবে প্রশ্ন উঠছে- তাহলে কি কাঠের স্লেট, চক ও পেন্সিলের বাজার একেবারেই নেই? টাউনশিপ এলাকার এক স্টেশনারি দোকানের কর্মী সুজয় হালদার জানান, এই সামগ্রীর বিক্রি অনেকটাই কমেছে। এবছর সরস্বতীপুজোয় ডিজিটাল স্লেটই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে। গোলাপগঞ্জ, কুম্ভীরা, জোইনপুর ও বৈষ্ণবনগরের একাধিক খাতাকলমের দোকানে মিলছে এই স্লেট। চর সুজাপুর থেকে আসা এক ক্রেতা জানান, বাচ্চাদের ভীষণ পছন্দ হচ্ছে। খেলতে খেলতেই লেখা শেখা যাচ্ছে।

বৈষ্ণবনগর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য রবিউল আউয়াল বলেন, 'সরস্বতীপুজোর সময় স্লেট-পেন্সিলের ব্যবসা বরাবরই ভালো হয়। তবে এবার ডিজিটাল স্লেটই বাজার কাঁপাচ্ছে। মুম্বই থেকে কলকাতা হয়ে এই স্লেট এখানে আসছে। পাশাপাশি সাদা হোয়াইট বোর্ড স্লেটের বিক্রিও হচ্ছে।' সবমিলিয়ে বলা যায়, বাগদেবীর আরাধনায় এবার হাতেখড়িতেও ডিজিটাল প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর ও করণদিঘির দুই পরিবারে শোকের ছায়া

ভিনরাজ্যে ২ শ্রমিকের মৃত্যু

হরিশ্চন্দ্রপুর ও করণদিঘি, ২২ জানুয়ারি : ফের হরিশ্চন্দ্রপুরের এক শ্রমিকের ভিনরাজ্যে রহস্যমৃত্যু ঘটল। আটদিন নিখোঁজ থাকার পর রেললাইনের ধারের জঙ্গল থেকে উদ্ধার হল ক্ষতবিক্ষত দেহ। ওই শ্রমিককে খুন করা হয়েছে বলে পরিবারের অনুমান। একমাত্র রোজগেরে সদস্যের মৃত্যুতে অথই জলে পড়েছেন পরিবারের লোকেরা। দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে মাথায় হাত পড়েছে স্ত্রীর। ঘটনার পর প্রশাসন থেকে জনপ্রতিনিধিরা কেউই পাশে দাঁড়ায়নি বলে অভিযোগ। সেইসঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের বাসুদেবপুরের বাসিন্দা এক পরিযায়ী শ্রমিকের দেহও ফিরেছে এদিন।

মৃতের নাম আলমগির আলম (২৯)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের মশালদহ বাজারে। চেন্নাইতে কাজের জন্য গিয়েছিলেন আলমগির। নয়দিন আগে আরেকটি কাজের জন্য হায়দরাবাদ যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। ট্রেনে ওঠার আগে স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথাও বলেন। কিন্তু তারপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ নেই। ফোনেও পাওয়া যাচ্ছিল না। আশপাশে থাকা তাঁর সহকর্মীরা স্থানীয় থানাতেও জানান। আটদিন নিখোঁজ থাকার পর চেন্নাইয়ের যে স্টেশন থেকে হায়দরাবাদ যাওয়ার জন্য তাঁর ট্রেনে ওঠার কথা ছিল তার পরবর্তী স্টেশনের কাছাকাছি রেললাইনের ধারে জঙ্গল থেকে আলমগিরের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়।

কান্নায় ভেঙে পড়েছে মৃত শ্রমিকের পরিবার। বৃহস্পতিবার হরিশ্চন্দ্রপুরে।

> আমাকে বলেছিল হায়দরাবাদ পৌঁছে আমাকে টাকা পাঠাবে। কিন্তু আজকে আমরা এই খবর জানতে পারি।
>
> -হাওয়া নুর খাতুন

এই খবর বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন স্ত্রী থেকে শুরু করে পরিবারের লোকেরা। ওই শ্রমিকের স্ত্রী হাওয়া নুর খাতুন বলেন, 'যেখানে কাজ করত সেখান থেকে সমস্ত টাকাপয়সা নিয়েছিল। আমাকে বলেছিল হায়দরাবাদ পৌঁছে আমাকে টাকা পাঠাবে। কিন্তু আজকে আমরা এই খবর জানতে পারি।' শ্রমিকের দাদা আবু সামারের কথায়, 'এলাকায় কাজ থাকলে আমার ভাই বাইরে কাজ করতে যেত না। আমরা চাই এই পরিবারটির কেউ ব্যবস্থা করুক না হলে ওরা অকালে ভেসে যাবে।' এবিষয়ে মন্ত্রী তজমুল হোসেন বলেন, 'বিষয়টি দেখছি। পরিবারটির পাশেই আমরা রয়েছি। সরকারের তরফ থেকে সমস্তরকম সাহায্য করা হবে।'

অন্যদিকে, উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা অপর পরিযায়ী শ্রমিকের নাম আনওয়ারুল হক। তিনি কাজের খোঁজে তামিলনাড়ু গিয়েছিলেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করালে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারে স্ত্রী সহ ৬ জন ছেলেমেয়ে রয়েছে। খবর পেয়ে শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারে। সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটুর উদ্যোগে আনওয়ারুলের মৃতদেহ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গ্রামে পৌঁছায়। মৃতের স্ত্রী রোশনারা বিবি বলেন, 'পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিল আমার স্বামী। এখন প্রশাসন সাহায্য না করলে সংসার চালাব কী করে?'

মালদায় সভার অনুমতি সিপিএম-কে

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : মালদা কলেজ গ্রাউন্ডে সিপিএমের সভার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২৪ জানুয়ারি দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত সভা করতে পারবে তারা। বৃহস্পতিবার এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। সূত্রের খবর, এই সভায় থাকার কথা রয়েছে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের। মালদা সদরের এসডিওর কাছে বৃন্দাবনি ময়দানে সভা করতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব। ১৩ জানুয়ারি এসডিওর তরফে জানানো হয়, এই সভার অনুমতি দেওয়া যাবে না। তাই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব।

এদিন রাজ্যের তরফে হাইকোর্টে জানানো হয়, ওই মাঠে ওই দিনই মালদা ক্লাবের একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। তাই এসডিও এই আবেদন গ্রহণ করেননি। কিন্তু আবেদনকারীরা তার পরেই মালদা কলেজ গ্রাউন্ডে সভা করতে চেয়ে আবেদন জানান। এদিন আবেদনকারীদের তরফে জানানো হয়, শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে চূড়ান্ত প্রস্তুতিপর্ব চলছে। তাই মালদা কলেজ গ্রাউন্ডে সভার অনুমতি দেওয়া হোক। তারপরই বিচারপতি অনুমতি দেন। তবে আবেদনকারীদের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি মালদার এসডিও এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকেও এই বিষয়ে নজর রাখতে বলা হয়েছে।

অবশেষে বিশালাকার রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পূর্ণ অবয়বের ছবি বক্সা টাইগার রিজার্ভে বন দপ্তরের ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ল। তবে ছবিটি কবেকার তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। তথ্য : অভিজিৎ ঘোষ।

বিএলও'র মৃত্যুতে ক্ষোভ

বহরমপুর, ২২ জানুয়ারি : একদিকে বিএলও, আবার শাসকদল তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। আর তাঁরই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার হুলুস্থুল কাণ্ড বাধল মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার অন্তর্গত বড়ঞার পাঁচথুপি এলাকায়। এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ পেয়ে জাহাঙ্গির শেখের (৪৩) স্ট্রোকে মৃত্যু হয়েছে অভিযোগ তুলে চরম বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসী ও পরিবারের সদস্যরা। যদিও স্থানীয় প্রশাসন ও তৃণমূল নেতৃত্ব পরিস্থিতি সামাল দেওয়ায় ঘটনা বেশিদূর গড়ায়নি। পাঁচথুপি গ্রামের মুকামপাড়া এলাকার বাসিন্দা জাহাঙ্গির গত গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের দলীয় প্রতীকে জয়লাভ করলেও, পরবর্তীতে তৃণমূলে যোগ দেন। বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের তরফে এলাকার বিএলও হিসেবে কাজ করছেন। কিন্তু তাঁকেই শুনানির জন্য নোটিশ ধরানো হয়। পরিবারের দাবি, শুনানির নোটিশের জন্য তাঁর স্ট্রোক হয়। পরিবারের লোকেরা প্রথমে তাঁকে পাঁচথুপি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে কান্দি মহকুমা হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হলে শারীরিক অবস্থার অবনতির জন্য তাঁকে অন্যত্র রেফার করা হয়। কিন্তু বাঁচানো যায়নি। খবর পেয়েই মৃতের বাড়িতে যান বড়ঞার বিডিও গোবিন্দ দাস এবং তৃণমূল নেতৃত্ব। জাহাঙ্গিরের আত্মীয় শেখ শুকুর মুহাম্মদ বলেন, 'শুনানির নোটিশের জন্য মৃত্যু হয়েছে ওঁর।'

মহিলার মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ

কালিয়াচক, ২২ জানুয়ারি : ২০২৪ সালের অগাস্ট মাসে বনশুয়োরের আক্রমণে মৃত্যু হয় জ্ঞানো বিবি নামে এক মহিলার। তিনি মোথাবাড়ি বিধানসভার গঙ্গাপ্রসাদ অঞ্চলের ধুলাউড়ি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

আক্রান্ত মহিলা ওই এলাকার একটি নার্সারি স্কুলে আয়ার কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার বন দপ্তরের উদ্যোগে তাঁর পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। মৃতের স্বামী আজিজুর রহমানের হাতে চেক তুলে দেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ও আধিকারিকরা।

উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান, বন দপ্তরের আধিকারিক আইএফএস জিজু যশপার জে, রেঞ্জ অফিসার সরস্বতী বিশ্বাস প্রমুখ।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'ওই মহিলার মৃত্যুর পর থেকেই আমরা তাঁর পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। অবশেষে বন দপ্তরের উদ্যোগে মৃতের পরিবারের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। আজকে তাঁর স্বামী আজিজুর রহমানের হাতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে।' আইএফএস জিজু যশপার জে বলেন, 'যে কোনও বন্যপ্রাণী মানুষ অথবা ফসলের ক্ষতি করলে বন দপ্তরের উদ্যোগে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। বুনো শুয়োরের আক্রমণে এক মহিলার মৃত্যু হওয়ায় আজ তাঁর পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে।'

উদ্ধার নাবালিকা

কুশমণ্ডি, ২২ জানুয়ারি : বাড়ি থেকে পাঁচদিন আগে চলে যাওয়া এক নাবালিকাকে বুধবার সন্ধ্যায় উদ্ধার করল কুশমণ্ডি থানার পুলিশ। অন্যদিকে, আরেকটি ঘটনায় বুধবার দুপুরে টিউশনি পড়তে যাবার নাম করে এক নাবালিকা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর বাড়ি না ফেরায় বৃহস্পতিবার দুপুরে থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন তার বাবা। আইসি তরুণ সাহা জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

সর্ষে দানায় নেতাজি

আজাদ

মানিকচক, ২২ জানুয়ারি : ছোটবেলা থেকেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর আলাদা টান অনুভব করতেন চিত্রশিল্পী সৌরভ মালাকার। তাই নেতাজির জন্মদিনে তাঁকে একটু আলাদাভাবে সম্মান জানাতে চেষ্টা করেন। এবার মাইক্রো আর্টিস্ট সৌরভ ছোট্ট একটি সর্ষে দানার মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতি এঁকে সকলকে চমকে দিলেন। তাও মাত্র কুড়ি মিনিটের মধ্যে। মানিকচকের মথুরাপুর হরিবাসরের বাসিন্দা সৌরভ এই প্রথমবার নয়, এর আগেও মাইক্রো আর্টের মাধ্যমে কখনও মোটরের ডালে, আবার কখনও নখের ডগায়, কিংবা নদীর চরে বালির ভাস্কর্যের মধ্যেও নেতাজির প্রতিকৃতি তৈরি করেছিলেন। প্রতি বছর ক্ষুদ্র কোনও জিনিসে নেতাজিকে এঁকে মানিকচকবাসীকে অবাক করেন তিনি। এবিষয়ে সৌরভ বললেন, 'নেতাজি না থাকলে হয়তো আজও আমরা ইংরেজদের দাসত্ব করতাম। শুধুমাত্র তাঁর জন্যই আমরা স্বাধীনতার সাধ পেয়েছি। তাই মহান দেশনায়ককে সম্মান জানাতে প্রতিবছর এই ধরনের মাইক্রো আর্ট করে থাকি।' পরবর্তীতে এর থেকেও ছোট জিনিসে কাজ করার ইচ্ছা রয়েছে বলে জানান তিনি।

ধর্ষণে ধৃত

ডোমকল, ২২ জানুয়ারি : ডোমকল মহকুমায় প্রতিবেশী মহিলাকে ভয় দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে বৃহস্পতিবার এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম শাহিন আলি। এদিকে, ধৃতের দাদার দাবি, তাঁর ভাইকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হয়েছে। ডোমকলের এসডিপিও শুভাম বাজাজ জানিয়েছেন, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু হয়েছে।

গঙ্গায় বিলীন আনন্দ

প্রথম পাতার পর

তবে শুধু কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়, এই একই দশার স্বাদের অপেক্ষায় পার্শ্ববর্তী ভাট্টা কার্তিকটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। স্কুল ভবনের কিছু অংশ ইতিমধ্যেই গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। বিদ্যালয় ভবন ঘেঁষে বইছে গঙ্গা। হয়তো আগামী মরশুমে আর এই বিদ্যালয় ভবনের দেখা মিলবে না। তাই শেষবারের পুজো বলে বেশ ধুমধাম করে সরস্বতীপুজো উদযাপনে ব্যস্ত ভাট্টা কার্তিকটোলার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা।

গত বছরের অগাস্ট মাসে গঙ্গাভাঙনে গোটা গ্রাম সহ তলিয়ে যায় কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন। প্রশাসনিক উদ্যোগে সেই বিদ্যালয়ের ১৭২ জন শিক্ষার্থীর ঠাঁই হয় পার্শ্ববর্তী বড় কার্তিকটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত তাদের পঠনপাঠনের সময়সূচি বেঁধে দেওয়া হয়। স্কুল ভবন হারিয়ে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫২ জনে। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা মোট ৬। প্রচণ্ড শীতে সাতসকালে পঠনপাঠনে প্রচণ্ড অসুবিধা হলেও সবকিছুই একরকম চলছিল। তবে সরস্বতীপুজো নিয়ে কেমন যেন সবার মন খারাপ সকলের। স্কুল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দুটি স্কুলের পড়ুয়ারা মিলিতভাবে এবার একটি পুজো করবে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের স্কুলের পুজো নিয়ে স্মৃতিরোমন্থন করতে দেখা গেল সোনা মাহাতো, ওম মাহাতোদের। গতবার পুজোয় কেমন আনন্দ হয়েছিল, তাদের দেওয়া আলপনা কীভাবে ছোট্ট ভাই নষ্ট করে দিয়েছিল, কে নিজের কাঁধে নিয়ে মা সরস্বতী বিসর্জন করতে গিয়েছিল- এসবই ছিল বৃহস্পতিবার তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনও নেই, নিজস্ব পুজোও আর নেই। পার্শ্ববর্তী ভাট্টা কার্তিকটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন ও পুজো এখনও আছে। সামনের বছর কি আর থাকবে? সেটাই আলোচনার বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। তাঁরা তো একপ্রকার ধরেই নিয়েছেন যে, এবারই স্কুল ভবনে শেষ পুজো। তাই শেষবারের মতো জাঁকজমক করে পুজোর আয়োজন করছেন তাঁরা। পুজোর দিনই ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভূরিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। সেই স্কুলের সহ শিক্ষক অনিমেষ মণ্ডল বললেন, 'ইতিমধ্যেই স্কুলের কিছু অংশ গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। হয়তো আগামী ভাঙন মরশুমে আর এই ভবন থাকবে না। তাই হয়তো এই ভবনে এবারই আমাদের শেষ পুজো। আর শেষ পুজো বলেই শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী সকলের উদ্যোগে এই পুজোটাকে আলাদাভাবে পালনের চেষ্টা করছি। যাতে এই স্কুল ভবনে শেষ পুজো সকলের মনে থাকে।'

সীমান্তে ধৃত ৩

জঙ্গিপুর, ২২ জানুয়ারি : সীমান্ত টপকে ভারতে প্রবেশ করে গ্রেপ্তার হলেন তিন বাংলাদেশি দুষ্কৃতী। সকলেই চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত। বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম জসিমুদ্দিন, মহম্মদ জসিম এবং রাকিব রহমান। বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জে।

এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশের একটি বিশাল টিম হানা দেয় সীমান্ত ঘেঁষা এলাকায়। ওই তিনজনকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নানান ধরনের দ্রব্য সহ গবাদিপশু পাচারে যুক্ত সকলে। ধৃতদের সাতদিনের হেপাজতের আবেদন চেয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তুলবে পুলিশ।

কঠিন শাস্তির মুখে

প্রথম পাতার পর

সেই বৈঠকে সরকারি প্রতিনিধিত্বও ছিল। জানা গিয়েছে, বাস্তবে সেই বৈঠকও নিষ্ফলা হয়েছে। কারণ, লিটন দাসরা নিজেদের দেশেই নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন। ফলে তাঁরা বোর্ড বা সরকার বিরোধী কিছু বললে তার ফল মারাত্মক হতেই পারে। সূত্রের খবর, সেই পথে হাঁটেননি বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। বরং তাঁরা আজকের বৈঠকে স্পষ্ট করেছিলেন, তাঁরা ক্রিকেট খেলতে চান শুধু।

ক্রিকেটারদের সঙ্গে সেই বৈঠকের পরই ফের বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করা হয়, আইসিসি তাদের দাবি না মানলে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল আজ বিকেলের দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'বাংলাদেশের ক্রিকেটার, বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে আমরা আজ বৈঠক করেছি। সবাই বিশ্বকাপ খেলতেই চেয়েছি। কারণ, বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ আমরা কষ্ট করে অর্জন করেছিলাম। কিন্তু ভারতে গিয়ে টি২০ বিশ্বকাপে খেলার ব্যাপারে আমাদের নিরাপত্তার ঝুঁকি রয়েছে। আইসিসি-কে আমরা সেটা জানিয়েছিলাম। কিন্তু ছবিটা বদলায়নি। তাই নিরাপত্তার আশঙ্কা নিয়ে আমরা ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার কথা ভাবছিই না।' বাংলাদেশের অনড় মনোভাব, ভারতে হাজির হয়ে টি২০ বিশ্বকাপে না খেলার 'স্টান্স' না বদলানোর সিদ্ধান্ত আইসিসি-কেও চাপে ফেলেছে। কারণ, ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ শুরু হতে আর দেরি নেই। ফলে নতুন কোনও দলকে কীভাবে প্রতিযোগিতায় যুক্ত করা হবে, তা নিয়ে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার অন্দরে আলোচনা শুরু হয়েছে।

পাশাপাশি বাংলাদেশের তরফেও আইসিসি'র উপর চাপ বাড়ানো হয়েছে। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার থেকে তারা 'সুবিচার' পায়নি বলেও আজ সরাসরি অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ। ক্রীড়া উপদেষ্টা নজরুল বলেছেন, 'আইসিসি আমাদের প্রতি সুবিচার করল না। শ্রীলঙ্কায় আমাদের বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ দিলে এত সমস্যাই হত না। আমরা এখনও শ্রীলঙ্কার মাটিতেই বিশ্বকাপ খেলার অপেক্ষায় রয়েছি।' আইপিএল নিলামের আসরে মুস্তাফিজুর রহমানকে নিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ৯.২০ কোটি টাকা দিয়ে মুস্তাফিজুরকে নেওয়া হয়েছিল। যদিও পরবর্তী সময়ে দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কের অবনতির কারণে বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারকে আইপিএল থেকে ছেঁটে দেওয়া হয়। আর সেই ঘটনার পরই ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে হাজির না হওয়ার অনড় স্টান্স নেয় বাংলাদেশ। যা এখনও বজায় রয়েছে। বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাংলাদেশের এমন সিদ্ধান্ত অবাক করেছে ক্রিকেটমহলকে। বাংলাদেশের তরফে আজ এই কথাও বলা হয়েছে, তারা বিশ্বকাপ না খেললে আইসিসি ২০ কোটি দর্শককে হারাবে। যদিও এমন যুক্তিকে পাত্তা দেওয়ার লোক পাওয়া যাচ্ছে না।

বন্দে ভারতের রোশনাই, তলায় তলায় বহু ছাই

প্রথম পাতার পর

অথবা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পরের স্টেশন ভালুকায় নামতে হবে। সেদিন এমনই যাত্রীদের দেখলাম দিশেহারা। দু'দিন পরে বারসই স্টেশনে কাটিহার-রাধিকাপুর প্যাসেঞ্জার থামল দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে। অনেক যাত্রীকেই দেখা গেল বিভ্রান্ত। কী করে মূল শহরের দিকে যাবেন। একটাই ওভারব্রিজ, সেটা একেবারে পেছনে। মাঝে একটা ওভারব্রিজ তৈরি হচ্ছে, কবে হবে শেষ ঠিক নেই।

প্রধানমন্ত্রী বন্দে ভারতের স্লিপার ক্লাস উদ্বোধন করতে মালদা এসেছিলেন বলে ওই ডিভিশনের অধিকাংশ স্টেশন সেদিন আলোয় আলোয় সাজানো। মঞ্চও বিশাল। যেন প্রধানমন্ত্রী ওই স্টেশনেই আসছেন, এমন হাবভাব। মালদা স্টেশনে তো প্ল্যাটফর্মের দেওয়ালগুলোতে কী সুন্দর সুন্দর ছবি! অথচ অনেক ছোট স্টেশনেই মোদির ওয়ান স্টপ শপগুলো ভেঙেচুরে পড়ে আছে।

প্রশ্ন উঠবে, বন্দে ভারত দিয়ে ঢাক বাজানোর মাঝে রেলের অন্য প্রকল্পগুলো কী দুরবস্থায় পড়ে রয়েছে! কীরকম দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকদের মতো অবস্থা হয়ে গিয়েছে এককালের দুর্দান্ত ট্রেনগুলোর। শতাব্দী, রাজধানী, দুরন্ত, জনশতাব্দী-- সবাই আজ অনেক পিছনে। তাদের দিকে তাকানোর আর লোক নেই। ওই ট্রেনগুলোর কামরার দুরবস্থা দিন-দিন বেড়েই চলেছে।

বুধবার হাওড়া স্টেশনে কী ধুন্ধুমার হাওড়া-এনজেপি শতাব্দী এক্সপ্রেসে। ট্রেন ছাড়ার সময় পেরিয়ে যাওয়ার মুখে আরপিএফ গিয়ে সব যাত্রীকে নামিয়ে দিল। সবাই নামতে বাধ্য হলেন মালপত্র নিয়ে। দু'ঘণ্টা পরে ছাড়ল শতাব্দী। কী ব্যাপার, না একটা কোচে সমস্যা থাকায় সেটাকে ইয়ার্ডে নিয়ে যেতে হয়। ভাবুন কাণ্ড! ওদিকে অমৃত এক্সপ্রেস, অমৃত প্রকল্প হচ্ছে, আর এদিকে বিষ!

ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত মোট ৪৮ ট্রেন বাতিল করেছে রেল। কুয়াশার জন্য। ওদিকে বন্দে ভারত বাড়ছে। সেখানে কুয়াশার সমস্যা নেই। কুয়াশায় ট্রেন চালানোর জন্য বিশেষ যন্ত্র কেনায় তো খরচ করা যেত। তখন শুনি রেলের টাকা নেই। অমৃত ভারত প্রকল্পের এত টাকা কোথায় যায়?

উত্তরবঙ্গের অনেক ছোট ছোট স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্প ঘোষণা করে মানুষকে অনেক আশাবাদী করে তুলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সেই কাজ এমন ঢিলেঢালা হচ্ছে যে যন্ত্রণাই বাড়ছে শুধু। কতদিন ধরে স্টেশনে ভাঙচুর হবে, কেউ জানে না। অনেক স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের সামান্য অংশ প্লাস্টারিং হয়েছে, বাকি সব ভাঙাচোরা। হাঁটা মুশকিল। বড় বড় ওভারব্রিজ হয়েছে, সেগুলো অসম্পূর্ণ। লিফট হয়নি। এনজেপি স্টেশনেই যেখানে কাজকর্ম শামুকের গতিতে চলছে, তখন অন্য ছোট স্টেশনের বেহাল দশা তো বুঝতেই পারছেন। বন্দে ভারত বন্দে ভারত করতে করতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রেলমন্ত্রক ওপরের আলোটুকু দেখিয়ে দিচ্ছে। অন্ধকারে পড়ে থাকছে বিশাল অংশ। যা আসলে বন্দে অব্যবস্থা এক্সপ্রেস।

ভেবে দেখুন এককালে উত্তরবঙ্গের সেরা দুটি ট্রেন দার্জিলিং মেল এবং কামরূপ এক্সপ্রেসের কী দুরবস্থা! গোটা দেশে তাকালে এমন বহু ট্রেন দেখা যাবে, যা অতীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এখন আর নেই। নিজের দলের সাংসদ, বিধায়কদের অনুরোধ রাখতে অনেক স্টেশনে স্টপ হচ্ছে, যে স্টেশনে টিকিট কাটার যাত্রীই হয় না। ভোট হয়ে গেলে স্টপ বাতিল অনিবার্য। এই করতে করতে সেই ট্রেনগুলোর মহিমাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

নতুন ট্রেন আসবে বলে পুরোনো ট্রেনগুলোর মহিমা নষ্ট করার অধিকার কি কেন্দ্রের রয়েছে? ছ'বছর আগের মার্চে বয়স্ক নাগরিকদের টিকিটের ছাড় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই নিয়ম ফেরানো হয়নি আর। বয়স্ক মানুষেরা কেন বন্দে ভারত স্লিপার ক্লাস নিয়ে উদ্দীপ্ত হবেন? তাঁদের তো কপাল মন্দই করে রেখেছে ভারতীয় রেল।

পার্লামেন্টারি কমিটি সুপারিশ করেছিল, অন্তত স্লিপার এবং এসি থ্রি-টিয়ার ক্লাসের জন্য সিনিয়ার নাগরিকদের টিকিটে ছাড় দেওয়া হোক। সেটা মানেনি রেল। কোভিড প্যান্ডেমিক ছারখার করে দিয়ে গিয়েছে অনেক স্বপ্ন। রেলের সিনিয়ারদের স্বপ্নও ছারখার।

ভারতীয় রেলের সবচেয়ে খারাপ দিকের মধ্যে রয়েছে উপচে পড়া ভিড়, পরিচ্ছন্নতার চূড়ান্ত অভাব, নিরাপত্তার অভাব, খাবারের খারাপ মান। এইগুলো কিন্তু একেবারেই দূর হয়নি। আজও রিজার্ভেশন কম্পার্টমেন্টে প্রচুর যাত্রী ঢুকে পড়েন রিজার্ভেশন ছাড়াই। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ বহু যুগ ধরে এই রোগে আক্রান্ত। এই রোগ দেখা যায় কলকাতা-মুম্বই-দিল্লি-চেন্নাইয়ের মতো বড় স্টেশনের অনেক ট্রেনেই। নিত্যযাত্রীদের দাপট কমাতে পারেনি কেন্দ্র। বাড়তি কোনও চেষ্টাই দেখা যায়নি রেলমন্ত্রকের।

শুধু বন্দে ভারত বন্দে ভারত না করে এসবের দিকে নজর দিলে কাজে লাগত। দরকার ছিল পুরোনো ট্রেনগুলোকে নতুন লুক দেওয়া। সেটাও হয়নি। হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ট্রেনটার কথাই ধরা হোক উদাহরণ হিসেবে। গাড়িটার কামরাগুলোর অবস্থা দিন-দিন খারাপ হচ্ছে। কারও মাথাব্যথা নেই। সাংসদদেরও নয়। নইলে নতুন ট্রেনের দাবির পাশাপাশি এই দাবিগুলো তুলতেন তাঁরা।

দূরপাল্লার ট্রেনে অস্বাস্থ্যকর টয়লেট একটা মাথাব্যথার কারণ। এত নোংরা চারদিক। ঠিক একই অবস্থা এসি কোচগুলোর বেডরোলের, স্টেশনের টয়লেটগুলোর। বন্দে ভারতের খাবার নিয়ে প্রচুর ধন্য ধন্য করলেন রেলের ভাড়া করা ব্লগার ও ভ্লগাররা। বাস্তব হল, বহুদিন ধরে একই রকম খাবার মেলে বন্দে ভারতে। কোনও বৈচিত্র্য নেই। এবং বন্দে ভারতের কর্মীদের এত কম টাকা বেতন দিয়ে রাখে আইআরসিটিসি, তাঁদের লজ্জার মাথা খেয়ে প্রত্যেক দিন টিপস তুলতে হয়। রাতে মাত্র ঘণ্টা তিনেক ঘুম। সারাদিন যাতায়াতেই চলে যায়। এত পরিশ্রমের ফলে অনেককেই দেখা যায় মাঝপথে কোনওমতে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

তাঁদের তো বটেই, বন্দে ভারতে টিকিট পরীক্ষকদেরও বসার জায়গা থাকে না। সিট ফাঁকা থাকলে ঠিক আছে, নইলে অনেক সময় দুই কামরার মাঝে প্যাকেটের ওপরে তাঁদের বসে থাকতে হয়। এই তো বন্দে ভারত!

ভারতীয় রেলের অধিকাংশ ট্রেনে জেনারেল কম্পার্টমেন্টে উপচে পড়ে ভিড়ে। অধিকাংশ স্টেশনেই লিফট বা এসকালেটার না থাকায় বয়স্করা পড়েন বিপদে। অনেক জায়গাতেই চলে সমাজবিরোধীদের দাপট। তৎকাল টিকিট চালু হওয়ার পর এজেন্টের দাপট এখনও কমেনি। কী করে তারা সাধারণ যাত্রীদের আগে টিকিট পেয়ে যায় এটা একটা প্রশ্ন। প্রিমিয়াম তৎকালে ব্যবসার জন্য প্রচুর টিকিট ফাঁকা পড়ে থাকে, অথচ যাত্রীরা টিকিট পান না। ট্রাভেল এজেন্ট আপনাকে লোয়ার বার্থ দিতে পারে, এমনি গেলে বয়স্করাও নাও পেতে পারেন।

রেলে যেমন অফিসারদের সামন্ততান্ত্রিক প্রথা আজও চলে, সময় এখনও কুখ্যাতই রয়ে গিয়েছে। এত বন্দে ভারত নিয়ে ঢাক পেটায় সরকার, তার সময় কমানোর দিকে কোনও নজর নেই। এনজেপি-হাওড়া বন্দে ভারতের যাত্রাপথ আরও অন্তত আধ ঘণ্টা থেকে ৪৫ মিনিট কমানো যায়। কারও সে ব্যাপারে মাথাব্যথা নেই। ১১০ থেকে নেমে মাঝে মাঝে ২৮ কিলোমিটার স্পিডে চলে বন্দে ভারত। এতটাই বাড়তি সময় দেওয়া। শতাব্দীর ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

ওই যে বন্দে ভারত, বন্দে ভারত করে ওই সাদা-কমলা বিদ্যুৎকে ভোটে কাজে লাগানোর খেলা চলবে!

ঝড় তুলেছেন সানি দেওল

বর্ডার ২ এবারে ঝড় নিয়ে আসছে। প্রজাতন্ত্র দিবস ছয়লাপ হয়ে যাবে। ধুরন্ধর ঝড় এখনও সমানে চলছে। তার মধ্যে বর্ডার ২ সব ধুয়ে দিতে আসছে। অ্যাডভান্স টিকিট বুকিং-এর যে হিড়িক শুরু হয়েছে, এর আগে আর কোনও ছবিই তা দেখতে পায়নি। এর মধ্যেই প্রায় ৬০-৬৫ হাজার টিকিট বিক্রি শেষ। দশ কোটি টাকার বেশি বক্স অফিসে মজুত। ন্যাশনাল চেনগুলো তো দাপিয়ে ব্যবসা করছেই, কিন্তু স্থানীয় মাল্টিপ্লেক্সেও এই সিনেমার অগ্রিম বাজার দুর্দান্ত।

এর মধ্যে রাজস্থান, পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বাংলাতে বর্ডার ২ একেবারে দৌড়চ্ছে। গুজরাটে অবশ্য এখনও বলার মতো তেমন কিছু ফলাফল হয়নি। তবে গদর ২-র থেকে এই ছবির বাজার যে ভালো, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সানি দেওল, দিলজিত দোসাঞ্জ, অহন শেট্টির এই ছবি তেমন কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়বে না। শাহিদ কাপুরের একটা ছবি অবশ্য আসছে, তবে তা এই ছবিকে নাড়াতে পারবে বলে আশা নেই। এর আগে সানি দেওলের গদর ২ যেখানে ৫০০ কোটি টাকার ওপর ব্যবসা করেছিল, সেখানে বর্ডার ২-র ব্যবসা আরও বেশি হওয়া উচিত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

একনজরে সেরা

কল্পনায় মাতৃত্ব

অনেক মহিলা অন্তঃস্বত্ত্বা না হয়েও মনে করেন তিনি সন্তানধারণ করেছেন—এই মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়েই প্রথম ছবি করেছেন সৌম্যদীপ ঘোষ চৌধুরী, নাম ন মাস ন দিন এবং অন্তহীন। ছবিটি মুক্তি পাবে আমেরিকায়, কারণ পরিবেশক সেখানকার। বাংলা ছবির জগতে এই ঘটনা এই প্রথম। ভারতে কবে ছবিটির মুক্তি, পরিচালক ঠিক করেননি।

পর্দায় কালরাত্রি

মনোজ সেনের উপন্যাস কালরাত্রি নিয়ে ছবি করেছেন অভিরূপ ঘোষ। পঞ্চাশের দশকের এক গ্রাম, সেখানে দুই বন্ধু একজন যুক্তিবাদী, অন্যজনের ষষ্ঠেন্দ্রিয় প্রবল, সেখানকার অলৌকিক ঘটনার মুখোমুখি হলে কী হয়, তাই নিয়েই ছবি। অভিনয়ে ঋত্বিক চক্রবর্তী, অনির্বাণ চক্রবর্তী, দেবলীনা কুমার, গৌরব চক্রবর্তী, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়, মীর প্রমুখ।

রুটিনমাফিক অমিতাভ

৬ দশকের কেরিয়ার, এখনও নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং রুটিনে নড়চড় হয় না অমিতভ বচ্চনের। বক্তব্য তাঁর সহ অভিনেতা রাজ বুন্দেলার। তাঁর কথায়, তিনি শুটিং শেষ হলে বাড়ি ফিরে যেতেন। বাড়ির লোকদের সঙ্গেই সময় কাটাতেন। শুনেছি, রাত আটটার পর ইন্ডাস্ট্রির লোকেদের জন্য তঁর বাড়ির দরজাও বন্ধ থাকত।

টিভিতে মিমি

জনপ্রিয় লাখ টাকায় লক্ষ্মীলাভ ধারাবাহিকের প্রতি মাসে ফিনালে হয়। জানুয়ারির ফিনালেতে উপস্থিত থাকবেন মিমি চক্রবর্তী। মহিলাকেন্দ্রিক এই অনুষ্ঠান নিয়ে অভিনেত্রী বলেছেন, 'আমি মাঝে মাঝে দেখি, আমার মা এই শো-এর নিয়মিত দর্শক। খুব ভালো লাগছে এই শো বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছেছে দেখে। শো-এর সচালক সুদীপ্তা চক্রবর্তী।

নামল বিদ্যা

চলতি সপ্তাহে টিআরপি রেটিংয়ের প্রথমে এল পরশুরাম আজকের নায়ক। দ্বিতীয় প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি। তৃতীয় পরিণীতা, চারে রাঙামতি তীরন্দাজ, পাঁচে তাকে ধরি ধরি মনে করি ও ও মোর দরদিয়া, ছয় চিরসখা, সাত আমাদের দাদামণি, আট জোয়ার ভাঁটা, নয়ে লক্ষ্মী ঝাঁপি, দশে বেশ করেছি প্রেম করেছি এবং চিরদিনই তুমি যে আমার।

ডুবতে বসেছেন প্রভাস

প্রভাসের ম্যাজিক তাহলে শেষ? বাহুবলি ধমাকা আর চলছে না। তাঁর রাধেশ্যাম চূড়ান্ত ব্যর্থ। আর এবার রাজাসাব। প্রভাসের আর কোনও ছবির বোধহয় এমন ভরাডুবি হয়নি।

মাত্র ২১-২২ কোটিতে খেলা গুটিয়ে গেল। অথচ ছবি তৈরি করতে বিরাট খরচা হয়েছে। তার ওপর প্রভাস আর সঞ্জয় দত্ত স্ক্রিনে। কিন্তু এই হরর কমেডির যে এই হাল হবে, কে জানত।

দর্শকরা শুরু থেকেই এই ছবির অত্যন্ত খারাপ রিভিউ দিয়েছেন। সুতরাং প্রথম সপ্তাহেই মুখ থুবড়ে পড়েছে। তারপর আর মাথাচাড়া দিতে পারেনি। আসলে যে ছবিগুলোতে প্রভাস ম্যাজিক দেখিয়েছেন, সেই ছবিতে অ্যাকশান ছিলই। সেইসঙ্গে গল্পের মধ্যে ধর্মীয় কাহিনিও ছিল। এই দুইয়ের প্রভাবেই ছবি বাম্পার হিট। তাহলে কি অন্য কোনও গল্পের সঙ্গে মানানসই নন প্রভাস? সে কথা অবশ্য সময় বলবে। আপাতত রাজাসাব-এর ভরাডুবি সামলানোটা কঠিন।

সরস্বতীর বর পেয়েছেন যাঁরা

সরস্বতী বিদ্যেবতী। বিদ্যাবুদ্ধিতে কম যান না তারকারাও। বলিউডের তেমনই কয়েকজনের সার্টিফিকেটে সরস্বতী পুজোর দিনে চোখ রাখল তারাদের কথা।

'বিগ বি'র বিজ্ঞান ও কলা নৈপুণ্য

এককথায় তিনি 'অসাধারণ'। জীবন্ত কিংবদন্তি। বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক দিয়েও তিনি বেশ এগিয়ে। দিল্লির কিররি মাল কলেজ থেকে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে দুই-দুটি ডিগ্রি অর্জন করেছেন তিনি।

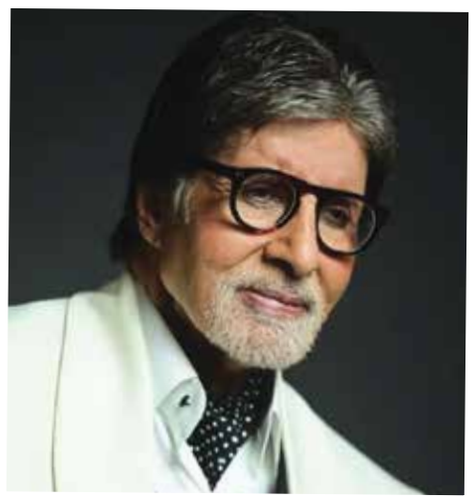

মাইক্রো কম্পিউটার ডিপ্লোমার কারিনা

প্রভাবশালী কাপুর পরিবারের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই পড়া-লেখায় প্রথম সারিতে। অঙ্ক বাদে সব বিষয়েই ক্লাসে সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন। স্কুল পেরিয়ে দু-বছর বাণিজ্য নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। পরে এক বছর আইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ। সেইসঙ্গে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে মাইক্রো কম্পিউটারের ওপর কোর্সও করেছেন পাতৌদির নবাব পরিবারের গৃহবধূ।

ঐশ্বর্য মেধা ও স্থাপত্য

প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী। তবে শুধুমাত্র রূপেই তিনি এগিয়ে নেই, পাশোনাতেও তিনি তুখোড়। বোর্ড পরীক্ষায় নব্বই শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ঝোঁক ছিল জুলজি বিষয়ে। কিন্তু মুম্বাইয়ের রাহেজা কলেজ অব আর্টসে স্থাপত্যবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু মাত্র ২১ বছর বয়সে বিশ্বসুন্দরীর মুকুট পরার পর পড়া-লেখার পর্বটা আর শেষ করতে পারেননি।

শাবানা চার বিষয়ে ডক্টরেট?

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে বিরল সাফল্যের অধিকারী তিনি। শাবানা আজমি। তাঁর মুকুটে রয়েছে তিন-তিনটি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রির পালক। সবশেষে যুক্ত হয়েছে আরও একটি ডক্টরেট ডিগ্রির রঙিন পালক। চতুর্থবারের মতো সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন বলিউডের প্রখ্যাত এ অভিনেত্রী। যুক্তরাজ্য, দিল্লি ও কলকাতার পর এবার কানাডা থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন শাবানা আজমি। ১৯৭৩ সালে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন শাবানা আজমি। পরবর্তী সময়ে যুক্তরাজ্যের লিডস, দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ও কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়া হয় তাঁকে।

এগিয়ে বিদ্যা

ভারতের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে সমাজবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রির অধিকারী তিনি। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রিও অর্জন করেছেন। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজের নামকরণের সার্থকতা রক্ষা করেছেন বিদ্যা বালান।

অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সোনম

সিঙ্গাপুর ও যুক্তরাজ্য থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন তিনি। অনিল কাপুরের কন্যা সিঙ্গাপুরের ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড কলেজে পড়ালেখার পাশাপাশি সিঙ্গাপুরে থিয়েটার অ্যান্ড আর্টস বিষয়েও দু-বছর উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন। এছাড়া যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট লন্ডনে পলিটিক্যাল সায়েন্স ও অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন সোনম কাপুর।

ফ্যাশন ডিজাইনার সোনাক্ষী

শত্রুঘ্ন সিনহার কন্যা সোনাক্ষী সিনহা। উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন ফ্যাশন ডিজাইনিং বিষয়ে। মুম্বাইয়ের একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে বিদ্যালাভ করেছেন জনপ্রিয় এই তারকা অভিনেত্রী।

ভূগোলবিদ সোহা

সোহা আলি খান। নয়াদিল্লির দ্য ব্রিটিশ স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছেন তিনি। তারপর যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলিওল কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ভূগোল বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন। পরবর্তী সময়ে লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

অর্থনীতির ছাত্র জন আব্রাহাম

বোম্বের স্কটিশচার্চ স্কুলে পড়াশোনা। তারপর জন আব্রাহাম ভর্তি হন জয় হিন্দ কলেজে। অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স বিষয়ে মাস্টার্স করেছেন জন।

ইলেকট্রনিক্সে মাধবনের ডিগ্রি

অভিনেতা ও টিভি সঞ্চালনার পাশাপাশি আর মাধবানের ঝুলিতে রয়েছে ইলেক্ট্রনিকস বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। তিনি 'মহারাষ্ট্র বেস্ট ক্যাডেট' খেতাবও পেয়েছেন।

বাংলার আরও এক শিল্পীকে হেনস্তা

লগ্নজিতার পরে স্নিগ্ধজিত। সারেগামাপা-খ্যাত এই শিল্পী গিয়েছিলেন মেদিনীপুরে। সেখানে সরকারি উদ্যোগে সৃষ্টিশ্রী মেলা শুরু হয়েছে। সেই মেলাতেই গান গাইতে গিয়েছিলেন শিল্পী। আর সেখানেই হেনস্থার শিকার হন তিনি।

কী ঘটেছে স্নিগ্ধজিতের সঙ্গে? ঘটনার পরেও নিজের ক্ষোভ গোপন করতে পারছেন না শিল্পী। স্পষ্ট জানাচ্ছেন যে, মঞ্চের ঠিক নীচেই অপদস্থ করা হয় তাঁকে।

গান গাইতে গাইতে মঞ্চ থেকে নেমে আসছিলেন স্নিগ্ধজিত। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের সঙ্গে হাত মেলাতে আসছিলেন তিনি। কয়েকজনের সঙ্গে হাতও মিলিয়েছেন। কিন্তু তারপরেই বিপত্তি। একটু এগিয়েছেন যেই, অমনি আচমকা কেউ জোরে ধাক্কা মারেন স্নিগ্ধজিতকে। বলেন, মঞ্চে ফিরে যেতে।

স্নিগ্ধজিত মঞ্চে ফিরে আসেন ঠিকই। কিন্তু ওপরে এসে বলেন যে, যিনি ধাক্কা মেরেছেন, তিনি স্নিগ্ধজিতের চেয়েও সিনিয়র। কথাটা ভালোভাবে বললেই তো সমস্যা মিটে যেত।

এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েনও শুরু হয়েছে। কেউ বলছেন, এই রাজ্যে শিল্পীদের কোনও নিরাপত্তা নেই। সরকারি অনুষ্ঠানে গিয়েও অপদস্থ হতে হচ্ছে। কেউ আবার বলছেন যে, স্নিগ্ধজিতকে হয়তো নিরাপত্তার খাতিরে মঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুরো ঘটনাটা তদন্ত না করলে বোঝা যাবে না।

১১৩ বছরের ভারতীয় সিনেমার মন্তাজ তৈরিতে বনশালি

সময়ের মধ্যে লাভ অ্যান্ড ওয়ার শেষ করতে দৌড়োচ্ছেন তিনি, তার মধ্যে ভারতীয় তথ্য ও সম্প্রচর মন্ত্রক সঞ্জয় লীলা বনশালিকে ভারতের ১১৩ বছরের সিনেমার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ও সন্ধিক্ষণের মন্তাজ-ট্যাবলো বানানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন দিল্লিতে ২৬ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে এটি দেখানো হবে। তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্র জানাচ্ছে, প্রথমে তিনি এই সম্মান ফিরিয়েই দিচ্ছিলেন যাতে তাঁর ছবি থেকে মনঃসংযোগ সরে না যায়। তিনি সময়ের মধ্যে লাভ অ্যান্ড ওয়ার শেষ করতে চান। তাঁর টিম তাঁকে পরিষ্কার জনিয়ে দেয় এই চ্যালেঞ্জ তাঁর নেওয়া উচিত। ভারতীয় সিনেমার মর্যাদাকে তুলে ধরার এই সুযোগ হারানো বোকামি হবে। ফলে গত দু মাস নাওয়া-খাওয়া ভুলে তিনি ট্যাবলো তৈরি করেছেন। ইতিমধ্যেই বলা হচ্ছে, ভারতীয় সিনেমার অতি প্রিয় মুহূর্তগুলো যেভাবে ট্যাবলোতে তিনি তুলে ধরেছেন, তা অসাধারণ। বনশালির নিজস্ব স্টাইলেই এটির নির্মাণ অবিস্মরণীয় হয়েছে।

৩ ঘণ্টা ১৯ মিনিটের বর্ডার ২, শো পাচ্ছে কত?

প্রজাতন্ত্র দিবসের সপ্তাহের ছুটির সুযোগ নিতে সিঙ্গল স্ক্রিনগুলো সব শো বর্ডার ২-কে দিয়েছে। মাল্টিপ্লেক্সও পিছিয়ে নেই। চার থেকে সাতটি স্ক্রিনসমৃদ্ধ হলগুলো ১৪ থেকে ২০টি করে শো দিয়েছে ছবিকে। ছবির সময়সীমা ৩ ঘণ্টা ১৯ মিনিট। এর ফলে অধিকাংশ হলে দুটো শো-এর মধ্যে ব্যবধান হবে ৪ ঘণ্টা। এমনকী ৩টি স্ক্রিন আছে এমন হল, সব শো দিচ্ছে বর্ডার ২-কে, অন্য ছবিকে শো দিচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে, হলগুলো তাদের প্রতিদিনের শিডিয়্যুল ঢেলে সাজাচ্ছে এই ছবির জন্য। সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, আহান শেট্টি, মোনা সিং, সোনম বাজওয়া, মেধা রানা তো অভিনয়ে আছেনই, শোনা গিয়েছে সুনীল শেট্টি, কুলভূষণ খারবান্দা, অক্ষয় খান্নাও ছবিতে থাকবেন। নির্মাতারা অবশ্য এ বিষয়ে কিছু বলেননি। ছবির মুক্তি ২৩ জানুয়ারি।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ৯ মাঘ ১৪৩২

বঙ্গের পদ্মকথা

পশ্চিমবঙ্গের জমি আন্দোলনের ইতিহাসে সিঙ্গুর এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ২০০৬ সালে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের জেরে টাটাদের ন্যানো কারখানা সিঙ্গুর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় গুজরাটের সানন্দে। শিল্পপতি রতন টাটা বাংলা ছাড়ার আগে মহাকরণে দাঁড়িয়ে নাম না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'বলেছিলাম, মাথায় বন্দুক ঠেকালেও সিঙ্গুর ছেড়ে যাব না। কিন্তু আপনি ট্রিগারটাই টিপে দিলেন।'

সিঙ্গুরে সেই টাটাদের কারখানার পরিত্যক্ত মাঠে গত ১৮ জানুয়ারি সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগের দিন প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশ ছিল উত্তরবঙ্গের মালদায়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মোদির আরও একটি সভার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল দক্ষিণবঙ্গে হুগলির সিঙ্গুরকে। স্বভাবতই প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় শিল্পায়ন, কলকারখানা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি অনেক কিছুর বার্তার প্রত্যাশা ছিল সিঙ্গুরবাসীর।

জনসমাগম ভালোই হয়েছিল। কিন্তু মোদির ভাষণজুড়ে থাকল অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গ। শিল্প, কর্মসংস্থান নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না প্রধানমন্ত্রী। তাতে সিঙ্গুর তথা হুগলি তথা রাজ্যের মানুষ চূড়ান্ত হতাশ। রাজ্য বিজেপির সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা বুঝে উঠতে পারছেন না, এত ঢাকঢোল পিটিয়ে, এত প্রচার করে প্রধানমন্ত্রীর সভার আয়োজন হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী বাংলায় তাঁর মূল্যবান সময় দিচ্ছেন, অথচ কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না কেন!

কিছুদিন আগে ঘন কুয়াশার কারণে নদিয়ার হাকিমপুরে তাঁর কপ্টার নামতে না পারায় দমদম বিমানবন্দর থেকে ভার্চুয়াল সভা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেও তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে মোদির নীরবতা মতুয়াদের হতাশ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের তিন মাস আগে খোদ প্রধানমন্ত্রীর এই রহস্যময় নীরবতার কারণ নিয়ে তাই জল্পনার শেষ নেই।

মতুয়াগড়ের সভায় মতুয়াদের সমস্যার সমাধান দূরের কথা, নামগন্ধই করলেন না তিনি। আবার কুড়ি বছর ধরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যে সিঙ্গুর, মোদিজি সেখানে গিয়ে ভাষণ দিলেন বটে, কিন্তু শিল্পোন্নয়ন, বেকার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি প্রসঙ্গ মুখেই আনলেন না। রাস্তাঘাটে হামেশা মোদি-মমতা সেটিং তত্ত্বের কথা শোনা যায়। বিভিন্ন সভায় প্রধানমন্ত্রীর মূল সমস্যা থেকে দূরে থাকা তাই চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে এখন।

ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হবে বলে অনুমান করা যায়। এই পরিস্থিতিতে একদিকে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ নাম বাদ যাবে বলে আগাম ঘোষণায় বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উল্লাস, অন্যদিকে এসআইআর হয়রানি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মামলায় তৃণমূলের বড় জয় বহুচর্চিত দুটি বিষয়।

সুপ্রিম কোর্ট তৃণমূলের দুটি দাবিকেই মান্যতা দিয়েছে। এক) মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডকে স্বীকৃত নথি হিসেবে মানতে হবে নির্বাচন কমিশনকে, দুই) তথ্যগত অসংগতির জন্য যাঁদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে, তাঁদের পুরো তালিকা প্রকাশ করতে হবে। বাস্তবে এসআইআর-এ মানুষের হয়রানি বিজেপিকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে। অন্যদিকে, আইপ্যাক নিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রী চরম অস্বস্তিতে।

রাজ্য বিজেপি অবশ্য তার ফায়দা তোলার তেমন কোনও চেষ্টা করছে না। দলে গোষ্ঠীকোন্দলও কম নয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা কলকাতায় এসে প্রাক্তন ও সবচেয়ে সফল রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে বৈঠক করার পর মনে করা হচ্ছিল, বঙ্গ বিজেপিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব আর নেই। কিন্তু ভুল ভাবা হয়েছিল। কারণ, সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর সভায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যসভার সাংসদ ও বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আমন্ত্রণ পেলেও দিলীপ ব্রাত্যই ছিলেন।

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাংলা নিয়ে বিশেষ আশাবাদী নয়। দু'দিন আগে কেরল দখলে প্রধানমন্ত্রীকে যতটা আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ততটা আশাবাদী মনে হয়নি।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

– শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

'তিমির অবগুণ্ঠনে' এক বিকল্প পথের সন্ধানী

আজ জন্মদিনে আবেগের উর্ধ্বে উঠে নেতাজির রাষ্ট্রভাবনা, আদর্শগত দৃঢ়তা ও বিতর্কিত বাস্তববাদী রাজনীতির এক বস্তুনিষ্ঠ পুনর্মূল্যায়ন।

শুভময় সরকার

এআই

প্রতিটি ঋতু অজান্তেই চিহ্নিত হয়ে যায় কিছু স্মৃতি এবং অভ্যাসে, যেমন বৈশাখ মানেই নববর্ষ এবং রবীন্দ্রনাথ, তেমনই জানুয়ারি এলেই কোথাও এক স্বদেশভাবনা আমাদের স্মৃতি এবং আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে যায় সেই কোনকাল থেকে। এই আবহমান স্মৃতিকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহন করে নিয়ে চলেছি আমরা। জানুয়ারি পড়লেই ক্যালেন্ডারে শেষ সপ্তাহের দিকে চোখ চলে যায় অজান্তেই। ২৩ জানুয়ারি এবং ২৬ জানুয়ারি, বিশেষত জানুয়ারির ২৩ তারিখটি আমাদের বঙ্গজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। হ্যাঁ, কারণ 'নেতাজি'র জন্মদিন। সুভাষচন্দ্র বসু থেকে অনেক কাছের হয়ে আছেন আমাদের কাছে 'নেতাজি' হিসেবেই। বহুকাল আগের সেইসব ছুটির দিনের দুপুরগুলো মনে পড়ে। খাওয়াদাওয়ার পর মা পড়ে শোনাচ্ছেন শৈলেশ দে-র সেই বিখ্যাত বই 'আমি সুভাষ বলছি'র প্রথম খণ্ড থেকে কিছু অংশ। মায়ের আবেগমাখা কণ্ঠের উচ্চারণে সেই কৈশোরকালেই আমার মনের গভীরে মূর্ত হয়ে উঠছেন এক নায়ক, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজি-সঙ্গী ভগৎ সিংয়ের সেই আওয়াজ 'বঙ্গাল কা শের আ গয়া', মায়ের সেদিনের সেই পাঠ আজও যেন আমার কানে ভাসে। হ্যাঁ, তিনি এভাবেই সুভাষচন্দ্র বসু থেকে 'নেতাজি' হয়ে উঠলেন আমার এবং আমার মতো লক্ষ-কোটি মানুষের হৃদয়ে। ২৩ জানুয়ারির ভোর মানেই স্মৃতি এবং ইতিহাসের এক অদ্ভুত অনুভূতি আর আবেগ। হয়তো বা এই আবেগ একজন রক্তমাংসের বাস্তব চরিত্রকে অতিমানব কিংবা 'সুপার-হিরো' হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়। এটা কতটা সেই মানুষটিকে সঠিকভাবে চেনার বা বিশ্লেষণ করার পক্ষে ঠিক, সেটা ভিন্ন আলোচনার পরিসর কিন্তু এটাই বাস্তব।

রাষ্ট্রভাবনার রূপকার

তিনি অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী, বহুমাত্রিক ও বিতর্ক উদ্দীপক চরিত্র যাঁর জীবনের রহস্যময় পরিসমাপ্তি তাঁকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে হয়তো বা। নেতাজি কি কেবলমাত্র এক বিপ্লবী নেতা..! তাঁকে শুধুই বিপ্লবী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করলে তাঁর বহুমাত্রিকতাকে উপেক্ষা করা হবে। নেতাজি একজন গভীর চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সংগঠক, কূটনীতিক এবং নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রভাবনার এক রূপকার। জাতীয়তাবাদ (যাকে 'স্বদেশভাবনা' বলাটাই শ্রেয়), সামরিক সংগ্রাম, আন্তর্জাতিক কূটনীতি সব পরিসরেই তাঁর স্বচ্ছ ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করি আমরা। তাঁর নিজস্ব ভাবনা এতটাই স্বচ্ছ ছিল যে তিনি কোনও পরিস্থিতিতেই সেই ভাবনা থেকে সরে আসতে চাননি। জাহাজ থেকে নেমে সুভাষচন্দ্র প্রথম যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তিনি গান্ধিজি। সুভাষচন্দ্র জানতে চাইলেন অসহযোগ এবং আইন-অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজের কাছ থেকে আদৌ কি পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব? ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসে কেনই বা তিনি পূর্ণ স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দিলেন...! সেদিন গান্ধিজি কিন্তু সুভাষের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। তিনি বরং কলকাতায় গিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।

স্পষ্ট বিশ্বাস

এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করলাম সুভাষচন্দ্রের ভাবনার স্বচ্ছতা প্রসঙ্গে। আসলে আদর্শগতভাবে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রে ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা – কোনও আপস, ধাপে ধাপে অগ্রগতি এসবকে তিনি সরাসরি নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাসের জায়গাটা ছিল খুব স্পষ্ট – ঔপনিবেশিক শাসন ভাঙতে হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে তার শক্তির জায়গাতেই আঘাত করতে হবে এবং ভবিষ্যতের রাষ্ট্রগঠনে সুতরাং গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধ নিয়ে বহুল আলোচিত গল্পগাথার অনেকটাই ভিত্তিহীন। আসলে নেতাজি বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশ রাষ্ট্রযন্ত্রকে কেবলমাত্র নৈতিক আহ্বানে নত করা যাবে না, সশস্ত্র প্রতিরোধ জরুরি এবং এর জন্য যা যা করার সব করতে হবে। ঠিক এই আদর্শগত জায়গাতেই গান্ধিজির সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ। পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষেও সুভাষচন্দ্রের কিছু পদক্ষেপ নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, বিশেষত হিটলার এবং তোজোর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং সাহায্যপ্রার্থনা আজও বিতর্কের বিষয় কিন্তু

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এক ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের প্রতীক— যেখানে আদর্শ, কৌশল ও বাস্তবতার সংঘাত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলধারার বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর রাষ্ট্রভাবনা, ক্ষমতার ধারণা ও আন্তর্জাতিক সমীকরণের ব্যবহার এক বিকল্প রাজনৈতিক পথের ইঙ্গিত দেয়। আজকের আদর্শহীন ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে নেতাজি তাই কেবল অতীতের কোনও চরিত্র নন, বরং এক অমীমাংসিত প্রশ্ন— যার উত্তর এখনও সময় নিজেই খুঁজে চলেছে।

সুভাষচন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক ঝোঁক কিন্তু স্পষ্ট – রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকবে সামাজিক ন্যায়, অর্থনৈতিক সাম্য এবং শোষণহীন এক ব্যবস্থার দিকে এগোনো। তবে তাঁর এই ভাবনা অন্ধ অনুকরণ নয় বরং ভারতীয় বাস্তবতায় অভিযোজিত। একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, গান্ধির অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধ সম্পূর্ণভাবে আদর্শগত এবং কৌশলগত, ব্যক্তিগত স্তরে অসম্মানের কোনও জায়গাই ছিল না। সশস্ত্র সংগ্রামের পথে গিয়ে সুভাষচন্দ্র যখন উত্তর-পূর্ব দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে প্রবেশ করলেন, তার আগে দেশমাতৃকা এবং জাতির জনকের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়েছিলেন। এটাও পাশাপাশি সত্যি, তিনি তাঁর কূটনৈতিক ভাবনায় যুক্তিসংগতভাবেই এগিয়েছিলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজ

সুভাষচন্দ্রের আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন তাঁর সবচেয়ে দৃঢ় এবং সাহসী পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপে তাঁর নেতৃত্বের তিনটি দিক স্পষ্ট – সাংগঠনিক ক্ষমতা, প্রেরণা এবং কূটনীতি। প্রবাসী ভারতীয়দের সাহায্য নেওয়া এবং জার্মানির হাতে বন্দি ভারতীয় সেনাদের নিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন সুভাষচন্দ্রের সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রমাণ। রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতার আহ্বান নিছকই স্লোগান ছিল না সেদিন, তার বাইরেও ছিল এক মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্র এবং জার্মানি ও জাপানের সঙ্গে জোট যতই বিতর্কিত হোক, ঔপনিবেশিক শাসন ভেঙে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে আন্তর্জাতিক শক্তিসমীকরণের ব্যবহার ছিল বাস্তববাদী রাজনীতি।

আরও বেশি প্রাসঙ্গিক

সময় যতই এগোচ্ছে, আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় রাজনীতির আদর্শহীনতা এবং ব্যক্তিস্বার্থের পঙ্কিলতায় আমরা যতই আবর্তিত হচ্ছি, যতই অসহায়ত্ব আমাদের গ্রাস করছে, তত যেন তিনি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন। ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষের আদর্শগত লড়াইয়ের কথা। এ প্রসঙ্গেই সামান্য সংযোজন জরুরি, আদর্শগত চূড়ান্ত বিরোধ কিন্তু হয়েছিল জওহরলালের সঙ্গেও তবে কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধিজির অনুগামীদের সুভাষচন্দ্রকে রাজনৈতিকভাবে শেষ করে দেওয়ার নীতিগত বিরোধিতা কিন্তু নেহরু করেছিলেন। Sarvepalli Gopal তাঁর গ্রন্থের (Jawaharlal Nehru, vol.1) এক জায়গায় লিখেছেন – "He disapproved of the manner in which Bose was being hounded out after winning an election…."!

আজও এক ট্র্যাজিক নায়ক

এই নতুন সহস্রাব্দের ২৩ জানুয়ারিতে বসে আমরা আবেগহীনভাবে নির্মোহ দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্রকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হয়তো-বা বিশ্লেষণ করতে পারব না কারণ আজও যে তিনি বাঙালি তথা ভারতবাসীর হৃদয়ে ভীষণভাবেই বর্তমান। সম্পূর্ণ আবেগমুক্ত হয়ে নেতাজিকে বিচার করার জন্য আমাদের আরও অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। ইতিহাসের চুলচেরা বিশ্লেষণে তাঁর জীবনকে, রাজনৈতিক ভাবনাকে আমাদের দেখার সময় আসেনি কারণ আজও আমাদের কাছে তিনি এক Tragic Hero, 'সদা জাগ্রত এক জিজ্ঞাসা'...!

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৮২৩

শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক প্যারীচরণ সরকারের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮৯

স্পেনের চিত্রশিল্পী সালভাদোর দালির মৃত্যু আজকের দিনে।

আলোচিত

ফর্ম-৭ গ্রহণ না হলে এবং ফর্ম-৬ আপলোড না হলে ভোট হওয়ার কোনও অর্থ নেই। নো এসআইআর, নো ভোট। ১২টি রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে, অথচ আগুন জ্বলছে শুধু বাংলায়। ভুয়ো ও মৃত ভোটারের নাম বাদ গেলে ক্ষমতায় থাকা যাবে না বুঝে তৃণমূল এসআইআর বানচালের ষড়যন্ত্র করছে।

- শমীক ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

নয়াদিল্লিতে রাস্তার ম্যানহোলে নেমে সাফাইয়ের কাজ করছেন এক প্রৌঢ়। প্রবল শীতেও তাঁর গায়ে হাফহাতা টি-শার্ট। উশকোখুশকো চুল, রুক্ষ চেহারা। দেখে চৌধুরী হানজালা আলি নামে এক তরুণ তাঁর পরনের হুডি খুলে ওই সাফাইকর্মীকে পরিয়ে দেন ও আলিঙ্গন করেন।

ভাইরাল/২

বিয়ের পর বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরেছে ছেলে। গেটের সামনে চলছে বরণ। বরের মা ছেলেকে মিষ্টিমুখ করানোর সময় অসাবধানতাবশত চামচ থেকে রসগোল্লাটি মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কনে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় হাত বাড়িয়ে মিষ্টিটি লুফে নেন।

জনমন

জনমত

উপাসনা নাকি প্রদর্শনের উৎসব?

একালের সরস্বতীপুজো আর শুধু বিদ্যার আরাধনায় সীমাবদ্ধ নেই, সে যেন সময়ের আয়নায় দাঁড়িয়ে থাকা এক দ্বিধাগ্রস্ত উৎসব। একদিকে বীণা হাতে শুভ্রবসনা সরস্বতী, অন্যদিকে রঙিন আলো, ক্যামেরার ঝলকানি আর মুহূর্ত বন্দি করার অদম্য তাড়া। এই দুইয়ের মাঝখানেই আজকের সরস্বতীপুজো তার অর্থ খুঁজে ফেরে।

আগে বসন্তপঞ্চমীর সকালে বইখাতা বুকে জড়িয়ে বসে থাকত এক আশ্চর্য নীরবতা। কলমে ছিল লাজুকতা, পাতায় ছিল স্বপ্ন। আজ সেই জায়গায় ঢুকে পড়েছে রিল, স্টোরি আর 'পারফেক্ট ফ্রেম'-এর খোঁজ। সরস্বতীর সামনে মাথা নত করার আগেই মোবাইল তুলে নেওয়া হয়- বিদ্যার প্রার্থনা যেন ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বদলে যাচ্ছে।

একালের সরস্বতীপুজো আসলে আমাদেরই প্রতিচ্ছবি। আমরা একদিকে সাফল্যের প্রদর্শনে ব্যস্ত, অন্যদিকে গভীরে কোথাও জানি, বিদ্যা মানে শুধু ফলাফল নয়, বিদ্যা মানে সংযম, প্রশ্ন করতে শেখা, অন্যায়কে না বলা। সরস্বতীর বীণার তার যেন আজও কাঁপে সেই প্রশ্নে, আমরা কি সত্যিই শিখছি, না কেবল তথ্য সংগ্রহ করছি?

এই পুজো তাই আমাদের কাছে শুধু উৎসব নয়, এক ধরনের আত্মসমীক্ষা। মণ্ডপের আলো নিভে গেলে, ফুল শুকিয়ে গেলে, ছবির লাইক কমে গেলে তখন কী থাকে? থাকে কি সেই শেখার দায়বদ্ধতা, সেই মানবিক বোধ? যদি থাকে, তবেই সরস্বতী আমাদের জীবনে সত্য হয়ে ওঠেন।

শমিত বিশ্বাস
সূর্য সেন কলোনি, শিলিগুড়ি।

২৩ জানুয়ারি হোক দেশপ্রেম দিবস

যখনই নেতাজির জন্মদিনটি আসে তখনই এক শ্রেণির পেশাদার রাজনৈতিক নেতা, যাঁরা মনেপ্রাণে নেতাজির নীতি, আদর্শ, ত্যাগ, সংগ্রাম ও কর্মকাণ্ডকে সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনে রূপ দিতে আজও সক্ষম হননি, তাঁরাই শুধু এই দিনটিকে পালনের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েন। যেই ২৩ জানুয়ারি পার হয়ে যায় সবাই তখন চুপচাপ। যে নেতাজি আমাদের মন, প্রাণ, হৃদয় অন্তর সর্বকাল জুড়ে রয়েছেন, সেই মহান দেশপ্রেমিক ও চিরসংগ্রামী ভারতের শ্রেষ্ঠ রত্নকে কি ভারতবাসী কখনও ভুলতে পারে, নাকি ভোলা যায়?

নেতাজির মতো মহান ও তেজস্বী নেতার বিকল্প আজও যে জন্মাননি, সেকথা ইতিহাসই বলে। অথচ এহেন এক মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শবাদী, ত্যাগী মহান নেতাকে সামনে রেখে এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী পেশাদার রাজনীতিক কথায় কথায় নিজেদের নেতাজিপ্রেমী বলে জাহির করেন, শুধুমাত্র নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতেই ব্যস্ত থাকেন।

তাই দেশবাসীর দাবি অনুযায়ী নেতাজির জন্মদিনটিকে জাতীয় দেশপ্রেম দিবস হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে ঘোষণা করুক এবং সেইসঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ী মহান দেশপ্রেমিক নেতাজিকে 'ভারতরত্ন' খেতাবে ভূষিত করা হোক। নচেৎ দেশবাসী মনে করবে নেতাজিকে প্রকৃত সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে আন্তরিক নয় কেন্দ্রীয় সরকার।

নেপাল দে সরকার
১ নম্বর ডাবগ্রাম কলোনি, শিলিগুড়ি।

নাগর নদীর তীরে ইতিহাসের নীরব সাক্ষ্য

উত্তর দিনাজপুরের বাহিন জমিদারবাড়ি ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনের নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন করছে।

চন্দ্রসিংহ মণ্ডল

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ মহকুমার বাহিন গ্রামে শতাব্দীপ্রাচীন বাহিন জমিদারবাড়ি আজও অতীতের গৌরব বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। বাহিন, চূড়ামন ও ভূপালপুর- এই তিন জমিদার বংশ ছিল জেলার সবচেয়ে প্রভাবশালী ঐতিহাসিক শক্তি। জনশ্রুতি অনুযায়ী, বাহিন জমিদাররা চূড়ামন জমিদার বংশের শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। চূড়ামন এস্টেটের প্রতিষ্ঠাতা ঘনশ্যাম কুণ্ডু নবাব আলিবর্দি খাঁর কর্মচারী ছিলেন এবং পরবর্তীতে রায়চৌধুরী উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর উত্তরসূরিরাই বাহিন এলাকায় জমিদারি বিস্তার করেন এবং বাহিন গ্রামে পৃথক এস্টেট গড়ে তোলেন। দুই পরিবারই রায়চৌধুরী পদবি ব্যবহার করতেন এবং তৎকালীন প্রশাসনিক কাঠামোয় উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন।

বাহিন জমিদারবাড়ি রায়গঞ্জ শহর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার পশ্চিমে নাগর নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। নদীর অপর পাড়ে বিহারের কাটিহার জেলার খিজনডারি গ্রাম অবস্থিত। ফলে মোগল ও ব্রিটিশ আমলে এই অঞ্চল জলপথ-নির্ভর বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। নাগর নদী হিমালয়ের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে কুলিক নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মহানন্দায় মেশে এবং বাহিন এস্টেটের বাণিজ্য এই নদীপথেই পরিচালিত হয়।

জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে নাগর নদীর তীরে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। প্রাসাদে পোড়া ইট, লোহার দণ্ড, চুন-সুরকি এবং ব্যাসল্ট পাথরে খোদিত দেবদেবীর নকশা ব্যবহৃত হয়। স্থাপত্যে ইন্দো-সারাসেনিক শৈলীর প্রভাব দেখা যায় এবং

খিলানযুক্ত প্রবেশপথ, সূক্ষ্ম জালি ও মিনারসদৃশ মোটিফ নির্মিত হয়। একসময় দোতলা প্রাসাদের বারান্দা থেকে নাগর নদী ও বিহারের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যেত। নদীর দিকে ধাপে নামা স্নানঘাটে জমিদার পরিবারের নারীরা জলক্রীড়া করতেন।

প্রাসাদ সংলগ্ন অঞ্চলজুড়ে মন্দির, কাছারি, কুঠি ও পুকুর বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে উঁচু ঢিপি এলাকায় বাহিন বাসস্ট্যান্ড ও বাজার গড়ে উঠেছে। স্থানীয় যোগেন্দ্রনাথ দাশের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, শৈশবে তিনি প্রাসাদের সম্পূর্ণ কাঠামো দেখেছেন। জনশ্রুতি ও সীমিত নথির উপর ভিত্তি করেই আজ ইতিহাস পুনর্গঠন করা হচ্ছে।

বাহিন এস্টেটের অধীনে বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, হাটবাজার ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি পরিচালিত হত। মো-গল আমলে মনসবদারি প্রথায় জমিদাররা সেনা সরবরাহ করতেন। ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারি ব্যবস্থাকে আইনি রূপ দেয়। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৩ সালের এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্টে এই প্রথার অবসান ঘটে।

শিক্ষা বিস্তারে উদয়নচন্দ্র রায়চৌধুরীর অবদান উল্লেখযোগ্য। নন্দলাল সিং বিহার বিধানসভার সদস্য হন এবং রাজেন্দ্র প্রসাদের সহযোগী হিসেবে পরিচিতি পান। জনশ্রুতি অনুযায়ী, ঈশ্বরচন্দ্র রায়চৌধুরী নাগর নদী থেকে প্রাপ্ত দুর্গামূর্তি স্থাপন করে পুজোর সূচনা করেন। পরবর্তীকালে ডাকাতির আতঙ্কে ১৯৬৫ সালে পরিবার প্রাসাদ ত্যাগ করে এবং ভারত সেবাশ্রমকে দায়িত্ব দেয়। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ ঐতিহ্য কমিশন প্রাসাদকে হেরিটেজ বিল্ডিং ঘোষণা করে। আজ এই ঐতিহাসিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত পর্যটনশিল্প গড়ে উঠলে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

(লেখক প্রাবন্ধিক। বালুরঘাটের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৫২

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। থেমে থেমে চলার ভঙ্গি ৩। চক্রবাক পাখি ৫। আশকরা ৬। নারীর কেশবিন্যাস ৮। ফাজিল লোক ১০। মাহাত্ম্য, গৌরব ১২। উন্নত, উচ্চ ১৪। টুপিবিশেষ ১৫। দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী, শ্রীচৈতন্যের মা ১৬। ভৃত্য, পরিচারক।

উপর-নীচ : ১। জলরাশির ভরপুর ভাব ২। চাঁদ, শিব ৪। মহাভারতে বর্ণিত ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটস্থ অরণ্যবিশেষ ৭। প্রণালী, পদ্ধতি, ধরন, প্রথা ৯। ভূমিপুত্র, মঙ্গলগ্রহ, আকাশ ১০। অতি ধার্মিক বা মহৎব্যক্তি, যে ব্যক্তি মূলধন জোগায়, বৈষ্ণব পদকর্তা ১১। যে মাসের পূর্ণিমা মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত, অগ্রহায়ণ মাস ১৩। উধাও, অদৃশ্য

সমাধান ■ ৪৩৫১

পাশাপাশি : ১। বড়াই ৩। দানাপানি ৪। মহান ৫। ধন্যবাদ ৭। লহু ১০। রবি ১২। হাতযশ ১৪। ধরনা ১৫। শস্যাগার ১৬। তর্জন।

উপর-নীচ : ১। বৎসল ২। ইমন ৩। দানধর্ম ৬। বাজার ৮। হুজ্জত ৯। শশধর ১১। বিবিজান ১৩। বনাত।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলার বাড়ি প্রকল্পে কাটমানি না দেওয়ায় নাম বাদ

মমতার দ্বারস্থ যোগ্য উপভোক্তারা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২২ জানুয়ারি : 'আবাস' দুর্নীতিতে তৃণমূল নেতাদের একাংশের নাম উঠে এসেছে। অভিযোগ, তাঁদের কাটমানি না দেওয়ায় যোগ্য উপভোক্তাদের নাম বাদ পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের সুবিধা পেতে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানালেন রায়গঞ্জ ব্লকের ১৪টি অঞ্চলের ১৭ হাজার ৪৪৬ জন উপভোক্তা। এই বিশাল সংখ্যক উপভোক্তার নাম বাদ পড়েছিল বলে অভিযোগ। প্রশাসনের তরফে প্রথম পর্যায়ে আবেদনকারী ভাতুন অঞ্চলের ১১৩২ এবং গৌরী অঞ্চলের ৫৮৬ জনের আবেদনপত্র খতিয়ে দেখা হবে বলে খবর।

এদিকে, ৬০ হাজার করে দুই কিস্তিতে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে টাকা পাবেন উপভোক্তারা। উত্তর দিনাজপুর জেলায় বিভিন্ন ব্লকের উপভোক্তারা প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছেন। ২৮ জানুয়ারি দ্বিতীয় কিস্তির টাকা প্রদান করা হবে। প্রশ্ন উঠেছে, ভোটের আগে সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট করতে কি এই টাকা? যদিও এই তত্ত্ব মানতে চাননি শাসকদলের নেতারা। নাম বাদ প্রসঙ্গে রায়গঞ্জ ব্লকের ১২ নম্বর বড়ুয়া অঞ্চলের নোয়াপাড়া সংসদের বিজেপি সদস্য মানিক বর্মন অভিযোগ করেন, 'আমার সংসদে প্রায় ১০০ উপভোক্তার কাঁচাবাড়ি রয়েছে। তাঁরা আগে আবেদন করেছিলেন, কিন্তু নাম বাদ পড়েছে। অনেকে বাধ্য হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন।'

১০ নম্বর মাড়াইকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অভর সংসদের তৃণমূল সদস্য আলতাব হোসেন বলেন, 'আমার সংসদে ৮০ জনের আবেদন গ্রাহ্য হয়েছে। প্রায় ৫০ জনের বেশি উপভোক্তার আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। তাই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সরাসরি আবেদন করেছেন। কিন্তু তাঁদের আবেদন গ্রাহ্য হয়েছে কি না জানি না।'

গৌরী অঞ্চলের শ্যামপুরের বাসিন্দা রফিক আলম অভিযোগ করেন, আমি বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ঘর না পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর।

■ প্রকল্পের সুবিধা পেতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানালেন রায়গঞ্জ ব্লকের ১৪টি অঞ্চলের ১৭ হাজার ৪৪৬ জন উপভোক্তা

■ প্রথম পর্যায়ে আবেদনকারী ভাতুন অঞ্চলের ১১৩২ এবং গৌরী অঞ্চলের ৫৮৬ জনের আবেদনপত্র খতিয়ে দেখা হবে

> আমি বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ঘর না পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর।
>
> **রফিক আলম**
> শ্যামপুরের বাসিন্দা

অন্যদিকে, রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা মলয় সরকার বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ভয়ংকর দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন। তাঁর দাবি, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এই প্রকল্পে ঘর না পাওয়ার অভিযোগ পেয়েছি। শাসকদলের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে বিরোধী বিজেপির সমর্থকদের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গোটা বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের বিডিও কালামউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'ব্লকের ১৪টি অঞ্চলের ১৭ হাজার ৪৪৬ জন উপভোক্তা এই প্রকল্পে ঘর পেতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সরাসরি আবেদন করেছেন। তাঁদের মধ্যে ১৭১৮ জনের আবেদন খতিয়ে দেখা হবে। অনেকে সঠিক তথ্য গোপন রেখে আবেদন করেছেন।'

বাংলার বাড়ি প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপে শুরু হতে চলেছে সহায়তা প্রদান কর্মসূচি। এদিন বিডিও সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, ২৮ জানুয়ারি সিঙ্গুর থেকে গোটা রাজ্যজুড়ে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপে সহায়তা প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রায়গঞ্জ ব্লকে কর্মসূচির উদ্বোধন হবে শেরপুর পঞ্চায়েতে। দ্বিতীয় ধাপে ৮,৩০৬ জনকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে টাকা দেওয়া হবে। বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা।

ইটাহার হাইস্কুলে ভাঙচুরের দৃশ্য। বৃহস্পতিবার।

তাণ্ডব ইটাহার হাইস্কুলে

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ২২ জানুয়ারি : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগে উত্তাল হল ইটাহার। বৃহস্পতিবার ইটাহার হাইস্কুলে পঠনপাঠন এবং ইটাহার ও পতিরাজপুরের শুনানি চলাকালীন একদল ক্ষিপ্ত জনতা শুনানিকেন্দ্রে তাণ্ডব চালাল। চেয়ার-টেবিল ভাঙচুরের পাশাপাশি যাবতীয় নথি ছিঁড়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, পুলিশের সামনে হামলার মুখে পড়তে হয় শুনানির দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের। কিছু নথি নিয়ে পাশের গেট দিয়ে পালিয়ে বাঁচেন তাঁরা। মারমুখীদের হাতে আক্রান্ত হন পতিরাজপুর অঞ্চলের শুনানির দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা। আতঙ্কে এক মহিলা আরও কাঁদতে শুরু করেন। তাঁর দামী মোবাইল ফোন ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে আতঙ্কে সিঁটিয়ে যায় পড়ুয়ারা। অনেকে চিৎকার শুরু করে। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও নিজেদের ও পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ইটাহার থানা থেকে বাড়তি পুলিশ পৌঁছালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থলে ইটাহারের বিডিও দিব্যেন্দু সরকার ও বিধায়ক মোশারফ হুসেন এলে ক্ষোভ উগরে দেন শিক্ষকরা। পরে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স নিয়ে রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায় এলে পুনরায় শুনানি শুরু হয়।

সকালে ইটাহারের মুররালিপুকুর গ্রামে চান্দু সরকারের (৫১) অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরিবারের বক্তব্য, স্ত্রী জিন্নাতুন খাতুনের নামে শুনানির নোটিশ এসেছিল। স্ত্রীকে নিয়ে ইটাহার হাইস্কুলে যাওয়ার কথা ছিল চান্দুর। কিন্তু তাঁর দেহ উদ্ধার হয় বাড়ি থেকে কয়েকশো মিটার দূরের নির্জন মাঠের একটি আম গাছ থেকে। অভিযোগ, শুনানির নোটিশের জন্য আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। এমন অভিযোগ তুলেই মারমুখী জনতা শুনানিকেন্দ্রে তাণ্ডব চালায়। এদিকে, চান্দুর দেহ ময়নাতদন্তে নিয়ে যাওয়ার পথে ইটাহার চৌরাস্তা মোড়ে শববাহী গাড়ি রেখে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ হয় বিধায়ক মোশারফের নেতৃত্বে। বিধায়ক বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের রাজনীতির বলি চান্দু।' ইটাহার কাণ্ডে রাজ্যকে কাঠগড়ায় তুলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'নির্বাচনি প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনি আধিকারিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ থাকলেও, ইটাহার দেখাল রাজ্যে কার্যত জঙ্গলরাজ চলছে।'

ইটাহার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুব্রতনারায়ণ ধর বলেন, 'তাণ্ডবের দৃশ্য দেখার পর ছাত্রদের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা ভীষণ আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন।' বিডিও দিব্যেন্দু সরকার জানান, এসআইআর আতঙ্কে একজন মারা গিয়েছেন অভিযোগ জানাতে এসে কিছু মানুষ ভাঙচুর চালান। ঘটনা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ইটাহার থানার আইসি গৌতম চৌধুরী বলেন, 'ব্লক প্রশাসনের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে জড়িত দুজনকে আটক করা হয়েছে।'

চেয়ারম্যানে আপত্তি

ডালখোলা, ২২ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার ফিতে কেটে, নারকেল ফাটিয়ে নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজের সূচনা করলেন করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল। ডালখোলা পুরসভার ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বাইক র‍্যালি করে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে ফিতা কাটেন তিনি। এদিন বক্তব্য রাখার সময় একাধিকবার পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে হাজি ফিরোজ আহমেদের নাম বলেছেন গৌতম। তবে সঙ্গে থাকলেও একবারও চেয়ারম্যান হিসেবে তনয় দে'র নাম বলেননি। তাই প্রশ্ন উঠছে, গৌতম কি তবে তনয়কে চেয়ারম্যান হিসেবে মেনে নিচ্ছেন না? এব্যাপারে বিধায়ককে প্রশ্ন করা হলে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, 'এদিন ৪ কোটি ২৬ লক্ষ টাকায় ৮ নম্বর ব্যতিরেকে বাকি ১৫টি ওয়ার্ডের ৪৪টা রাস্তার কাজের সূচনা করা হল।'

আর তনয় বলছেন, 'বিধায়ক আমাকে চেয়ারম্যান হিসেবে সম্বোধন করলেন কি না, সেটা বড় বিষয় নয়। দলের সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের কর্মসূচিতে অংশ নেওয়াই আমার লক্ষ্য।'

পঞ্জিকা বলতে একটাই নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য

© শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা ®

ভারত সরকার প্রদত্ত চিহ্ন দেখিয়া পঞ্জিকা কিনুন

© COPYRIGHT REGISTERED

THE BEST PANJIKA

গৌড়বঙ্গে রামপুজো

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২২ জানুয়ারি : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) শতবর্ষপূর্তি এবং অযোধ্যায় রামলালা প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার হিন্দু সম্মেলন, রামপুজো হল গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। রায়গঞ্জের মিলনপাড়ায় স্পোর্টস ক্লাব ময়দানে হিন্দু সম্মেলন হয়। ছিল গীতা, রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ, ভজনকীর্তন। পরবর্তীতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামীজি মোহনানন্দ মহারাজের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় বৈদিক শান্তিযজ্ঞ। এদিন এখানে পৌঁছায় একটি সুসজ্জিত রথ। রথে রামসেতুর শিলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। শ্রীরামলালার বিশাল আকারের প্রতিকৃতিকে সামনে রেখে পুজো হয় গাজোলের শ্রীকৃষ্ণপল্লিতে। মূলত অযোধ্যায় রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে এই আয়োজন। অযোধ্যার রাম মন্দিরের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও রামপুজো হল গঙ্গারামপুরে। গঙ্গারামপুর শ্রীরাম পূজন উদযাপন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ভালুকা সদর এলাকায় একটি শোভাযাত্রা বের করে বজরং দল। হিন্দু মহাসম্মেলন হয় এলাকায়।

দেহ উদ্ধার

ইটাহার, ২২ জানুয়ারি : এক গৃহবধূর ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল ইটাহার থানার বাজিতপুর গ্রামে। মৃতার নাম রাবি খাতুন (২৯)। বৃহস্পতিবার সকালে বাজিতপুরে বাপের বাড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে কোটার গ্রামের একটি সর্ষে খেতের মধ্যে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার গলায়, কপালে ও কানের পাশে গভীর ক্ষত রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, কোনও আক্রোশবশত ওই বধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। তবে কে বা কারা তাঁকে কী কারণে নৃশংসভাবে খুন করল তা স্পষ্ট নয়।

বিপ্লব ঢপের চপ মন্ত্রী : সুকান্ত

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ২২ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার বুনিয়াদপুরে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভায় এসেছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাট লোকসভার সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। সেখানেই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রকে কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না। এমনকি তিনি বিপ্লবকে ঢপের চপ ক্রেতা সুরক্ষামন্ত্রী বলতেও ছাড়েননি।

সুকান্ত বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে উত্তরবঙ্গের জন্য ন্যূনতম বরাদ্দ পেয়ে এইসব মন্ত্রী উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের কথা বলেন। যিনি নিজের ভাই ভাইপো ছাড়া কিছুই বোঝেন না, নিজের পরিবার ছাড়া কারও কথা ভাবেন না, তাঁদের মন্ত্রী বানিয়ে রেখেছে এখানে। হরিরামপুর দানগ্রামে কর্মতীর্থে ১০ কোটি টাকা ব্যয় করে তা এখন ভূতের তীর্থ রূপ নিয়েছে। ওখানে ভূত ছাড়া কেউ থাকে না। ওখানকার টিএমসি নেতা প্রেমচাঁদ নুনিয়া আর বিপ্লব মিত্র মিলে এমন পকেট ভরেছেন যে কর্মতীর্থ চলতে পারছে না।'

সুকান্ত বিপ্লবের উদ্দেশে আরও বলেন, 'এই বিধানসভায় তিনি মন্ত্রী থেকেও একটা ভালো হাসপাতাল করতে পারেননি। দৌলতপুরে ১০ শয্যার স্বাস্থ্যকেন্দ্র হওয়ার কথা, এখনও সেখানে একটি ঘরও তৈরি হয়নি।' পাশাপাশি বুনিয়াদপুরে রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালের দুরবস্থা সহ বংশীহারী ও বুনিয়াদপুর পুরসভার নেতৃত্বর বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে হরিরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি বিজেপির কাছে যে একটা বড় চ্যালেঞ্জ সেটা সুকান্ত মজুমদার এদিন বক্তব্যে বুঝিয়ে দিয়ে কর্মীদের মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করেন। তাঁর বক্তব্য, 'হরিরামপুর বিধানসভায় এসআইআরে এবার ১৪০০০ মৃত ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। বিপ্লব এবার নাকি হরিরামপুর বিধানসভায় দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছেন। তিনি কুমারগঞ্জ বিধানসভার প্রার্থী হতে চাইছেন। কুমারগঞ্জের বিধায়ক তা যে হতে দেবেন না তা স্পষ্ট। যেখানে বিপ্লব দাঁড়াবেন সেখানে বিজেপি ঝাঁপিয়ে পড়বে।' কর্মীদের উদ্দেশে সুকান্ত বুথে ফিরে গিয়ে বুথকে শক্তিশালী করতে এবং শক্তিশালী ভারত গঠন করার আহ্বান জানান। এছাড়া এদিন সুকান্ত মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বিঁধতে ছাড়েননি।

এদিকে সুকান্তর বক্তব্যের পালটা হিসেবে বিপ্লব বলেন, 'এসব বলা সুকান্তর স্বভাবসিদ্ধ। তিনি তো মমতা, অভিষেক কখনও বা আমার বিরুদ্ধে এইসব মন্তব্য করে চলেছেন। ভোটার লিস্ট নিয়ে মানুষ খেপে গিয়েছেন। সেটা মেকআপ করার জন্য ব্যক্তিগত আক্রমণ করছেন। আমরা তো কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করি না। সাহস থাকলে এমপি লোকসভা নির্বাচনে বাধা না দিয়ে তা পুনর্গণনা করা হোক। তিনি জিতেছেন কি না বোঝা যাবে।'

বুনিয়াদপুরে পরিবর্তন সংকল্প সভায় সুকান্ত। বৃহস্পতিবার।

> হরিরামপুর দানগ্রামে কর্মতীর্থে ১০ কোটি টাকা ব্যয় করে তা এখন ভূতের তীর্থ রূপ নিয়েছে। ওখানকার টিএমসি নেতা প্রেমচাঁদ নুনিয়া আর বিপ্লব মিত্র মিলে এমন পকেট ভরেছে যে কর্মতীর্থ চলতে পারছে না।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

শুনানিতে ডাক চেয়ারম্যানকে

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২২ জানুয়ারি : এসআইআর শুনানির তলব পেলেন ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার তথা কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। ২৫ জানুয়ারি বিডিও-র দপ্তরে হাজিরা দিতে হবে তাঁকে। বিশ্বজিৎ বলেন, 'নামে ইংরেজি বানানে অক্ষর বিভ্রাটের কারণে তলব। শুধু আমি কেন, বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে সামান্য ভুলে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে নির্বাচন কমিশন।' অবশ্য বিজেপি কাউন্সিলার গৌতম বিশ্বাসের বক্তব্য, 'স্থানীয় বিএলও-রা অধিকাংশ তৃণমূল সমর্থক। তাঁরা নাম পাঠাচ্ছেন। মানুষ এতে ভুল বুঝছেন। হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এই ভুল বিএলও সংশোধন করে নিতে পারেন।'

৭ নম্বর ফর্ম জমা বিতর্কে গৌতম বলেন, 'গত সোমবার আমি এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলারের স্বামী অমিত সাহা অবৈধ ভোটারের নাম বাতিলের আর্জি নিয়ে বিডিও অফিসে গিয়েছিলাম। বৈধ ভোটারের নাম বাতিলের উদ্দেশ্যে যাইনি। উলটে শাসকদলের গুন্ডাবাহিনী হেনস্তা করে। অবৈধ ভোটারের নাম বাতিল নিয়ে আমরা জাতপাতের রাজনীতি করছি না।' তবে ব্লক তৃণমূলের কনভেনার নিতাই বৈশ্যের কথায়, 'বিজেপি রাজ্য জয় করতে নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে বন্দুক রেখে নোংরা রাজনীতি করছে।'

অন্যদিকে, এআই-কে কাজে লাগিয়ে এসআইআর-এ নাম বাছাই করা হচ্ছে। ফলে আতঙ্কে প্রাণ যাচ্ছে মানুষের। এর দায় কমিশনের। এমনই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করলেন কংগ্রেসের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। এসআইআর-এর প্রতিবাদ সহ ১৩ দফা দাবির ভিত্তিতে কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকের বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দেয় কংগ্রেস নেতৃত্ব।

বাসের ধাক্কা

পতিরাম, ২২ জানুয়ারি : পতিরাম-রামপুরগামী জাতীয় সড়কে ঘটল দুর্ঘটনা। বাউল নলকুড়া খাড়ি ব্রিজের মুখে শ্মশান কালীবাড়ি মন্দিরের কাছে একটি গঙ্গারামপুরগামী বাস একটি টোটোর পিছনে ধাক্কা মারে। টোটোটি সম্পূর্ণভাবে দুমড়েমুচড়ে যায়। চালক সহ টোটোর মোট চারজন যাত্রী জখম হয়েছেন। স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁদের উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। দুর্ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এবং কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পতিরাম থানার পুলিশ।

কিছু ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ

সংশোধনী

কিছু ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ সম্পর্কিত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে **১৩১৬৩/১৩১৬৪ শিয়ালদহ–সহরসা–শিয়ালদহ হাটেবাজারে এক্সপ্রেসের ধুলিয়ানগঙ্গা স্টেশনে পরীক্ষামূলক স্টপেজ শুরু হওয়ার তারিখে সংশোধন করা হয়েছে।** সংশোধিত তারিখ সহ ধুলিয়ানগঙ্গা স্টেশনে **১৩১৬৩/১৩১৬৪ শিয়ালদহ–সহরসা–শিয়ালদহ হাটেবাজারে এক্সপ্রেসের** পরীক্ষামূলক স্টপেজের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ট্রেন নং এবং নাম	স্টেশন	সময়সূচী		যে তারিখ থেকে থামবে
		পৌঁ.	ছা.	
১৩১৬৩ শিয়ালদহ–সহরসা হাটেবাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর)	ধুলিয়ানগঙ্গা	০৩.০২	০৩.০৪	২৪.০১.২০২৬
১৩১৬৪ সহরসা–শিয়ালদহ হাটেবাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর)	ধুলিয়ানগঙ্গা	২৩.৩৩	২৩.৩৫	২৪.০১.২০২৬

দ্রষ্টব্যঃ এই ট্রেনটির অন্যান্য সকল স্টেশনের সময়সূচী অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

এমসিআইসি গঠনে হিমসিম

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২২ জানুয়ারি : দাবিদার অনেক, কিন্তু পদ মাত্র পাঁচটি। তাই শপথের তিনদিনের মাথাতেও মেম্বার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল (এমসিআইসি) গঠন করতে পারলেন না বালুরঘাট পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান সুরজিৎ সাহা। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তিনি নাম ঠিক করার দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন রাজ্য নেতৃত্বের কাঁধে। রাজ্যের তরফে নাম পাঠানোর পরই পদগুলি পূরণ হবে এবং এই কাজ কয়েকদিনের মধ্যে শেষ করা হবে বলে তিনি জানান। কিন্তু পদের বাইরে থাকা কাউন্সিলাররা বিধানসভা নির্বাচনের মুখে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন না তো? নতুন করে মাথাচাড়া দেবে না তো গোষ্ঠী বিরোধ? তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়ালের দাবি, 'গোষ্ঠীকোন্দলের ব্যাপার নেই। খুব শীঘ্রই আলোচনার মাধ্যমে পদগুলি পূরণে কাউন্সিলারদের নাম নির্দিষ্ট হবে।'

অশোক মিত্র চেয়ারম্যান থাকাকালীন যে তিনজন এমসিআইসি ছিলেন, তাঁরা এখন গোষ্ঠী বদলে সুরজিৎ শিবিরে। চেয়ারম্যানের শিবিরে রয়েছেন প্রদীপ্তা চক্রবর্তী, শিখা মহন্তদের মতো বেশ কয়েকজন কাউন্সিলার। প্রথমে ১৪ জন অশোকের বিরুদ্ধে অনাস্থায় সই করলেও, পরে সংখ্যাটা বৃদ্ধি পায়। ফলে এমসিআইসি বাছতে হিমসিম খেতে হচ্ছে চেয়ারম্যান সুরজিৎ ও শহর তৃণমূল নেতৃত্বকে। সামনে বিধানসভা নির্বাচন থাকায় ভারসাম্য কীভাবে রক্ষা করা হবে, তা বুঝতে পারছেন না কেউই। কেননা, অনৈক্য দেখা দিলেই তার প্রভাব পড়বে ভোটে। শনিবার চেয়ারম্যান পদে শপথ নেওয়ার পর ৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুরজিৎ তিনদিনের মধ্যে এমসিআইসি গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, অশোক চেয়ারম্যান থাকাকালীন বালুরঘাট পুরসভায় এমসিআইসি ছিলেন তিনজন। কিন্তু ২০২৩-এর সংশোধিত পুর আইন মোতাবেক বালুরঘাট পুরসভায় এই পদের সংখ্যা পাঁচ। বাড়তি দুজনের জন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজও শুরু হয়েছে পুরসভায়। কিন্তু সংখ্যাবৃদ্ধির পরেও নতুন চেয়ারম্যান সুরজিৎ বা তৃণমূল নেতৃত্ব পাঁচজনকে বাছাই করতে পারছে না। ক্ষোভ সামাল দিতে রাজ্য নেতৃত্বের ওপরই নির্ভরশীল এখানকার তৃণমূল নেতৃত্ব।

বালুরঘাট পুরসভা

> গোষ্ঠীকোন্দলের ব্যাপার নেই। খুব শীঘ্রই আলোচনার মাধ্যমে পদগুলি পূরণে কাউন্সিলারদের নাম নির্দিষ্ট হবে।
>
> **সুভাষ ভাওয়াল**
> তৃণমূল জেলা সভাপতি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর
শিলিগুড়ি জোনাল ইউনিট
ইমেল : slgzu-ncb@gov.in

নিম্নে বর্ণিত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যাদের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে তারা পলাতক রয়েছেন এবং তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর (এনসিবি) তাদের প্রত্যেকের জন্য ১০,০০০/- টাকা নগদ পুরস্কার ঘোষণা করছে, যারা এই সকল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে তথ্য প্রদানের দ্বারা সহায়তা করবেন।

এনসিবি ক্রাইম নং ২৩/২০১৭ (ঝন্টু সরকার, প্রাণ বন্ধু সরকারের পুত্র, ফালিমারি, পোস্ট- আকরাহাট বন্দর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ২৩/২০১৭ (রাম সরকার, শ্রীনিবাস সরকারের পুত্র, ফালিমারি, পোস্ট- আকরাহাট বন্দর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০২/ ২০১৯ (মাগেশ্বর বর্মন, প্রয়াত শিবচরণ বর্মনের পুত্র, গ্রাম- বারাভিটা, পোস্ট- দুমুখা, থানা- কোতোয়ালি, কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ৩৩/ ২০২২ (গোবিন্দ মণ্ডল, প্রয়াত মনোরঞ্জন মণ্ডলের পুত্র, ব্রহ্মোত্তর কাসালডাঙ্গা, পোস্ট- আকরাহাট বন্দর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ২৫/ ২০২৩ (আত্রাফুল আলম, আমজাদ মিঞার পুত্র, চামতা, পোস্ট- চামতা, থানা- শীতাই, জেলা কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০৪/ ২০২৪ উকিল চন্দ্র বর্মন, প্রয়াত সামারু বর্মনের পুত্র, গ্রাম- দক্ষিণ কোনাছত্র, পোস্ট- ব্রহ্মোত্তর ছত্র, থানা- সিতাই, জেলা- কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৬৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০৮/ ২০২৪ (হারাধন সরকার, লক্ষ্মণ সরকারের পুত্র, দিঘলটারি, পোস্ট- দিঘলটারি, থানা- সাহেবগঞ্জ, জেলা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০২/ ২০২৫ (গোপাল বিশ্বাস, আশানন্দ বিশ্বাসের পুত্র, পূর্ব ভোগডাবরি, মাঘপালা, পোস্ট- শীতলকুচি, থানা- সাহেবগঞ্জ, জেলা কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০২/ ২০২৫ (অনন্ত বিশ্বাস, অমর বিশ্বাসের পুত্র, পূর্ব ভোগডাবরি, মাঘপালা, পোস্ট- শীতলকুচি, থানা- সাহেবগঞ্জ, জেলা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

দ্রষ্টব্য : তথ্যদাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে। তথ্যদাতা শিলিগুড়ি এনসিবি-এর নির্দিষ্ট কর্মকর্তার সাথে ০৩৫৩-২৯৯৯৬২৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। মোবাইল : ৮২৭৮২০০৯০৬ এবং ইমেল : slgzu-ncb@gov.in

(জোনাল ডিরেক্টর)

CBC 19126/11/0135/2526

সরস্বতী মহাভাগে

॥ জয় জয় দেবী চরাচর সারে, কুচযুগ শোভিত মুক্তাহারে ॥

সরস্বতীপুজো কেবল দেবী আরাধনা নয়, বরং তা প্রেম, জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও প্রকৃতির এক যৌথ উদযাপন। ঋগ্বেদীয় নদী থেকে জ্ঞানের দেবী হয়ে ওঠার বিবর্তনের পাশাপাশি এই পুজো আমাদের জীবনে বসন্তের মাধুর্য ও কামদেব-রতির প্রেমচেতনাকে গেঁথে দেয়। তবে আধুনিক আড়ম্বরের চাকচিক্যে আসল শিক্ষা ও সংযমের জায়গাটি আজ বড়ই সংকটে। সংস্কৃতি, মেধা ও ঐতিহ্যের সেই সন্ধিক্ষণকে বুঝতে উত্তরবঙ্গ সংবাদের এই বিশেষ নিবেদন।

এক জ্ঞানের প্রবাহের নাম

রিমি দে

শীতকুয়াশা কিছুটা হালকা হয় একটু একটু করে। মাঠে মাঠে সর্ষে ফুলের হলদে ঢেউ। উত্তুরে বাতাসের প্রকোপ সামান্য কমের দিকে। গাছের ডালে ডালে কুঁড়ি। বাতাসে এক অদ্ভুত নতুন ঘ্রাণ। ঠিক তেমন আবহাওয়ায় তিনি আসেন, কণ্ঠে বসন্তের সুর নিয়ে। শীতকালের শেষ সামাজিক উৎসব। সরস্বতীপুজো। দেবী সরস্বতী - যিনি বাক, সুর ও সৃষ্টির দেবী, তাঁর আবির্ভাব মানেই প্রকৃতির নীরবতা শীতলতা ভেঙে রং ও ছন্দের এক আশ্চর্য শুরু।

বসন্ত ও সরস্বতীর আগমন

'সরস্বতী এলে বসন্ত আসে'- বাংলার ঘরে ঘরে এমন একটি কথা আছে। হলদে শাড়ি ও পাঞ্জাবি, পলাশ, শিমুল, কাঁচা হলুদ মাখা শরীর, কচিপাতার সবুজ এবং না ফোটা প্রেমের প্রথম সংকোচ- সবটা মিলিয়েই সরস্বতী ও মানব মন প্রস্তুত হয় বসন্তের মধুময় কুহুর জন্য। সেইজন্যই হয়তো বা সরস্বতীপুজোর দিনটি বাংলার 'ভ্যালেন্টাইন দিবস' হিসেবে পালন করে আজকের জেন জেড এবং আলফারা!

যদিও শীত এখনও পুরোমাত্রায় এই বঙ্গে। প্রকোপ তবুও কিছুটা কম। বাতাসে ফুটে ওঠা রোদ ঝলমলে হাসি। কুঁকড়ে থাকা হিমঋতুকে বিদায় দিয়ে বসন্তের ডাক নিয়ে দেবী সরস্বতী আসেন প্রাণপ্রাচুর্যের বার্তা চারদিকে ছড়িয়েই। সত্যিই তিনি এক বর্ণময় সৃজনের, প্রেমের, জ্ঞানের দেবী। বাকপতি বৃহস্পতি জ্ঞানের দেবতা। ইন্দ্রও বাকপতি। বৃহস্পতি পত্নী (জ্ঞানের গুরু বৃহস্পতি এবং জ্ঞানের দেবী সরস্বতী সেই অর্থে)। (পরবর্তীকালে ব্রহ্মা পত্নী) সরস্বতীও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের জ্যোতিস্বরূপা সরস্বতীও জ্ঞানময়ী। এই দেবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মূর্তি পরিলক্ষিত হয়। কোথাও দেবী এককভাবে আসীন আবার কোথাও ব্রহ্মার পরিবারভুক্ত দেবতারূপে, কোথাও বা বিষ্ণুর পরিবারের দেবতারূপে।

নদী থেকে দেবী

সরস্বতীর জন্ম= ব্রহ্মার চিন্তা ও বাকশক্তির প্রকাশ।

ব্রহ্মার সঙ্গে সম্পর্ক=মানসকন্যা ও সহধর্মিণী দুই-ই।

দার্শনিক অর্থে সৃষ্টি ও জ্ঞানের অভিন্নতা।

আসলে সরস্বতীর পরিচয় বহুরৈখিক। শাস্ত্রে শ্বেতপদ্মাসনা সরস্বতীর উল্লেখ আছে। ঋগবেদে নীল ও শ্বেতপদ্মের কথা বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। 'আদিতমা মাতৃমূর্তি' প্রবন্ধে পাওয়া যায়, তিরিশ হাজার বছর পূর্বে মানুষ তার অপটু হাতে চুনাপাথরে খোদাই করেছিল আসন্ন প্রসবা নারীমূর্তি। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মনে উর্বরতার ধারণাটি চেতনে বা অবচেতনে অবস্থিত। আলো এবং জল নতুন প্রাণ সৃষ্টির এই হল প্রধান দুটি শর্ত। কিন্তু এই আলো ও জলের সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক কী? উত্তরে বলা যায় স্বয়ং সরস্বতীই আলো এবং জল। ঋগবেদে সরস্বতী দ্বিরূপা। জ্যোতিরূপা ও নদীরূপা। জ্যোতিরূপে সরস্বতী অগ্নি এবং নদী রূপে জল। ম্যাক ডোনেল পৃথিবীর স্থানীয় দেবতাদের আলোচনাতে rivers-এর মধ্যে সরস্বতীকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সরস্বতী নদী তীরবর্তী অঞ্চলেই প্রথমত আর্যদের বসবাস। প্লক্ষ প্রস্রবণ থেকে উৎপন্ন হয়ে বিপুল কলেবরের সরস্বতী নদী ছিল আর্যদের অন্নসম্পদদায়িনী। সরস্বতীর কাছে এভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যেই আর্যদের প্রার্থনা উর্বরতার ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত। সরস্বতী প্রথমে মাতা ও নদী। পরবর্তীকালে দেবী। ঠিক যেমন মাতৃস্তন্যে শিশুর পুষ্টি, সরস্বতীর নদীজলে পুষ্ট খাদ্যসম্পদে তীরবাসীদের জীবনের বিকাশ। সম্ভবত এই কারণেই মাতা ও নদী সমতুল। আবার মাতৃদুগ্ধ ও জলধারার একটি একটি সাধারণ প্রতিশব্দ পয়ঃ। সরস্বতী তীরভূমি ছিল অতিউর্বর, প্রচুর শস্য উৎপাদক এবং পশুচারণযোগ্য। কিন্তু দু'কূলপ্লাবী বন্যায় সেই উর্বর অঞ্চল ছেড়ে যাতে অনুর্বর অঞ্চলে যেতে না হয়, সেই প্রার্থনাও শোনা যায়। সরস শব্দের অর্থ জ্যোতি। সেই অর্থেই সরস্বতী অগ্নিরূপা তথা জ্যোতিরূপা। মূলত পৌরাণিক কালেই সরস্বতীর মূর্তি কল্পনা করা হয়ে গেছে। ইনি কিন্তু নারীরূপেই কল্পিতা। সারা বিশ্বের উর্বরতা ও প্রজননের দেবতা নারীমূর্তিতেই কল্পিত। মানুষের চিরকালীন উর্বরতার কামনা মাটি ও মানবীর কাছে। মানুষ তাই অধিক ফসলের আশায় জলের কামনা করেছে। ঋগবেদে সরস্বতীকে অম্বিতমে, দেবীতমে বলা হয়েছে।

জলপ্রবাহ থেকে জ্ঞানপ্রবাহ

ঋগবেদে আছে, 'অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতী'। আবার নদীতমেও বলা হয়েছে। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে সরস্বতী হয়ে ওঠেন কৃষিকর্মের সহায়িকা। সরস্বতী নারী, উর্বরতা এবং প্রজননবাদের দেবী বলেই দেশে-বিদেশে তার বহু অনাবৃত বক্ষ ও নগ্ন মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপুজো হয়। জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী 'দেবী সরস্বতী' প্রবন্ধে লিখেছেন, শীতকাল হল জড়তার কাল। মাঘের পঞ্চমী তিথি থেকেই জড়তা কেটে যেতে থাকে। শীত ঋতুতে প্রথম বসন্তের ছোঁয়া। তাই সরস্বতীর আবির্ভাবে সকল জড়তার মুক্তি ঘটে। মনের সঙ্গে সঙ্গে ঋতুও পরিবর্তিত হয়। দেবী সরস্বতীর বাহন বা বাহনকেন্দ্রিক বিষয়টিও উর্বরতাবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। দেবী সরস্বতীর বাহন বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। সর্বশেষ ও স্বীকৃত বাহন হল হংস। লক্ষ করলে দেখা যায়, হংসের প্রজনন ক্ষমতা অসামান্য। মহাভারতে বলা হয়েছে, সরস্বতী নদী একসময় দৃশ্যমান ছিল, পরে তার কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে ভূগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এই অদৃশ্য হওয়া রূপকার্থে ধরা যেতে পারে। সেটা এইরকম যে, বাহ্য জলপ্রবাহ থেকে অন্তর্গত জ্ঞানপ্রবাহের দিকে যাত্রা। মৎস্য ও ব্রহ্মপুরাণে বলা হয়েছে, সরস্বতী নদীতীরে যজ্ঞ ও বেদপাঠ হত। সরস্বতী প্রথমে নদী, পরে দেবী। প্রথমে জলপ্রবাহ পরে বাকপ্রবাহ। দৃশ্য থেকে অদৃশ্যে। বাহ্য থেকে অন্তরে তার গতি প্রবাহিত। তাই সরস্বতীপুজো শুধু দেবীপুজো নয়, মানুষের ভেতরের জ্ঞানের নদীকে জাগ্রত করে তোলার এক আনুষ্ঠানিক উদযাপন...

আরাধনার রূপান্তর

আশুতোষ বিশ্বাস

'বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে'— এই শ্লোক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি চেতনায় বিদ্যাদেবী সরস্বতীর কায়া আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শুভ্রবসনা, শান্ত, সংযত, বাক ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। তাঁর আরাধনা মানেই বিদ্যার প্রতি অকুণ্ঠ প্রার্থনা, বইখাতা ছুঁয়ে প্রণাম, শিক্ষাগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা এবং জ্ঞানের পথে আত্মনিবেদন। কিন্তু সময়ের নিয়মেই সময় বদলেছে। বদলেছে বৈদিক আরাধনার রূপ, বদলেছে জ্ঞান আর জীবনকে উপলব্ধির গভীরতা। আজকের সরস্বতী আরাধনা কি আদৌ শ্বেতভুজা বিদ্যাদেবীর আরাধনা, নাকি এক ধরনের সামাজিক উৎসব?

অথচ কয়েক বছর আগেই তো দেখেছি, সকালসকাল মা নিমপাতা কাঁচাহলুদ শিলনোড়ায় বেটে তার মধ্যে ঘানির খাঁটি সর্ষের তেল মিশিয়ে কাঁসার বাটিতে রেখে দিতেন। সকালসকাল সক্কলকে সারা শরীরে মেখে তবেই স্নানে যেতে হত। সরস্বতীপুজোয় নির্জলা উপোস করে থাকতে হত। টিউবওয়েলের চাপা কলের গরম গরম ধোঁয়া ওঠা জলে স্নান সেরে নতুন পাঞ্জাবি পরে বিদ্যাদেবীর শাগরেদ হয়ে নিজের নিজের স্কুল অথবা পাড়ার পুজোমণ্ডপে অঞ্জলি দেওয়ার ঘটা। সরস্বতীপুজোর অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ খেয়ে তারপর ঘরে আসা, সারাদিনের জন্য আমাদের ঘুরে বেড়ানোর অনাবিল স্বাধীনতা। দিদিরা, মেয়েরা হলুদ শাড়ি পরে সেদিনের জন্য পুজোমণ্ডপে দেবীর আরাধনায়— সেই সুযোগে পাড়াময় ঘুরে বেড়ানো।

এখনও মনে আছে শ্রীপঞ্চমীর দিন বেশ ঠান্ডা লাগত। শীত যাই যাই করেও যেত না। দোর্দণ্ডপ্রতাপ শীত-বিক্রমের শেষ কামড়। গরম জল ছাড়া স্নান করার কথা ভাবাই যেত না। সরস্বতীপুজো ছিল মূলত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক। স্কুল-কলেজের উঠোন, স্কুল, প্রাইভেট টিউশন স্যারের বাড়িতে ঘরের এককোণে দেবীর আসন পাতা হত। পুজোর দিন পড়াশোনা বন্ধ থাকলেও মন ছিল বিদ্যার কাছেই। হাতেখড়ি, বইবাঁধা, কালি-দোয়াত ছোঁয়া— এসব আচার নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়, ছিল জ্ঞানচর্চার প্রতি প্রতীকী অঙ্গীকার। পুজোর পরিবেশে ছিল সংযম, ছিল শুদ্ধতা, ছিল এক ধরনের নৈঃশব্দ্য। মনে হত বিদ্যাদেবী নিঃশব্দেই আমাদের ঐকান্তিক আচারনিষ্ঠ আন্তরিকতায় মগজে 'জ্ঞানরাশি' ঢুকিয়ে দেবেন— তারই নিঃশব্দ যাপন প্রতীক্ষা।

আজ দিকে দিকে শিক্ষাঙ্গন অথবা বিদ্যাচর্চাকেন্দ্রগুলিতে সরস্বতীপুজোর ছবি একেবারেই আলাদা। পাড়ায় পাড়ায় চমকপ্রদ মণ্ডপ, উচ্চগ্রামে ডিজে, চটুল গানের দাপট, রঙিন আলো— সব মিলিয়ে দেবীর উপস্থিতি আড়ম্বরের ধাক্কায় যেন আড়ালে চলে যাচ্ছে। সরস্বতীপুজো এখন বহু ক্ষেত্রে 'ইভেন্ট'-এ পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে, বিদ্যা এখন অনেকের কাছেই শুধুই চাকরি পাওয়ার হাতিয়ার। মূল্যবোধ, মানবিকতা, মননের চর্চা ক্রমশ কোণঠাসা। সেই প্রেক্ষিতে সরস্বতীপুজোও যেন বাহ্যিক উৎসবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। প্রয়োজন আত্মসমীক্ষার। সরস্বতীপুজো যদি শুধুই শব্দবাজি আর উচ্ছ্বাসে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে বিদ্যার দেবীর প্রতি অবিচারই করা হবে। বিদ্যার দেবী যেন কেবল মণ্ডপে নয়, আমাদের মননেও অধিষ্ঠিত হন— এই কামনাই হোক বসন্তপঞ্চমীর প্রকৃত প্রার্থনা।

লাইক কুড়ানোর মরিয়া প্রতিযোগিতা

মলয় চক্রবর্তী

বাঙালির সরস্বতীপুজো ছিল মেধা, মনন ও শৃঙ্খলার এক নিভৃত উদযাপন। কিন্তু আজ সেই চেনা সংস্কৃতি ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। ভক্তি আর বই-খাতার স্তূপের জায়গা দখল করেছে মোবাইল ক্যামেরার অপ্রাসঙ্গিক দাপট, সাজগোজের নামে কুরুচিকর ফ্যাশন শো আর শহর থেকে গ্রাম- সর্বত্রই অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রাণঘাতী 'রেকলেস ড্রাইভিং'। উৎসবের জৌলুস ও দৃশ্যমানতা বাড়লেও আশঙ্কাজনকভাবে কমেছে বিনয় ও সংযম। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক- আমরা কি সত্যি বিদ্যার দেবীকে আরাধনা করছি, নাকি স্রেফ আত্মপ্রদর্শনী আর উন্মাদনার জন্য একটি অজুহাত খুঁজছি? সরস্বতীপুজো আজ বিদ্যার আরাধনা নয়, বরং কিশোর-কিশোরীদের আত্মপ্রদর্শনীর এক বার্ষিক 'কার্নিভাল'। স্কুলের প্রাঙ্গণে বই-খাতা সাজিয়ে দেওয়া সেই বিনম্র শ্রদ্ধা এখন ফিকে; তার জায়গা নিয়েছে দামি পোশাক আর সোশ্যাল মিডিয়ায় 'লাইক' কুড়ানোর মরিয়া প্রতিযোগিতা। দেবীর উপস্থিতি এখানে স্রেফ গৌণ এক নেপথ্য কারুকার্য। সমাজের পচনশীল অগ্রাধিকার আজ শৈশবকে সময়ের আগেই সাবালক করে দিয়েছে, যেখানে শিক্ষার শৃঙ্খলার চেয়ে সস্তা হুজুগ আর উগ্র দেখনদারিই বড় সত্য।

যুক্তি দেওয়া হয়- প্রজন্ম বদলেছে, তাই প্রকাশের ভাষাও ভিন্ন। কিন্তু সেই 'ভাষা' যখন ডিজে বক্সের কানফাটানো আওয়াজ আর বেপরোয়া বাইক রেসিং-এ পর্যবসিত হয়, তখন তাকে আধুনিকতা বলা দায়। শ্রদ্ধার জায়গা নিয়েছে সস্তা 'শো-অফ, আর সংযমের জায়গায় জাঁকিয়ে বসেছে প্রকাশ্য অসংযম। বাগদেবীর আরাধনার নামে এই যে ঝুঁকির মহড়া আর রুচিহীন মাতামাতি- একে অন্তত 'উৎসবের আনন্দ' বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। মূলত, আমরা সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে আসলে এক চরম বিশৃঙ্খলাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছি।

সরস্বতীপুজো উৎসবের দিন, আনন্দের দিন- এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু আনন্দের নামে যখন শালীনতা আর দায়িত্ববোধের সীমারেখা মুছে যায়, তখন তাকে 'সাংস্কৃতিক বিবর্তন' বলে আড়াল করা অসম্ভব। প্রজন্ম বদলালে উদযাপনের ধরন বদলাবে, এটাই স্বাভাবিক; কিন্তু বিদ্যার দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে ন্যূনতম সৌজন্যবোধ বজায় রাখাই তো এই সময়ের আসল শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল। পুজো যদি কেবল সোশ্যাল মিডিয়ার ফ্রেম আর উচ্চকিত উন্মাদনার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়, তবে বুঝতে হবে আমরা বিদ্যার সারমর্মই হারিয়ে ফেলেছি। সরস্বতীপুজো কেবল ক্যালেন্ডারের একটি তারিখ হয়ে না থেকে বরং শুভবুদ্ধি ও মননশীলতার উৎসবে পরিণত হোক- তবেই এই আরাধনা সার্থক।

প্রেম, সৌন্দর্য ও সৃজনের চিরন্তন উৎসব

পঙ্কজকুমার ঝা

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বসন্তপঞ্চমী কেবল ঋতু পরিবর্তনের সংকেত নয়, বরং এটি জীবনে প্রেম, সৌন্দর্য ও সৃজনশীল শক্তির আগমনের উৎসব। শীতের জড়তা কাটিয়ে প্রকৃতি যখন হলুদ আভায় নিজেকে সাজিয়ে তোলে, তখনই বসন্তপঞ্চমীর আবির্ভাব ঘটে। এই দিনটি বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আরাধনার পাশাপাশি প্রেমের দেবতা কামদেব ও তাঁর অর্ধাঙ্গিনী রতির স্মরণের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত।

মুদ্গল পুরাণ অনুসারে, কামদেবের বাস যৌবন, সুন্দর পুষ্প, সংগীত ও মধুরসের মধ্যে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ঋতুদের মধ্যে 'বসন্ত' বলে অভিহিত করেছেন। বসন্তকালে প্রকৃতির প্রতিটি কণা নতুন প্রাণের স্পন্দনে মুখর হয়ে ওঠে। পুরাতন পাতা ঝরে যায় এবং বনভূমি নতুন অলংকারে সজ্জিত হয়। পলাশের লাল রং আর কোকিলের কুহুতান পরিবেশকে মোহময় করে তোলে। প্রাচীনকালে এই দিনটি 'মদন উৎসব' হিসেবে উদযাপিত হত। বিশ্বাস করা হয়, কামদেব তাঁর পুষ্পবাণে সৃষ্টির হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করেন।

পৌরাণিক চেতনায় কামদেব ও রতি হলেন দাম্পত্য প্রেমের প্রতীক। কামদেব 'অনঙ্গ' বা দেহহীন হলেও তাঁর প্রভাব সর্বব্যাপী। শিবের তেজে কামদেবের ভস্মীভূত হওয়ার কাহিনীটি ইঙ্গিত দেয় যে, প্রেম যখন কেবল ভোগে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন তার বিনাশ ঘটে। কিন্তু ত্যাগ ও তপস্যার মাধ্যমে সেই প্রেমই আবার পুনর্জন্ম লাভ করে। রতির বিরহ ও সাধনা প্রমাণ করে যে, প্রকৃত প্রেম শাশ্বত। কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কিংবা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'— সংস্কৃত সাহিত্যের পরতে পরতে বসন্ত ও প্রেমের এই অমোঘ বর্ণনা পাওয়া যায়।

আধুনিক যুগে মদন উৎসবের বাহ্যিক ঘটা কিছুটা কমলেও তার মূল চেতনা আজও অমলিন। বসন্তপঞ্চমীতে হলুদ বসন পরিধান এবং সরস্বতীপুজো আসলে ইতিবাচকতা ও সৃজনশীলতারই আহ্বান। এই উৎসব আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, করুণা ও প্রেম ছাড়া জ্ঞান অর্জন অপূর্ণ থেকে যায়। চরক সংহিতাতেও এই দিনে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যৌবন প্রস্ফুটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলায় এই দিনটি 'শ্রীপঞ্চমী' নামে পরিচিত। এখানে সরস্বতী কেবল বিদ্যার দেবী নন, তিনি শিল্প ও সংগীতের প্রেরণা। রবীন্দ্রসাহিত্যেও বসন্ত এসেছে আত্মজাগরণের গান হয়ে। গ্রামীণ বাংলার সর্ষেখেত আর আম্রকুঞ্জের মুকুল আজও প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে এক নিবিড় সংলাপ তৈরি করে। এভাবেই বসন্তপঞ্চমী কামদেব-রতির প্রেমচেতনা ও সরস্বতীর বিদ্যাবোধকে একসূত্রে গেঁথে রাখে।

ছোট্ট তারা

কালিয়াগঞ্জের থানাপাড়ার বাসিন্দা নিসৃতা সাহা চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। অঙ্কনে জেলা ও স্থানীয় স্তরে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। প্রচুর পুরস্কারও পেয়েছে।

কোথাও ঐতিহ্য, কোথাও সূচনা

হরষিত সিংহ

মালদা, ২২ জানুয়ারি : কোথাও ঐতিহ্য ধরে রাখার প্রচেষ্টা, তো কোথাও আবার প্রথমবার পুজোর সূচনা। মালদা শহরজুড়ে পাড়ায় পাড়ায় সেজে উঠছে সরস্বতীপুজোর মণ্ডপ। অধিকাংশ বড় পুজোর দায়িত্ব নতুন প্রজন্মের কাঁধে। তবে কিছু ব্যতিক্রমও চোখে পড়ছে। যেমন- প্রায় ৪২ বছরের পুরোনো পুজো শহরের হংসগিরি লেনের এন স্টার ক্লাবের। একসময় খুব জাঁকজমক সহকারে পুজো হত। তবে বিগত কয়েক বছরে বর্তমান প্রজন্ম তেমনভাবে পুজোর দায়িত্বে এগিয়ে না আসায় উদ্যোক্তাদের কাছে ঐতিহ্য ধরে রাখাই যেন দায় হয়ে উঠছে। তাই কিছুটা হলেও পুজোর জৌলুস কমেছে। এবছরও পুজো হচ্ছে, পুজো উপলক্ষ্যে স্থানীয়দের খাওয়ানো হবে। তবে অনুষ্ঠানের আয়োজনের তেমন কোনও আড়ম্বর নেই। পুজোর দায়িত্বে থাকা মঙ্গল দাস বলেন, 'পুজো কমিটির প্রায় প্রত্যেকেই নিজেদের মতো করে ব্যস্ত। কেউ সময় দিতে পারছেন না। তাই পুজো হচ্ছে তবে অনুষ্ঠান অনেক কমানো হয়েছে।'

অন্যদিকে, শহরের প্রাণকেন্দ্র পোস্ট অফিস মোড়ে এই বছরই প্রথম পুজো হচ্ছে। এতদিন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বাগদেবীর আরাধনা হলেও এখানে হত না। এবার সেখানে কয়েকজনের উদ্যোগে প্রথম পুজো হচ্ছে। একেবারে পোস্ট অফিসের সামনে মঞ্চ বেঁধে হবে এবারের পুজো। পুজো কমিটির সদস্য রাজীব দত্ত বলেন, 'প্রথম বছর পুজো করছি, আশা করছি মানুষ আসবেন। পুজোর দিন মানুষের ঢল নামবে।'

কোন প্রতিমা যে কিনি...

এদিকে, ২৯ বছর ধরে পুজো হচ্ছে ইংরেজবাজারের পুড়াটুলি অজিত স্মৃতি সংঘের। বর্তমানে এই পুজোর দায়িত্বে এলাকার নতুন প্রজন্ম। সাবেকি প্রতিমা, সঙ্গে তিনদিনব্যাপী চলবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যার মধ্যে রয়েছে আলপনা প্রতিযোগিতা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, নাচ-গান-আবৃত্তি সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যেই গোটা এলাকা আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। পুজো কমিটির সম্পাদক দেবনীল দত্ত বলেন, 'আমরা পাড়ার সকলে মিলে এই পুজো করি। এবছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রচুর মানুষ আছেন আমাদের এই পুজোয়।'

অন্যদিকে, জামতলি সাগরিকা ক্লাবের এবারের পুজো ৩২তম। শহরের আর পাঁচটা বড় পুজোর সঙ্গে পাল্লা দেয় এই পুজো। সাবেকি প্রতিমার সঙ্গে আলোকসজ্জায় সেজে ওঠে গোটা এলাকা। তিনদিনব্যাপী চলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পুজো উপলক্ষ্যে এলাকার মানুষকে খাওয়ানো হয়। পুজো কমিটির সম্পাদক অর্ণব দাস বলেন, 'এই পুজো আগে অন্যত্র হত। ৩২ বছর ধরে বর্তমানের জায়গায় পুজো হচ্ছে। কয়েক বছর আগে আমরা এই পুজোর দায়িত্ব নিয়েছি। পুজো উপলক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শহরের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ আসেন আমাদের প্রতিমা দর্শনে।'

এছাড়াও মালদা শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক ক্লাব, পাড়ার উদ্যোগে পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গোটা শহরব্যাপী সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হবে।

- কোথাও ঐতিহ্য ধরে রাখার প্রচেষ্টা, তো কোথাও আবার প্রথমবার পুজোর সূচনা
- মালদা শহরজুড়ে পাড়ায় পাড়ায় সেজে উঠছে সরস্বতীপুজোর মণ্ডপ
- অধিকাংশ বড় পুজোর দায়িত্ব নতুন প্রজন্মের কাঁধে, তবে কিছু ব্যতিক্রমও চোখে পড়ছে

বইমেলা শেষ। এখন মালদা কলেজের মাঠে পড়ে রয়েছে মেলার স্মৃতি। বৃহস্পতিবার। ছবি : অরিন্দম বাগ

বাণীবন্দনায় প্রস্তুতি রায়গঞ্জে

ঠেকের আরাধনা থেকে স্কুলের পুজো

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ২২ জানুয়ারি : সময়ের স্রোত বয়ে গিয়েছে অনেকখানি। পালটেছে শহর, বদলেছে মানুষের ব্যস্ততা। কিন্তু গত ৪০ বছর ধরে রায়গঞ্জের ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণের সেই চেনা ছবিটা একটুও বদলায়নি। পড়ন্ত বিকেলে বা সন্ধ্যায় আজও সেখানে জমে ওঠে 'ঠেক'। এই আড্ডার নাম 'আমরা ক'জন'। সেই ঠেকের সরস্বতীপুজো মানেই রায়গঞ্জবাসীর কাছে এক আলাদা আবেগ, একপশলা নস্টালজিয়া।

সরস্বতীপুজোর ক'দিন এখানে বয়সের কোনও গণ্ডি থাকে না। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সকলে মেতে ওঠেন প্রাণের উৎসবে। আর সেইসঙ্গে থাকে বসন্তের বাতাসের মতো তরুণ-তরুণীদের অবাধ প্রেম আর খুনশুটি। এবছর এই পুজো পদার্পণ করছে ৩২তম বর্ষে। বরাবরের মতো এবারও পুজোর মূল আকর্ষণ 'রোড কুইজ'। এলসিডি স্ক্রিনে প্রশ্নের ঝলক দেখে পথচলতি মানুষের থমকে দাঁড়ানো আর সঠিক উত্তরে চটজলদি পুরস্কার, রায়গঞ্জবাসী প্রতি বছর এই সন্ধ্যার অপেক্ষায় থাকেন। পুজোর আগের দিন দেওয়ালজুড়ে চলে রঙের খেলা, যেখানে শিল্পীরা তাঁদের মনের মাধুরী মিশিয়ে ছবি আঁকেন।

এবারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়েও তুঙ্গে উত্তেজনা। একসময় এই ঠেকেই আড্ডা দিতেন বলিউডের জনপ্রিয় শিল্পী রানা মজুমদার। সেই ঘরের ছেলে এবারও ফিরছেন তাঁর গান নিয়ে। শনিবার সন্ধ্যায় মঞ্চ মাতাবেন রানা। আর রবিবারের বিশেষ আকর্ষণ টলিউডের লগ্নজিতা চক্রবর্তী।

পুজো কমিটির সভাপতি প্রসেনজিৎ ভৌমিক বলেন, রায়গঞ্জ তথা উত্তর দিনাজপুর জেলাবাসীর বিশেষ চাহিদা থাকে আমাদের পুজো দেখার জন্য।' অন্যতম সদস্য উদিবেন্দু সরকারের কথায়, 'সকলে এখানে আড্ডা যেমন দিই, তেমনই পুজোটাও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করি।'

তবে রায়গঞ্জ শহরের বারোয়ারি সরস্বতীপুজো বলতে কেবল এই আমরা ক'জন ঠেকের পুজোকেই বোঝায় না।

আসলে শীতের আমেজ আর বসন্তের আগমনে রায়গঞ্জ এখন যেন এক টুকরো উৎসবের শহর। পাড়ার মোড় থেকে শুরু করে স্কুলের মাঠ—সর্বত্রই এখন শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা। কোথাও চলছে প্যান্ডেলের কারুকার্য, কোথাও আবার প্রতিমার গায়ে শেষ তুলির টান। পলিটেকনিকের বিপরীতে ফ্রেন্ডস অফ দিশার পুজো এবারও দর্শনার্থীদের ভিড় টানতে প্রস্তুত। পুজোর দিনগুলোতে সেই এলাকা যেন চাঁদের হাটে পরিণত হয়। আয়োজকদের পক্ষে তুষারকান্তি গুহ বলেন, 'প্রতি বছর আমাদের পুজো দেখতে প্রচুর মানুষ আসেন। পুজোর পরের দিনগুলোতে বাইরে থেকেও শিল্পীরা আসবেন অনুষ্ঠান করতে।' এখানে রবিবার মঞ্চ মাতাবেন খ্যাতনামা শিল্পী ইমন চট্টোপাধ্যায়। শহরের দেহশ্রী মোড়ের আমরা সংস্থাও পিছিয়ে নেই। বড় বাজেটের জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন তো হচ্ছেই, সেইসঙ্গে সেখানেও থাকছে নামী শিল্পীদের গানের আসর।

সেইসঙ্গে উৎসবের রং ছড়িয়ে পড়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও। ফ্রেন্ডস অফ দিশার ঢিল ছোড়া দূরত্বে অবস্থিত রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানেও ভক্তিভরে বাগদেবীর আরাধনার আয়োজন চলছে। সেইসঙ্গে রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চবিদ্যালয়, রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন, গার্লস হাইস্কুল এবং দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্রে সরস্বতীপুজোর প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে।

দীপের প্রতিভাকে স্বীকৃতি হস্টেলে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২২ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের বিসিএ তৃতীয় সিমেস্টারের পড়ুয়া দীপ সরকারের শিল্পসত্তাকে এবারের সরস্বতীপুজোয় স্বীকৃতি দিতে চলেছেন বিশ্ববিদ্যালয় হস্টেলের আবাসিকরা। দীপ নিজের খেয়ালেই মূর্তি গড়েন। তবে এবছর তাঁর গড়া মূর্তিতেই প্রথমবার পুজো হচ্ছে হস্টেলে। এতদিন রায়গঞ্জের কুমোরটুলির প্রতিমা দিয়ে পুজো করতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্লস ও বয়েজ হস্টেলের আবাসিকরা। কিন্তু এবছর গার্লস এবং বয়েজ হস্টেল আলাদাভাবে পুজো করছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বয়েজ হস্টেলের ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখা গেল, দীপ প্রতিমায় তুলির শেষ টান দিতে ব্যস্ত। তাঁর পাশে রয়েছেন অন্য আবাসিকরা। তাঁর কথায়, 'পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে বহু বছর ধরে বাবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছোটখাটো প্রতিমা তৈরি করি। তবে পড়াশোনার চাপ থাকায় এখন আর পারি না। এবছর হস্টেল সুপার অধ্যাপক তন্ময় চৌধুরী, সিনিয়ার দাদা আরিজ আখতার সহ অন্যদের চাপে সরস্বতীর মূর্তি তৈরি করছি। সবাই সহযোগিতা করছেন।' প্রতিমার শাড়ি, অলংকার আজ পরানো হবে। সঙ্গে রয়েছে ডাকের সাজ। সাতদিন আগে কাঠ, খড়, চটের বস্তা ও মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে কাঠামো বলে তিনি জানান।

দীপের বাবা প্রদীপ সরকার নিজেও প্রতিমাশিল্পী। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের ত্রিমোহিনীতে। দীপ জানান, কম্পিউটার নিয়ে পড়াশোনা করলেও শিল্পকর্মের প্রতি রয়েছে অগাধ ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার টানেই মূর্তি গড়ার কাজ শুরু করেন তিনি। এই শিল্পকে আরও ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে চান তিনি।

এবার সরস্বতী প্রতিমা হস্টেলের আবাসিকের হাতে তৈরি হচ্ছে জেনে আনন্দিত সবাই। আবাসিক আরিজ আখতার বলেন, 'হস্টেলে অনেকদিন ধরে আছি। কিন্তু এবছর দীপ সরকারের হাতের তৈরি প্রতিমা দিয়ে পুজোর আয়োজন করতে পেরে ভীষণ খুশি।' হস্টেল সুপার তন্ময় চৌধুরীর কথায়, 'দীপের শিল্পসত্তা ও সৃজনশীলতাকে স্বীকৃতি দিতেই ওর উপর ভরসা রেখেছি আমরা। আগামীদিনে বাউন্ডারিতে বিভিন্ন মনীষীর ছবি ও বাণী লিখে সাজানো হবে।'

প্রতিমা কিনতে ভিড় রাস্তার ধারে। বৃহস্পতিবার মালদায়। ছবি : অরিন্দম বাগ

প্রতিমায় পকেটে চাপ

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২২ জানুয়ারি : বাগদেবীর আরাধনায় পকেট থেকে লক্ষ্মী খসছে আমআদমির। অন্তত সরস্বতীপুজোর আগের দিনে তেমনই দাবি মালদা শহরের বাসিন্দাদের। মালদা শহরে তৈরি কাঠামোর প্রতিমার দাম যেমন বেড়েছে, তেমনই কৃষ্ণনগরের ছাঁচের প্রতিমার সাইজ ছোট করে দাম বাড়ানো হয়েছে।

গত কয়েকদিন ধরে মালদা শহরের বিচিত্রা মার্কেট ও বিটি কলেজ রোডে প্রতিমার পসরা সাজিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা। আট ইঞ্চি থেকে তিন ফুট, সাড়ে তিন ফুটের প্রতিমা বিকোচ্ছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রতিমা কিনে বাড়ি ফিরছিলেন গৌড় রোডের বাসিন্দা অসীমকুমার পান্ডে। তাঁর কথায়, 'প্রতিমার দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। কাঠামোতে তৈরি দেড় হাতের প্রতিমা ৭০০ টাকায় কিনলাম। গত বছর এই সাইজের প্রতিমা কিনেছিলাম ৪০০ টাকায়। কিন্তু কী আর করা যাবে? বিদ্যার দেবীর আরাধনা তো করতেই হবে।' একই বক্তব্য আরেক ক্রেতা সীমা সাহারও। তিনি বলেন, 'গত বছর পাঁচশো টাকায় যে মাপের প্রতিমা কিনেছি, এবছর সেই মাপের প্রতিমা সাতশো টাকা চাইছে। চারশো-পাঁচশো টাকায় যে প্রতিমা দিচ্ছে তা অনেকটাই ছোট।'

প্রতিমার দাম বৃদ্ধির কথা মেনে নিয়েছেন বিক্রেতারাও। বিক্রেতা রাজ সাহা বলেন, 'প্রতিমার দাম আমরা নির্ধারণ করি না। আমরা কৃষ্ণনগর থেকে প্রতিমা কিনে আনি। আমার কাছে ৮ ইঞ্চি থেকে শুরু করে ২ ফিট পর্যন্ত প্রতিমা রয়েছে। ৮ ইঞ্চির প্রতিমা ১০০ টাকায় বিক্রি করছি। এক ফুট প্রতিমার দাম ২৫০ টাকা। দুই ফিটের প্রতিমার দাম বারোশো-তেরোশো টাকা।' আরেক বিক্রেতা দীপ সাহা বলেন, 'প্রতি বছর প্রতিমার দাম একটু করে বৃদ্ধি পায়। এবছরও একটু দাম বেড়েছে। কিন্তু এক ধাক্কায় প্রতিমার দাম অনেকটা বেড়ে গিয়েছে তেমন বলা ঠিক হবে না।'

ক্রেতা-বিক্রেতাদের মতামতের মধ্যে খানিক পার্থক্য থাকলেও বাগদেবীকে খুশি করতে কোনওরকম আপস করতে রাজি নন কেউই। প্রতিমার দাম যাই হোক না কেন শুক্রবার বাড়িতে বাড়িতে দেবীর আরাধনা হবেই।

সরস্বতীর সঙ্গে সেলফি। বালুরঘাটে। ছবি : মাজিদুর সরদার

উদ্ধার স্কুলের সিসি ক্যামেরা

গঙ্গারামপুর, ২২ জানুয়ারি : থানায় অভিযোগ দায়েরের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গঙ্গারামপুর ব্লকে বেলবাড়ি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের খোয়া যাওয়া দুটি সিসিটিভি ক্যামেরা উদ্ধার হয়েছে। বেলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমন রায় স্কুলের এলাকা থেকেই ভগ্ন অবস্থায় ওই ক্যামেরা দুটি উদ্ধার করেন। অনুমান, স্কুলের কোনও প্রাক্তন ছাত্র এই কাজটি করেছে। এদিকে ক্যামেরা খোয়া যাওয়ার পর সরস্বতীপুজো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। তবে সিদ্ধান্ত বদল হয়েছে। শুক্রবার পুজো হবে।

আতশবাজি প্রদর্শনী বন্ধ

রায়গঞ্জ, ২২ জানুয়ারি : একেই বলে ভাঁড়ে মা ভবানী! নাহলে দীর্ঘ বছর ধরে চলে আসা সাধারণতন্ত্র দিবসের আতশবাজি প্রদর্শনী কেন বন্ধ রাখবে রায়গঞ্জ পুরসভা। কোনও রাখঢাক নয়, আর্থিক অসংগতির জন্য যে এবার ২৬ জানুয়ারি সন্ধ্যাকালীন প্রদর্শনী হচ্ছে না, তা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস। প্রতি বছরই জেলা প্রশাসন এবং পুরসভার যৌথ উদ্যোগে রায়গঞ্জে সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন হয়। যৌথ উদ্যোগে এবার দিনটি পালন হবে স্টেডিয়াম ময়দানে। বৃহস্পতিবার যার চূড়ান্ত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রিয়াংকা সিং মেহেতা, পুর প্রশাসক সন্দীপ সহ জেলা প্রশাসনিক আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন শহরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কমিটির প্রতিনিধিরাও। সাধারণতন্ত্র দিবসে সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, প্যারেড সহ প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। সন্ধ্যাকালীন আতশবাজি প্রদর্শনী না হওয়ার কারণ হিসেবে সন্দীপ বলছেন, 'পুরসভার আর্থিক সংকটের কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

উদ্বোধন

বালুরঘাট, ২২ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার বালুরঘাটের প্রধান ডাকঘরের একতলায় প্রবীণ নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষম গ্রাহকদের জন্য আলাদা কাউন্টারের উদ্বোধন করা হল। উদ্বোধন করেন কেন্দ্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গের মধ্যে বালুরঘাটে এমন কাউন্টার প্রথম হল। এতদিন এই পোস্ট অফিসে সবাইকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হত। আজ থেকে বয়স্ক এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের আর উপরে উঠতে হবে না। নীচের তলায় আলাদা কাউন্টার হওয়ায় ওঁদের সুবিধা হবে।'

উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ অ্যাসিস্ট্যান্ট পোস্ট মাস্টার জেনারেল সরোজ নিমবাং, দক্ষিণ দিনাজপুর পোস্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট কুন্তল গোস্বামী প্রমুখ।

গ্রেপ্তার ২

মালদা, ২২ জানুয়ারি : সুস্থানি মোড় এলাকায় বুধবার রাতে নাকা চেকিং চলাকালীন বাইকে করে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ও ব্রাউন সুগার পাচারের সময় দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম সফিকুল ইসলাম ও রবিন শেখ। তাঁদের বাড়ি যথাক্রমে বৈষ্ণবনগর ও ইংরেজবাজার থানা এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১৫ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ও ৫২ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ধৃত দুই তরুণ সুজাপুর থেকে মালদা শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। বাইকটি আটক করেছে পুলিশ।

বিক্ষোভ

বালুরঘাট, ২২ জানুয়ারি : এসআইআর শুনানির নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানির অভিযোগে বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে কালো পতাকা হাতে বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস। এর জেরে জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনের রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ বিকল্প পথে যান চলাচলের ব্যবস্থা করে। মিছিলটি বালুরঘাট শহর পরিক্রমা করে মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছায়। এসডিওকে ছয় দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেন বিক্ষোভকারীরা। এরপর পথ অবরোধ ওঠে।

আত্রেয়ীতে আলো ও ভক্তির স্রোত

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২২ জানুয়ারি : সূর্য পশ্চিমে যেতেই আত্রেয়ী নদীর সদর ঘাট ভরে উঠল মানুষের ঢলে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নদীর দুই পাড়, বাঁধ ও সরোজরঞ্জন সেতুতে দাঁড়িয়ে সবার চোখে যেন বিস্ময়। সন্ধ্যা আরতি ঘিরে চারিদিকে কালো মাথার স্রোত আর আলো-আঁধারির মায়াজাল। রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এমন ভব্য ও আবেগঘন আয়োজন আগে কখনও দেখা যায়নি বলে জানান শহরবাসী।

নদীর পূর্ব প্রান্তে বেনারস থেকে আসা ছয়জন পুরোহিতের নেতৃত্বে শুরু হয় সন্ধ্যা আরতি। শঙ্খধ্বনি, মন্ত্রোচ্চারণ আর প্রদীপের আলোয় আত্রেয়ী মুহূর্তে গঙ্গারূপ ধারণ করে। নদীর পাশে যেন সোনালি প্রদীপের ছোট ছোট জোয়ার। বাতাসে মিলছে মানুষের সংগীতমুখর ধ্বনি। প্রায় তিন হাজার ভক্তের হাতে প্রদীপ নিয়ে নদীর ঘাটে আরতি করার ব্যবস্থা ছিল। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই মন্ত্রমুগ্ধভাবে অংশ নেন আরতিতে। পশ্চিম পাড়ের বাঁধে, সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে শহরের মানুষও দেখেন এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। নদীতটে অনুষ্ঠিত হয় বিশাল বাজি প্রদর্শনীও, যা শিশুদের আনন্দ আরও দ্বিগুণ করে তোলে। আত্রেয়ীর ঘাট যেন আলো ও ভক্তির সমুদ্র হয়ে উঠল এদিন।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার নিজে উপস্থিত থেকে পুরোহিতদের সঙ্গে আরতিতে অংশ নেন। তিনি বলেন, 'এই আরতি শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, মানুষের বিশ্বাস ও আবেগের প্রতিফলন। আত্রেয়ী নদীতে এই সন্ধ্যা আরতি মানুষের মনে এক গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। হাজার হাজার ভক্তের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সত্যিই অনন্য।' তিনি আরও জানান, সকালের অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও রাম সাজো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছোটদের চোখে যে আনন্দ ও গর্ব দেখেছেন, সেটা তাঁদের সংস্কৃতি রক্ষার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

দিনটি শুরু হয়েছিল থানা মোড়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা দিয়ে। ৮–১৪ বছরের পড়ুয়ারা রামলালার ছবি আঁকে, ১৫–১৮ বছরের পড়ুয়ারা রাম মন্দির বা রামায়ণের কাহিনীর ছবি আঁকে। রাম সাজো প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তের খুদেরা রাম সাজে অংশ নেয়। সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে আরতিতে অংশ নিয়ে মঙ্গলপুরের স্কুল শিক্ষক তনয় সাহা বলেন, 'এই প্রথম বেনারসের ধাঁচে সন্ধ্যা আরতি চাক্ষুষ করলাম। এই বিশাল আয়োজনে মন্ত্র উচ্চারণের সময় সত্যিই গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।'

শহরের সাধারণ মানুষের আবেগ, প্রদীপের আলো আর বাজির রোমাঞ্চ মিলিয়ে বালুরঘাটের আত্রেয়ী ঘাটে বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যা হয়ে উঠল এক অম্লান স্মৃতি।

আত্রেয়ী ঘাটে চলছে আরতি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। ছবি : মাজিদুর সরদার

সমারোহে... কলকাতার সংস্কৃত কলেজে। ছবি-দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

মধ্যপ্রদেশের ভোজশালা নিয়ে রায় সুপ্রিম কোর্টের

পুজো, নমাজ দুই-ই হবে

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : বসন্ত পঞ্চমী ও শুক্রবারের জুম্মার নমাজ একই দিনে পড়ায় মধ্যপ্রদেশের ধার জেলার বিতর্কিত ভোজশালা চত্বরে উপাসনা নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, বৃহস্পতিবার তার অবসান ঘটাল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, শুক্রবার ২৩ জানুয়ারি ভোজশালা চত্বরে হিন্দু ও মুসলিম—উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই নিজ নিজ আচার পালন করতে পারবেন।

আদালত নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী, দুপুর ১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত নির্দিষ্ট একটি এলাকায় জুম্মার নমাজ অনুষ্ঠিত হবে। নমাজের পর জনসমাগম দ্রুত সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, একই চত্বরে পৃথক একটি স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য প্রথাগত সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা রাখা হবে। দুই সম্প্রদায়ের জন্য প্রবেশের পথও থাকবে আলাদা।

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি বিপুল পাঞ্চোলির বেঞ্চ জানিয়েছে, যাঁরা নমাজ পড়বেন, তাঁদের তালিকা জেলা প্রশাসনের কাছে জমা দিতে হবে। দুই সম্প্রদায়ের জন্য প্রার্থনার বন্দোবস্ত করার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্যও জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এর পাশাপাশি তিন বিচারপতির বেঞ্চ দুই সম্প্রদায়কে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রাখা এবং প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতার আর্জি জানিয়েছে।

ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় ৮,০০০ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এক পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সিসি ক্যামেরা, সমাজমাধ্যমের ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে।

■ একই দিনে পৃথক স্থানে পুজো ও নমাজ সম্পন্ন হবে

■ দুপুর ১টা-৩টে পর্যন্ত নমাজের জন্য সময় বরাদ্দ

■ মূল বিবাদ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্টে ফেরত পাঠানো হয়েছে

■ এএসআই-এর গোপনীয় সমীক্ষা রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশের নির্দেশ

গত ২৩ বছর ধরে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (এএসআই)-এর নিয়ম অনুযায়ী, হিন্দুরা মঙ্গলবার এবং মুসলিমরা শুক্রবার এখানে উপাসনা করেন। ২০১৬ সালেও এই দুই তিথি একই দিনে পড়ায় ধারের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। মূল বিবাদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে ফেরত পাঠিয়েছে এবং ডিভিশন বেঞ্চকে দুই সপ্তাহের মধ্যে শুনানি শুরু করতে বলেছে। একই সঙ্গে এএসআই-এর সিলমোহর দেওয়া সমীক্ষা রিপোর্টটি প্রকাশ্য আদালতে খোলার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ২০২৪ সালের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় ওই স্থানে প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে বলে খবর।

খাদে গাড়ি, মৃত ১০ সেনা

শ্রীনগর, ২২ জানুয়ারি : জম্মু-কাশ্মীরের ডোডায় এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১০ জওয়ান। বৃহস্পতিবার জঙ্গি দমন অভিযানে যাওয়ার পথে পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেনার গাড়িটি ২০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে গেলে এই বিপর্যয় ঘটে। ঘটনায় আরও ১০ জওয়ান গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বিমানে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সেনা সূত্রে খবর, বুলেটপ্রুফ 'ক্যাসপির' গাড়িটি ভাদেরওয়াহ-চাম্বা আন্তঃরাজ্য সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় খান্নি টপের কাছে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় চড়াই-উতরাই পেরোতে গিয়ে পিছলে যায়। সেনাবাহিনীর হোয়াইট নাইট কোর সমাজমাধ্যমে জানিয়েছে, 'অভিযানে যাওয়ার সময় দুর্গম পথ ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেনার গাড়িটি রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে। এতে বেশ কয়েকজন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে এবং আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

জম্মু-কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা জওয়ানদের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। শোকপ্রকাশ করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'ডোডায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আমাদের সাহসী জওয়ানদের মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। মৃতদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।'

ফের হামলা অস্ট্রেলিয়ায়

মেলবোর্ন, ২২ জানুয়ারি : সিডনির বন্ডি বিচের ভয়াবহ স্মৃতি ফিকে হওয়ার আগেই ফের রক্তাক্ত হল অস্ট্রেলিয়া। নিউ সাউথ ওয়েলসের লেক কার্গেলিগো এলাকায় এক বন্দুকবাজের এলোপাতাড়ি গুলিতে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে দু-জন মহিলা এবং একজন পুরুষ। গুরুতর আহত একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আততায়ীকে ধরতে শহরে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টে ৪০ নাগাদ লেক কার্গেলিগো এলাকার ওয়াকার স্ট্রিটে গুলিবর্ষণ শুরু হয়।

খালাস সজ্জন

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : শিখ বিরোধী হিংসার অন্যতম অভিযুক্ত প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ সজ্জন কুমারকে মুক্তি দিল দিল্লির একটি আদালত। এই রায়ে হতাশ জানকপুরী, বিকাশপুরীর স্বজনহারা পরিবারগুলি। বিশেষ বিচারক দিগ্বিজয় সিং জানান, সরকারপক্ষ অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে।

'বইতীর্থ'-এর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বইতীর্থ' নির্মাণের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাবলিশার্স ও বুক সেলার্স গিল্ডের আবেদনকে মান্যতা দিয়ে ৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান থেকে এই সিদ্ধান্ত জানান তিনি। একইসঙ্গে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, কবি জয় গোস্বামীর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এসআইআরের শুনানিতে তলবের বিরুদ্ধে হয়রানির প্রতিবাদ জানিয়ে মমতা বলেন, 'লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি কোনওদিন এসআইআরে ছিল না। একমাত্র এই রাজ্যে হচ্ছে। এসআইআরের কারণে বাংলায় ইতিমধ্যেই ১১০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এটা নিয়ে সবাই প্রতিবাদ করুন।'

তিনি আরও জানান, এসআইআরকে কেন্দ্র করে রাজ্যব্যাপী হয়রানির ঘটনা নিয়ে তিনি ২৬টি কবিতা লিখেছেন। ২০২৬ সালকে মাথায় রেখে এই সংখ্যক কবিতা লেখা হয়েছে। এবারের বইমেলায় নতুন ৯টি বই প্রকাশিত হবে মুখ্যমন্ত্রীর।

মাওবাদী নেতা সহ নিহত ১৫

রাঁচি, ২২ জানুয়ারি : ঝাড়খণ্ডের চাইবাসার সারান্ডা অরণ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর হানায় মৃত্যু হল অন্যতম শীর্ষ মাওবাদী নেতা পতিরাম মাঝি ওরফে 'অনল দা'র। বৃহস্পতিবার ভোরে ছোটনাগরা থানার কুম্বাদিহ গ্রামের কাছে ওই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে অনল দা সহ মোট ১৫ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। নিহত পতিরামের মাথার ওপর ১ কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল সরকার। এছাড়া ৫০ লক্ষ টাকার ইনামধারী আরও এক মাওবাদী এই অভিযানে মারা গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও ১৫টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে আরও এক শীর্ষ মাওবাদী নেতা থিপ্পিরি তিরুপতির খোঁজে গোটা এলাকা ঘিরে রেখে চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

মহিলা মেয়র

মুম্বই, ২২ জানুয়ারি : বৃহন্মুম্বই পুরসভার (বিএমসি) মেয়র পদে বসতে চলেছেন একজন মহিলা (সাধারণ)। বিএমসি সহ ২৯টি পুরসভার মেয়র পদটি কাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে তা বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের নগরোন্নয়ন দপ্তরে এক লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। মুম্বইয়ের পাশাপাশি পুনে, ধুলে, নাগপুর পুরসভাও মহিলা মেয়র পেতে চলেছে। যদিও লটারি প্রক্রিয়া নিয়েই আপত্তি তুলেছেন শিবসেনা (ইউবিটি) নেত্রী তথা প্রাক্তন মেয়র কিশোরী পেড়নেকার। তাঁর অভিযোগ, নিয়ম ভেঙে লটারি করা হয়েছে। সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় রিগিং করারও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। মেয়র প্রার্থী হিসেবে এগিয়ে তেজস্বী অভিষেক ঘোসালকার এবং যোগীতা সুনীল কোলি।

রাতারাতি বদল মেধাতালিকায়, জটের সম্ভাবনা

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না স্কুল সার্ভিস কমিশনের। বুধবারই একাদশ-দ্বাদশের চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করেছে তারা। অথচ রাতারাতি সেই তালিকা বদলে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে পুনঃপ্রকাশিত তালিকায় দেখা গিয়েছে, অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে বহু পরীক্ষার্থীর নম্বর যোগ করা হয়েছে। শুধু অভিজ্ঞতার নম্বর নয়, তাদের প্রকাশিত তালিকায় এখনও বহু ত্রুটি রয়ে গিয়েছে বলেই মনে করছে আইনজীবী মহল। নম্বরে গরমিল, যোগ্যদের তালিকায় স্থান না পাওয়া, নতুনরা বঞ্চিত হয়েছেন, এই ধরনের নানা অভিযোগ উঠছে। যা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে। প্রশ্ন তুলছেন আইনজীবীরাও। ফলে নতুন এই তালিকা নিয়ে অভিযোগের জল গড়াতে পারে কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত।

চাকরিপ্রার্থীদের প্রশ্ন, প্রথমেই কেন সঠিক তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হল না? তবে এসএসসি সূত্রে খবর, পুরোনো ও নতুন মিলিয়ে সমানভাবে সকল চাকরিপ্রার্থী তালিকায় সুযোগ পেয়েছেন। আগেই প্রায় ১৩০০ জন 'যোগ্য' চাকরিহারারা নথি যাচাইয়ের ডাক পাননি। তখন থেকেই তাঁরা বঞ্চিত তালিকায় চলে গিয়েছেন। এবার যাঁরা মেধাতালিকা ও ওয়েটিং লিস্টে সুযোগ পেলেন না, তাঁদের সুরাহার জন্য শীঘ্রই আদালতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন 'যোগ্য'রা। তবে শূন্যপদের ওপর ভিত্তি করে ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীরা আদৌ কাউন্সেলিংয়ের ডাক পাবেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। চাকরিহারা শিক্ষিকা সংগীতা সাহার কথায়, 'কাউন্সেলিং শেষ হলে তবে হিসেব করা যাবে কতজন যোগ্য সুযোগ পেলেন না। মোট হিসেব পেলে তবেই আমরা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারব।' বিষয়টি নজরে এসেছে আইনজীবীদেরও। আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের কথায়, 'অনেক ক্ষেত্রে যোগে ভুল করা হয়েছে। অভিজ্ঞতার নম্বর সঠিকভাবে সংযুক্ত করা হয়নি। এমনিতেই নতুন রুল নিয়ে মামলা চলছে। এই বিষয়গুলিও আদালতের সামনে আনা হবে।' আইনজীবী আশিস কুমার চৌধুরীর কথায়, 'সবচেয়ে বড় কথা, যোগ্যরা বার বার বঞ্চিত হচ্ছেন। ২৭ জানুয়ারি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা ফের আদালতে উঠবে। তখন এই বিষয়গুলিও জানানো হবে।' আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্তর কথায়, 'নতুন মেধাতালিকায় নানা ত্রুটি রয়েছে। কেউ বঞ্চিত হয়েছে এই অভিযোগ করলেই মামলা হবে।'

রাজ্য বিজেপিতে বিয়ে-অস্বস্তি

হিরণ-দিলীপকে নিয়ে সরস চর্চা

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : কথায় বলে 'কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ'। দিঘায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে জগন্নাথ ধামে যাওয়া আর বিয়ে, এই দুই জোড়া ফাঁড়ায় দলীয় বৃত্ত থেকে কার্যত ছিটকে গিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। সেই সময় অনেকেই মনে করেছিল '২৬-এর বিধানসভায় বিজেপির খড়্গপুর আসন হিরণের জন্য নিষ্কণ্টক হয়ে গেল। কিন্তু গত কয়েকদিনের পরিস্থিতির নিরিখে সেই হিরণই এখন মাঠের বাইরে।

পরিষদীয় বা মেঠো রাজনীতির কোনওটাতেই সেভাবে স্বচ্ছন্দ ছিলেন না খড়্গপুরের বর্তমান বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। গত লোকসভা নির্বাচনের সময় তাঁর বিরুদ্ধে একবার শিবির বদলের অভিযোগ উঠেছিল। এরই মধ্যে আচমকা সমাজমাধ্যমে নিজের বিয়ের ছবি পোস্টে চর্চায় হিরণ। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বা সুকান্ত মজুমদাররা বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন বারবার।

বুধবার খড়্গপুরের আনন্দপুর থানায় হিরণের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়ের এফআইআর দায়ের করার পর গোল বাঁধে। হিরণের নববিবাহিত স্ত্রী রীতিকা গিরির দাবি, গত পাঁচ বছর ধরেই তাঁরা একসঙ্গে থাকছেন। তাঁদের সম্পর্কের বিষয়ে অনিন্দিতা জানেন। অনিন্দিতাকে আইনমাফিক বিবাহবিচ্ছেদের নোটিশও পাঠানো হয়েছে। যদিও রীতিকার এই দাবি অস্বীকার করেই

তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন অনিন্দিতা। সূত্রের খবর, অনিন্দিতার পাশে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় তৃণমূল। ভোটের মুখে খড়্গপুর আসনে যাতে কোনও প্রভাব না পড়ে সেদিকে সতর্ক দল। বরাবরই খড়্গপুরের বর্তমান ও প্রাক্তনীর মধ্যে সম্পর্ক অম্লমধুর। হিরণের ঘটনায় সরাসরি কোনও মন্তব্য না করলেও দিলীপ ঘনিষ্ঠ শিবিরের মতে খড়্গপুরের আসন এখন 'দাদা'র জন্য নিষ্কণ্টক। কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে সেটাই এখন দেখার।

জি রাম জি

শ্রমিকদের সঙ্গে অন্যায় : রাহুল

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : অধুনা বাতিল তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইনের সঙ্গে সদ্য তৈরি হওয়া ভিবি জি রাম জি আইনের তুলনা টানলেন রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস আয়োজিত জাতীয় মনরেগা শ্রমিকদের কনভেনশনে কেন্দ্রকে বিঁধে তাঁর তোপ, 'মোদি সরকার এর আগে কৃষকদের বিরুদ্ধে যে কালো আইনগুলি এনেছিল, সেগুলি কৃষকরা আটকে দিয়েছিলেন। যে অন্যায় কৃষকদের বিরুদ্ধে হয়েছিল, সেটা এবার শ্রমিকদের বিরুদ্ধেও হচ্ছে।' তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'ভিবি জি রাম জি একটি জুমলা। গরিবদের অধিকারের ওপর হামলা।' জি রাম জি বিল নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতার এই সমালোচনাকে হিন্দুবিরোধী বলে পালটা তোপ দেগেছে বিজেপি। এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। মনরেগার সঙ্গে জি রাম জি-র তুলনা টেনে রাহুল বলেন, 'মনরেগা গরিবদের হাতে অধিকার দিয়েছে। যাঁদের কাজের প্রয়োজন, তাঁরা যাতে সম্মানের সঙ্গে কাজ চাইতে পারেন সেই ধারণা থেকেই ওই আইন তৈরি করা হয়েছিল। পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে মনরেগাকে চালানো হত। মনরেগা মানুষের আওয়াজ ছিল, অধিকার ছিল। একেই খতম করতে ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।' মনরেগার পুনরুজ্জীবনে এবং জি রাম জি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ১০ জানুয়ারি থেকে দেশব্যাপী প্রচার-আন্দোলন শুরু করেছে কংগ্রেস।

এবার রাজ্যপাল গেহলট বিতর্কে

বেঙ্গালুরু, ২২ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ুর পর এবার সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালের বিরোধ বিতর্কের জল গড়াল কর্ণাটকেও। বৃহস্পতিবার কর্ণাটকের রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েই বিধানসভা ছেড়ে বেরিয়ে যান। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন কংগ্রেস বিধায়করা। তাঁরা রাজ্যপালকে ঘিরে বিক্ষোভও দেখান। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার ইউপিএ জমানার মনরেগা বাদ দিয়েছে বলে প্রথমে ওই ভাষণ পাঠই করতে চাননি রাজ্যপাল। সম্প্রতি তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবিও সেই রাজ্যের বিধানসভায় জাতীয় সংগীতের অবমাননা করার অভিযোগ তুলে ভাষণ পাঠ না করেই সভাকক্ষ ছেড়েছিলেন। থাওয়ারচাঁদ গেহলটের আচরণের তীব্র নিন্দা করেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া।

বোর্ড অফ পিস গঠনের ঘোষণা

দাভোস, ২২ জানুয়ারি : 'লোকে আমাকে ভয়ংকর স্বৈরাচারী শাসক বলে। আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে আমার বক্তৃতার এত প্রশংসা হয়েছে! তবে সত্যি বলতে, মাঝেমাঝে একজন একনায়কের প্রয়োজন হয়।' সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) মঞ্চে এভাবেই ফের বিতর্কের ঝড় তুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দাভোসেই তাঁর বহুচর্চিত 'বোর্ড অফ পিস' বা শান্তি পরিষদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করলেন তিনি। যে বোর্ডের স্থায়ী চেয়ারম্যান হবেন ট্রাম্প। পরিষদের সদস্য হিসাবে যে দেশগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাদের অনেকেই এদিন বোর্ডের সনদে সই করেছে।

অনুষ্ঠানে নজর কেড়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। ট্রাম্পের পাশে বসে বোর্ড অফ পিসে যোগ দেওয়ার সময় দৃশ্যতই উচ্ছ্বসিত দেখিয়েছে তাঁকে। এছাড়া আর্জেন্টিনা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরিন, বেলারুশ, মিশর, হাঙ্গেরির মতো কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা আনুষ্ঠানিকভাবে বোর্ডের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। তবে ভারত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানায়নি। সূত্রের খবর, সাউথ ব্লক

দাভোসে ট্রাম্প

■ বোর্ড অফ পিসে শামিল পাকিস্তান, আর্জেন্টিনা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরিন, বেলারুশ, মিশর, হাঙ্গেরি

■ যোগ দিতে রাজি হয়নি ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইডেন এবং নরওয়ে। নীরব ভারত

■ হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার হুঁশিয়ারি

শান্তি পরিষদের ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব খতিয়ে দেখছে। ট্রাম্পের এই উদ্যোগে শামিল হতে সরাসরি অস্বীকার করেছে ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইডেন এবং নরওয়ে। ব্রিটিশ বিদেশসচিব ইভেট কুপার সাফ জানিয়েছেন, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এই বোর্ডে থাকা নিয়ে তাঁদের গভীর উদ্বেগ রয়েছে। তাঁর মতে, এই বোর্ড আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।

ট্রাম্পের শান্তি পরিষদ নিয়ে উদ্বিগ্ন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের অনেকেই। তাঁদের যুক্তি, বোর্ড অফ পিস আগামী দিনে রাষ্ট্রসংঘের সমান্তরাল একটি সংগঠনে পরিণত হবে। যার শীর্ষে থাকবেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। অর্থাৎ, বোর্ড অফ পিসকে সামনে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবে। যা ট্রাম্পের 'একনায়ক' ও 'স্বৈরাচারী শাসক' মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বোর্ড অফ পিসের মঞ্চে অবশ্য ট্রাম্পকে প্রবল আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'এটি বিশ্বের ইতিহাসের সবথেকে মর্যাদাপূর্ণ বোর্ড হতে চলেছে। এই শান্তি পরিষদ রাষ্ট্রসংঘের চেয়েও অনেক বেশি সাফল্য পাবে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মূলত ইরানের পারমাণবিক হুমকিকে নিষ্ক্রিয় করার মাধ্যমেই।' গাজা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'হামাস যদি তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে, যদিও আমি মনে করি সম্ভবত তারা করবে। আর যদি তারা তা না করে, তাহলে সেটাই হবে তাদের শেষ।'

ভারত সরকার
বস্ত্র মন্ত্রণালয়
হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জন্য উন্নয়ন কমিশনারের কার্যালয়
২০২৫ সালের জন্য সন্ত কবির হ্যান্ডলুম পুরস্কার এবং জাতীয় হ্যান্ডলুম পুরস্কার

হস্তচালিত তাঁত শিল্প ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ভারতের বাসিন্দাদের কাছ থেকে ২০২৫ সালের জন্য নিম্নলিখিত শ্রেণির হ্যান্ডলুম পুরস্কার দেওয়ার জন্য নির্ধারিত বিন্যাস অনুসারে সম্পূর্ণরূপে আবেদনপত্রটি পূরণ করার হেতু আহ্বান জানানো হচ্ছে। নিম্নে বিস্তারিত বিবরণটি উল্লেখ করা হইল :

ক্রমিক নং	পুরস্কারের নাম	বিভাগ	উপ-বিভাগ	পুরস্কারের সংখ্যা
০১	সন্ত কবির হ্যান্ডলুম পুরস্কার (এসকেএইচএ)	বয়ন	বয়ন	০৩
			শুধুমাত্র মহিলা তাঁতিদের জন্য (সন্ত কবির হ্যান্ডলুম পুরস্কার কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়)	০১
			বিলুপ্তপ্রায় বয়ন	০১
			উপজাতীয় বয়ন	০১
			মোট পুরস্কার	০৬
০২	জাতীয় হ্যান্ডলুম পুরস্কার (এনএইচএ)	বয়ন	বয়ন	০৮
			শুধুমাত্র মহিলা তাঁতিদের জন্য (সন্ত কবির হ্যান্ডলুম পুরস্কার কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়)	০২
			তরুণ তাঁতি (বয়স ৩০ বছরের উর্ধ্বে নয়)	০১
			দিব্যাঙ্গ তাঁতি	০১
			বিলুপ্তপ্রায় বয়ন	০১
			উপজাতীয় বয়ন	০১
		ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট		০২
		হ্যান্ডলুম পণ্যের বিপণন		০২
		স্টার্ট আপ উদ্যোগ/প্রযোজক সংস্থা		০১
			সম্পূর্ণ (বি)	১৯
			সম্পূর্ণ (এ+বি)	২৫

২. যোগ্যতার মানদণ্ড, বয়স, অভিজ্ঞতা, আবেদনপত্র ইত্যাদি সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য হস্তশিল্প তাঁতের জন্য উন্নয়ন কমিশনের কার্যালয়ের ওয়েবসাইট (www.handlooms.nic.in) থেকে ডাউনলোড করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যেকোনো তথ্যের জন্য আবেদনকারীরা নিকটস্থ উইভার্স সার্ভিস সেন্টার (ডব্লিউএসসি)-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
৩. আবেদনপত্রগুলি অনলাইন এবং অফলাইন উভয়মাধ্যমেই (ডুয়াল মোড) জমা দিতে হবে। অনলাইন আবেদনপত্রটি "মাই হ্যান্ডলুম" পোর্টালের (https://myhandlooms.gov.in) মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এছাড়া অফলাইন আবেদনপত্র যেটি সবদিক থেকে সঠিকভাবে পূর্ণ করা, সঙ্গে হাতে-বোনা নমুনা (যেখানে প্রযোজ্য), অনলাইন আবেদনপত্রটির প্রিন্ট আউট, এবং অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি ২৩শে মার্চ ২০২৬ এর মধ্যে নিকটস্থ ডব্লিউএসসি-তে জমা দিতে হবে।

উন্নয়ন কমিশনার (হস্তচালিত তাঁতশিল্প)

CBC 41102/11/0008/2526

'নো এসআইআর নো ভোট'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : ফরাক্কা বিডিও অফিসে তৃণমূল বিধায়ক মণিরুলের তাণ্ডবের পর জেলারই আর এক শাসকদলের বিধায়ক আখরুজ্জামানের বিরুদ্ধে শুনানিকেন্দ্রে ঢুকে হামলার অভিযোগ উঠল। শুধু মুর্শিদাবাদেই নয়, বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে শুনানিকেন্দ্রে গণ্ডগোলের অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। শুনানিতে উপর্যুপরি হামলার ঘটনায় কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ফের জ্ঞানেশ কুমারকে রাজ্যে এসে এসআইআর পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখার দাবি তুলে বলেছেন, নির্বিঘ্নে এসআইআর হতে না দিলে ভোটই হতে দেব না।

বুধবারই রাজ্যের জনগণকে আশ্বস্ত করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেছিলেন, কাউকেই নিজের হাতে আইন তুলে নিতে দেওয়া হবে না। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে কড়া পদক্ষেপ করবে কমিশন। জ্ঞানেশের সেই আশ্বাসের পরেই বৃহস্পতিবার ফরাক্কার ঘটনায় সরাসরি তৃণমূল বিধায়ক মণিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেয় কমিশন। জেলা নির্বাচনি আধিকারিককে বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার মধ্যে এই নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়।

শমীকের বার্তা

ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে অভিযুক্ত চার সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ কার্যকর কার্যকর করার নির্দেশ দেয় কমিশন। এরপরেই ফরাক্কার ঘটনা রাজ্য বনাম কমিশনের সংঘাত চরমে পৌঁছোল বলে মনে করা হচ্ছে। কমিশনের উদ্দেশে প্রকাশ্য সভা থেকে মণিরুল কমিশনের আধিকারিকদের 'টেনে বার করে মারব' এই নিদান দেন। কমিশনের মতে যা যথেষ্ট উসকানিমূলক। কমিশনের নির্দেশে ফরাক্কা থানায় এফআইআর দায়ের হলেও মণিরুলের নাম না থাকায় মণিরুলের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে নির্দেশ দেয় কমিশন।

রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমার ধারণা, তৃণমূল সরকার কোনও ব্যবস্থাই নেবে না। কারণ, এখানের সরকার সংবিধান মানে না। আইন মানে না। তাই এর দায়িত্ব নিতে হবে নির্বাচন কমিশন, সুপ্রিম কোর্টের মতো সংবিধানের রক্ষকদের।'

এদিন কমিশনকে নিশানা করে শমীক বলেন, 'সমাজের প্রতিষ্ঠিত কিছু ব্যক্তির নামে পরিকল্পিতভাবে ভুল তথ্য আপলোড করে কমিশনকে হেয় করা হচ্ছে। আর সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। আমরা চাই শুধু বিজেপির নয় সব রাজনৈতিক দলের ফর্ম-৭ জমা নিতে হবে কমিশনকে। না নিলে এসআইআর হওয়ার কোনও অর্থ নেই। তাতে দেরি হলে হবে।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'নির্বিঘ্নে এসআইআর করতে না দিলে রাজ্যে ভোটই হতে দেব না।' কিন্তু 'নো এসআইআর নো ভোট' এটাই বিজেপির দাবি।

এদিন রাজ্যের ৩৩ এসআইআর অবজার্ভারদের সঙ্গে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল ও রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্তর বৈঠক নিয়ে শমীক বলেন, 'স্পেশাল না সুপার স্পেশাল, ওসব বুঝি না। আবারও বলছি, জ্ঞানেশ কুমার দিল্লিতে না বসে থেকে কলকাতায় আসুন।'

KHOSLA ELECTRONICS

এই প্রথম বার KHOSLA নিয়ে এলো **DOUBLE DISCOUNT,** EMI এর ওপর DISCOUNT এবং PRODUCT এর ওপরেও DISCOUNT

KHOSLA ELECTRONICS
COST TO COST OFFER

প্রতিটি EMI -তে
10% ছাড়!!
গ্যারান্টিড

Upto 80% DISCOUNT

0 DOWN PAYMENT | 1 EMI OFF | 36 MONTHS EMI | ₹500 EMI STARTS

পুরনো AC# -তে
₹10,000
EXCHANGE অফার

Upto ₹45,000 CASH BACK | Upto ₹45,000 EXCHANGE OFFER | BUY GET 1 FREE

LED TV

LG SAMSUNG SONY KGA Haier LLOYD Hisense

UPTO 58% DISCOUNT

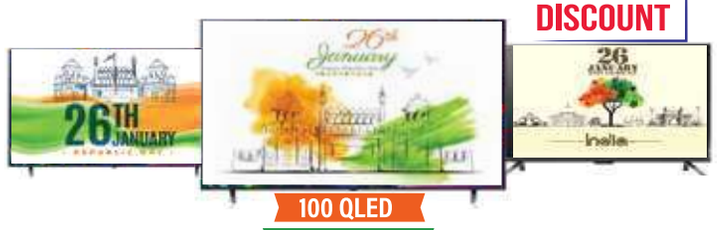

100 QLED
EMI ₹ 4,545

75 QLED EMI ₹ 4,545 | 55 4K UHD EMI ₹ 3,388 | 65 QLED EMI ₹ 3,112 | 43 SMART LED EMI ₹ 1,633

32 LED Starting Price ₹ 8,990*

AIR CONDITIONER

5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY* | FREE FREE STANDARD INSTALLATION + BRACKET worth ₹ 2,500*

GURANTEED 50% DISCOUNT ON ALL BIG BRANDS

1.5 Ton 3* INV EMI ₹ 2,124 | 1.5 Ton 5* INV EMI ₹ 2,333 | 2 Ton 3* INV EMI ₹ 2,525

REFRIGERATOR

LG SAMSUNG Godrej Whirlpool Haier LLOYD Panasonic IFB BOSCH BLUE STAR

UPTO 41% DISCOUNT

FREE SAFARI Trolley Bag worth ₹ 10,500
600 Ltr. SBS EMI ₹ 2,525

FREE 2 Jar 500 watt Mixi worth ₹ 4,999
330 Ltr. DD EMI ₹ 2,916

FREE 2 Jar 500 watt Mixi worth ₹ 4,999
187 Ltr. SD EMI ₹ 922

WASHING MACHINE

SAMSUNG LG BOSCH IFB Whirlpool LLOYD Godrej Panasonic Haier SIEMENS

UPTO 50% DISCOUNT

8 Kg. Front Load EMI ₹ 2,416 | 7 Kg. Top Load EMI ₹ 1,399
8 Kg. Semi Auto EMI ₹ 958

FREE 1000 Watt Iron Worth ₹ 1,200

MOBILE

FREE BOAT NECKBAND OR CROSS BAGPACK OR REALME EARBUDS

iPhone

iPhone 17 Pro (256GB)
₹ 1,30,900
EMI ₹ 11,242
Cashback ₹ 4,000

Buy any apple product and get an assured gift
Offer valid from 23rd till 26th January

SAMSUNG

S25 Ultra (256GB)
₹ 1,11,990*
EMI ₹ 9,325

vivo

V 60 (12/256GB)
₹ 40,999*
EMI ₹ 9,325
Cashback ₹ 3,000

oppo

RENO 15 (8/256GB)
₹ 42,399*
EMI ₹ 2,611
Cashback ₹ 4,600

realme

16 PRO (8/256GB)
₹ 31,999*
EMI ₹ 1,899
Cashback ₹ 2,000

mi

NOTE 15 (8/256GB)
₹ 21,999*
EMI ₹ 1,667
Cashback ₹ 3,000

LAPTOP

FREE GAMING WIRED KEYBOARED + MOUSE worth ₹ 1,999

DELL Technologies

Core i3 16GB Ram/ 512GB SSD/Win 11+OFC 24
₹ 44,990*
EMI ₹ 3,749

ASUS

Core i3 8GB Ram/ 512GB SSD/Win 11+OFC 24
₹ 39,900*
EMI ₹ 3,325

hp

i5, 16GB RAM, 512GB SSD, 3050A 4GB Graphics Win 11 + MSO 24
₹ 72,900
EMI ₹ 6,083

BUY 1.5 TON 3* INVERTER AC — BUY GET 1 FREE

FREE 32 SMART LED TV worth ₹ 24,999

COST PRICE ₹ 35,990 EMI ₹ 2,999 | DISCOUNT 50%

BUY 240 L FF — BUY GET 1 FREE

FREE 20 Ltr. MICROWAVE OVEN worth ₹ 8,499

COST PRICE ₹ 25,990 EMI ₹ 2,166 | DISCOUNT 42%

BUY 55" QLED GOOGLE TV — BUY GET 1 FREE

FREE SOUND BAR worth ₹ 19,999

COST PRICE ₹ 41,990 EMI ₹ 3,499 | DISCOUNT 60%

BUY 20 Ltr. MICROWAVE OVEN — BUY GET 1 FREE

FREE CHOPPER worth ₹ 695

COST PRICE 20 Ltr. ₹ 5,490 25 Ltr. ₹ 6,990 | DISCOUNT 40%

BUY CHIMNEY — BUY GET 1 FREE

FREE 2BB Glass Cooktop worth ₹ 5,190
1400 Suc, 60 cm Auto Clean with Touch & Motion Sensor

COST PRICE ₹ 14,990 EMI ₹ 1,249 | DISCOUNT 57%

BUY WATER PURIFIER — BUY GET 1 FREE

RO + UV 2X

FREE STAINLESS STEEL BOTTLE worth ₹ 1,399

COST PRICE ₹ 13,999 EMI ₹ 1,167 | DISCOUNT 55%

VOLTAS

VOLTAS · beko

CELEBRATE FREEDOM WITH
Smart Upgrades

Unlock Republic Day savings on Voltas & Voltas Beko appliances
Offers valid till 31st January 2026

Fixed EMI of ₹2950 with multiple advance EMI Options for TVS Credit

Long Tenure Schemes for 18 months across all the major financiers

Low Down Payment Avail finance by paying balance in 9 months

Zero Down Payment Finance at zero down payment with 10, 8 & 6 month tenures.

Fixed EMI of ₹2888/1888/1088 with multiple advance EMI options for Bajaj on all appliances

5 years* Comprehensive Warranty Includes Gas Charging + Labor for Coil & Compressor Replacements

*T&C Apply, *Applicable on Voltas Split & Window ACs, *All Inverter ACs come with a 10 year compressor warranty

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda

Easy Finance by BAJAJ FINSERV IDFC FIRST Bank HDB FINANCIAL SERVICES kotak

UP TO 15% INSTANT DISCOUNT# SBI card

#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹6,000 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 17 Jan - 02 Feb 2026. T&C Apply.

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | 89 SHOWROOMS

BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. **Offer price under Exchange Amount,** Offers are not applicable on Samsung Products. # AC on working condition.

locate your nearest Khosla store

COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300 | RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600 | ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232 | SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685 | BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392 | MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

চোখ থাকবে ঈশানের দিকেও

অভিষেক শোয়ের হাতছানি রায়পুরে

রায়পুর, ২২ জানুয়ারি : হাতে ঠিক চারটি ম্যাচ।

বিশ্বকাপের টিম কম্বিনেশন থেকে যাবতীয় প্রস্তুতি, সেরে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। নিউজিল্যান্ডের শুভসূচনা কাপ-প্রত্যাশাকে উসকে দিয়েছে। শুক্রবার সুযোগ যে পারদ আরও ঊর্ধ্বমুখী করার। গৌতম গম্ভীর ব্রিগেডের যে বিশ্বকাপ ভাবনার মাঝে দর্শকদের চোখ অভিষেক শর্মাতে।

বুধবার প্রথম টি২০ দ্বৈরথে অভিষেক শোয়ের সামনে হার মেনেছে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। ডেথ ওভারে তাল ঠুকেছিলেন রিঙ্কু সিংও। শুক্রবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে বিশ্বকাপে সাফল্য পেতে প্রয়োজন টিমগেম।

শহিদ বীরনারায়ণ সিং ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সেই প্রত্যাশা মেটানোর তাগিদ থাকবে সঞ্জু, ঈশানের। এরমধ্যেই সুখবর তিলক ভার্মার। 'চোট সারিয়ে দ্রুত ফিরছি,' সামাজিক মাধ্যমে সেই কথা জানিয়ে দিয়ে লিখেছেন তিলক।

দুই শিবিরের জন্যই চলতি সিরিজ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির মঞ্চ। সুযোগ ফাঁকফোকর মেরামত করে আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর। ০-১ পিছিয়ে থাকলেও কিউয়ি শিবিরের দাবি, আগামীকালও পরীক্ষানিরীক্ষা বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে বোলিং কম্বিনেশন কী দাঁড়াবে, সেদিকে চোখ থাকবে অনেকের। নাগপুরে দুরন্ত জয়ের পর রায়পুরে উৎসাহ তুঙ্গে। আবহাওয়াতে ক্রিকেট উৎসবের অনুকূল পরিস্থিতি। পরিষ্কার আকাশ। বৃষ্টির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। তবে বাইশ গজ নিয়ে সেই নিশ্চয়তা দেওয়া মুশকিল। পিচ প্রস্তুতকারকরা অবশ্য দাবি করেছেন, টি২০সুলভ উইকেট থাকছে। হিসেব মেলে কিনা, সেটাই দেখার।

ব্যাট-বলের টক্করে প্রথম ম্যাচে আধিপত্য দেখালেও ভারতের চিন্তা ফিল্ডিং। গত কয়েক সিরিজে একঝাঁক ক্যাচ পড়েছে। নতুন বছরে প্রথমবার মাঠে নেমেও ভারতীয় ফিল্ডিংয়ের যে ছবিটা বদলায়নি। সূর্য যদিও ফিল্ডারদের আড়াল করছেন। যুক্তি, প্রচুর শিশির পড়েছে রাতের দিকে। ফ্লাডলাইটের আলো নিয়েও কিছুটা সমস্যা ছিল।

রিঙ্কু সিংয়ের গলায় যদিও উলটো সুর। ক্যাচ মিসের জন্য কোনও অজুহাত দিতে নারাজ। সাফ কথা, শিশির বা আলো নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি। তাই ক্যাচ মিস মানতে পারছেন না। খারাপ লাগছে। ক্যাচ মিস নয়, প্রাক্তনরা মুগ্ধ রিঙ্কুর ফিনিশারের ভূমিকায়। দাবি, নিয়মিত প্রথম একাদশে রাখারও।

জয়ের ছন্দ নিয়ে রায়পুরের উদ্দেশে হর্ষিত রানা, অভিষেক শর্মারা।

দুইজনের ফর্ম বজায় রাখার সঙ্গে দল তাকিয়ে ঈশান কিষান, সূর্যকুমার যাদব, সঞ্জু স্যামসনদের দিকেও।

বড় রান হাতছাড়া করলেও প্রথম ম্যাচে সূর্যের ইনিংস আশ্বস্ত করেছে। রবিচন্দ্রন অশ্বীনের বিশ্বাস, গত কিছু ম্যাচে ২০-২২-এই আটকে যাচ্ছিল সূর্য। সেখানে তিরিশের কোঠায় পা রাখা ঘুরে দাঁড়ানোর শুরু। বাকি চার ম্যাচে আরও ভালো কিছু অপেক্ষা করবে সূর্যকে নিয়ে বিশ্বাস অশ্বীনের।

ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ ট্রফি ধরে রাখতে সূর্যের ব্যাটে '৩৬০' ডিগ্রি শটের ফুলঝুরির প্রত্যাবর্তন জরুরি। একইসঙ্গে জরুরি, শুরুতে অভিষেক-ঝড় অব্যাহত থাকা। তবে চলবে। ভারতীয় দলে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। প্রথম ম্যাচের পুরো দলকে আরও একটা সুযোগ দিতে চাইছেন গৌতম গম্ভীররা। নাগপুর ম্যাচে টসের সময় অধিনায়ক সূর্য বলেও দিয়েছিলেন, যারা বিশ্বকাপ স্কোয়াডে রয়েছেন, তাঁরা অগ্রাধিকার পাবেন। তিলক ও ওয়াশিংটন সুন্দরের চোটে ডাক পেলেও শ্রেয়স আইয়ার, রবি বিষ্ণোইদের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা বাড়ছে।

অক্ষর প্যাটেলকে নিয়েও যদি, কিন্তু। গতকাল নিজের বোলিংয়ে ক্যাচ ধরতে গিয়ে হাতে চোট। সঙ্গে সঙ্গে মাঠও ছাড়েন। ঝুঁকি এড়াতে আগামীকাল দলের সহ অধিনায়ককে

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড
দ্বিতীয় টি২০ আজ
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : রায়পুর
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

রিঙ্কুর যদিও কোনও আক্ষেপ নেই। বরং দলের বাইরে থাকার সময়টাকে কাজে লাগিয়েছেন নিজেকে প্রস্তুত রাখতে। বিশ্বাস ছিল, সুযোগ আসলে, তা কাজে লাগাতে পারবেন। নাগপুরের পর শুক্রবারের রায়পুরে, রিঙ্কুর ব্যাট ফের জ্বলে ওঠে কিনা, সেটাই দেখার।

বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে জিম সেশনে তিলক ভার্মা। ছবি পোস্ট করে লিখলেন, 'চোট সারিয়ে দ্রুত ফিরছি'।

জাদুকর! বরুণের বন্দনায় সানি

নাগপুর, ২২ জানুয়ারি : জয় দিয়ে শুরু টি২০ সিরিজ।

নাগপুরের জামথা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দ্বৈরথে নিউজিল্যান্ড-বধে নায়ক অভিষেক শর্মা। ৩৫ বলে ৮৪ রানের বিস্ফোরক ইনিংসে দুই দলের মধ্যে ব্যবধান গড়ে দেন। বাঁহাতি তরুণ ওপেনারের যে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে মজেছেন সুনীল গাভাসকারও।

নিজে বিশুদ্ধ ক্রিকেট শটে বিশ্বাসী ছিলেন। যদিও অভিষেকের বিস্ফোরক মেজাজের টান অস্বীকার করতে পারছেন না। ম্যাচ শেষে বিশ্বের এক নম্বর টি২০ ব্যাটারকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। অভিষেকের সঙ্গে মজা করেও বলেছেন, 'তুমি হাফ সেঞ্চুরি করতে যত বল নিয়েছ, আমার তো প্রথম রান করার জন্যই সেই বল লাগত!'

সেরা মন্তব্যটা তুলে রাখলেন রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর জন্য। বলের জাদুকর আখ্যা দিলেন গাভাসকার! প্রাক্তনের মতে, বোলিংয়ের সময় বরুণের শরীরী ভাষা দুর্দান্ত। ব্যাটার কয়েকটা বড় শট মেরে দিলে বোলাররা হতাশ হয়ে পড়ে। বরুণকে দেখে যদিও তা বোঝার উপায় নেই। নতুন পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি হয় পরের বলের জন্য। একটা-দুটো ছক্কার প্রভাব পড়ে না।

বরুণ-বন্দনায় আরও এক ধাপ এগিয়ে গাভাসকারের মন্তব্য, 'যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজের পরিকল্পনায় অটুট থাকা একজন বোলারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বরুণের মধ্যে সেটাই দেখি। ও হল জাদুকর, যে কার্যত ভুল করে না। এদিনও দুর্দান্ত বল করল। দুটো উইকেট নিল, ইকোনমি রেট বেশ ভালো। বিশেষত, যখন প্রতিপক্ষ ব্যাটাররা রীতিমতো আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট ঘোরাচ্ছে!'

অনুষ্টুপের মঞ্চে সুদীপের শতরান

বাংলা-৩৪০/৪
(প্রথম দিনের শেষে)
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণী, ২২ জানুয়ারি : মঞ্চটা সাজানো ছিল তাঁর জন্য। সতীর্থরা আবেদনও করেছিলেন শতরানের।

অথচ, কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে অনুষ্টুপ মজুমদারের মঞ্চে সারাদিন ধরে ব্যাট হাতে সার্ভিসেস শাসন করলেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। চোট সারিয়ে ফিট হয়ে রনজি ট্রফিতে প্রত্যাবর্তনের মঞ্চে সুদীপ খেললেন অপরাজিত ১৪০ রানের ইনিংস। প্রথমে বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের (৮১) সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে তুললেন ১৫১ রান। পরে মুহূর্তের ভুল বোঝাবুঝিতে বাংলা অধিনায়ক রানআউট হয়ে যাওয়ায় সুদীপ দায়িত্ব নিয়ে সারাদিন ধরে রাজত্ব করলেন কল্যাণীর মাঠে। মূলত সুদীপের অপরাজিত শতরানে ভর করে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের শেষে বাংলার স্কোর ৩৪০/৪। দিনের শেষে সুদীপের সঙ্গে বাইশ গজে রয়েছেন সুমন্ত গুপ্ত (অপরাজিত ৩১)। শুক্রবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে দলের স্কোরটা অন্তত ৫৫০-এ নিয়ে যেতে চায় বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় ইনিংসে যেন ব্যাটিং করতে না হয়।

সবুজ পিচ। দিনের শুরুতেই টসে হার। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে চার পেসার প্রথম একাদশ সাজানো বাংলা দল ব্যাটিং করতে নেমেছিল। সুদীপ-অভিমন্যু জন্য কাজটা সহজ ছিল না একেবারেই। শুরু থেকেই অত্যন্ত সতর্কভাবে ব্যাটিং করে সার্ভিসেসের ঘাড়ে চেপে বসে টিম বাংলা। দুই ওপেনার ১৫১ রান তুলে দেওয়ার পর পালটা চাপে পড়ে গিয়েছিল সার্ভিসেস। অধিনায়ক অভিমন্যু ফেরার পর তিন নম্বরে সুদীপকুমার ঘরামি (৩) রান পাননি। চার নম্বরে বাংলার ক্রাইসিস ম্যান অনুষ্টুপও বড় রান পাননি তাঁর সেঞ্চুরি ম্যাচের অভিনয়। যদিও অনুষ্টুপের (২৭) ক্যাচ নিয়ে বাংলা শিবিরে রয়েছে সংশয়। শাহবাজ আহমেদ (৩৮) দারুণভাবে দলকে ভরসা দেওয়ার কাজ করলেও তিনিও বড় রান পেতে ব্যর্থ। একা কুম্ভ হয়ে ওপেনার সুদীপ অবশ্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথম দিনের শেষে বাংলার নায়ক সুদীপ বলছিলেন, 'উত্তরাখণ্ড ম্যাচে ৯৮ রানে আউট হয়েছিলাম। অল্পের জন্য সেদিন শতরান হাতছাড়া হয়েছিল। তাই আজ একটু বেশিই সতর্ক ছিলাম। যদিও কাজ এখনও শেষ হয়নি। কাল আরও রান করতে হবে আমাদের।'

প্রথম দিনের খেলার শেষে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও সেই কথাই তাঁর দলকে বুঝিয়েছেন। লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'পরিকল্পনামাফিক শৃঙ্খলার ব্যাটিং করতে হবে আমাদের। আরও রানের প্রয়োজন।' সুদীপ আগামীকালও তাঁর দলকে ভরসা দিতে পারেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।

মেদিনীপুরকে ৫ গোল বীরভূমের

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগের ম্যাচে বড় জয় পেল কোপা টাইগার্স বীরভূম। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে তারা ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে এফসি মেদিনীপুরকে। এটি চলতি লিগে বীরভূমের প্রথম জয়। হ্যাটট্রিক করেন তুরসুনোভ। তাদের বাকি দুইটি গোল ইমরান ও লালরুয়াতসাঙ্গার। মেদিনীপুরের গোলস্কোরার ওয়াট্টারা। এই জয়ের পরও লিগ টেবিলে সবার শেষে বীরভূম। তারা ১৪ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট পেয়েছে। ১৩ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে বীরভূমের ঠিক ওপরে মেদিনীপুর।

দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে ফাইনালে ওঠার পর সহকারী শন পোলকের সঙ্গে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

কোচ সৌরভে মজে পোলক

জোহানেসবার্গ, ২২ জানুয়ারি : কোচের ভূমিকায় অভিষেকেই জয়রথ ছোটাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে (এসএ২০) টগবগিয়ে ছুটছে সৌরভের দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসও। প্রথম চেষ্টাতেই দলকে ফাইনালে তুলে দিয়ে স্বস্তির ঢেঁকুর। অপেক্ষা রবিবারের ফাইনাল যুদ্ধের। লক্ষ্য পরিষ্কার আর একটা জয়ে কাপ হাতে ভিকট্রি ল্যাপ।

ফাইনাল যুদ্ধের আগে সৌরভকে সাফল্যের কৃতিত্ব দিয়ে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন সহকারী শন পোলক। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকার মতে, দলের মধ্যে খোলা হাওয়া এনেছেন মহারাজ। প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়। সাফল্যে যেমন একসঙ্গে খুশিতে ভাসেন, তেমন ব্যর্থতায় হতাশ হন।

পারস্পরিক বিশ্বাস, আস্থা, সম্মান, বোঝাপড়া- একটা দলকে সফল করে তুলতে যা যা দরকার সৌরভ প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের সাজঘরে সেটাই আনার চেষ্টা করছে। বাকি দলও মহারাজের সঙ্গে পায়ে পা মেলাচ্ছে। বাইশ গজে তারই প্রতিফলন।

পোলক বলেছেন, 'সাফল্য হোক ব্যর্থতা, নিজেদের মধ্যে আবেগ ভাগ করে নিই। এই রকম একটা দুর্দান্ত দল, দুর্দান্ত কোচিং ইউনিটের সঙ্গে কাজ করা উপভোগ করছি। আমাদের সবার লক্ষ্য এক— নিজেদের সেরাটা যথাসম্ভব বের করে আনা।'

কাপ আর ঠোঁটের মধ্যে আর একটা ম্যাচ। রবিবার ফাইনাল যুদ্ধ। পোলকদের বিশ্বাস, মহারাজের হাতে কাপ উঠছে এবার।

জিতল লিভারপুল ও বার্সা

শেষ ষোলোয় বায়ার্ন

মিউনিখ, ২২ জানুয়ারি : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটের ছাড়পত্র পেল বায়ার্ন মিউনিখ। নিজেদের ঘরের মাঠে ইউনিয়ন সেন্ট গিলোইসের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয় তুলে নিয়েছে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। জোড়া গোল হ্যারি কেনের। ৬৩ মিনিটে কিম মিন লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় বায়ার্নকে।

এই জয়ের সুবাদে ৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে বায়ার্ন। ম্যাচের পর কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোনও ম্যাচ সহজ নয়। এদিন আমরা প্রথমার্ধে সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারিনি। দ্বিতীয়ার্ধে দশজন হওয়ার পরেও ছেলেরা যে ফুটবল খেলেছে, তা প্রশংসনীয়।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে বার্সেলোনা ৪-২ গোলে হারিয়েছে স্লাভিয়া প্রাহাকে। হ্যান্সি ফ্লিকের দলের হয়ে জোড়া গোল করেন ফের্মিন লোপেজ। অপর দুইটি গোল আসে ড্যানি ওলমো ও রবার্ট লেওয়ানডস্কির থেকে। স্লাভিয়ার হয়ে একটি গোল ভাসিল কুসেইর। অপর গোলটি লেওয়ানডস্কির আত্মঘাতী। এই ম্যাচ জিতে ৭ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে নবম স্থানে রয়েছে বার্সা।

পাশাপাশি জয় পেয়েছে লিভারপুলও। ফ্রান্সের মার্সেইকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে তারা। গোল করেছেন ডমিনিক সোবোজলাই ও কোডি গাকপো। অন্যটি জেরোনিমো রুলির আত্মঘাতী। আফকন খেলে আসার পর এই ম্যাচে প্রথমবার লিভারপুলের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন মিশরীয় তারকা মহম্মদ সালাহ।

এছাড়াও মোয়েস কাইসেদোর গোলে ১-০ ফলে পাফোসকে হারিয়েছে চেলসি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে

গালাতাসারে ১-১ আটলেটিকো মাদ্রিদ
কারাবাগ এফকে ৩-২ আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট
নিউক্যাসল ইউনাইটেড ৩-০ পিএসভি আইন্দহোভেন
স্লাভিয়া প্রাগ ২-৪ বার্সেলোনা
মার্সেই ০-৩ লিভারপুল
জুভেন্তাস ২-০ বেনফিকা
চেলসি ১-০ পাফোস এফসি
আটালান্টা ২-৩ অ্যাথলেটিক বিলবাও
বায়ার্ন মিউনিখ ২-০ ইউনিয়ন সেন্ট গিলোইসে

প্রয়াত ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : চার বছর আগের এক ২২ জানুয়ারি, ভারতীয় ফুটবল হারিয়েছিল প্রবাদপ্রতিম সুভাষ ভৌমিককে। সেই একইদিনে আরও একবার শোকের ছায়া নেমে এল কলকাতা ময়দানে। প্রয়াত প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ইলিয়াস পাশা। ৬১-তে থামল জীবনের দৌড়।

উলগানাথন, বাবু মানি, কার্লটন চ্যাপম্যানদের মতো বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতায় খেলতে এসেছিলেন ইলিয়াসও। ১৯৮৯ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জার্সিতে আত্মপ্রকাশ। বছর ঘুরতেই তাঁকে তুলে নেয় ইস্টবেঙ্গল। ডানদিক থেকে তাঁর ওভারল্যাপ অল্প সময়ের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর ইস্টবেঙ্গল রক্ষণভাগে অন্যতম নির্ভরযোগ্য নাম ছিলেন ইলিয়াস। ১৯৯৩ সালে লাল-হলুদ নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড ওঠে তাঁর হাতে। পাশার অধিনায়কত্বেই কাপ উইনার্স কাপে ইরাকের আল জাওরাকে ৬-২ গোলে হারায় ইস্টবেঙ্গল। নেপালে লাল-হলুদের ওয়াই ওয়াই কাপ জয়ও তাঁর নেতৃত্বেই। একাধিকবার জিতেছেন কলকাতা লিগ, ডুরান্ড, রোভার্স, আইএফএ শিল্ড।

বৃহস্পতিবার ৬১ বছর বয়সে চলে গেলেন ইলিয়াস পাশা।

পেশাদার ফুটবল ছাড়ার পর ফুড কর্পোরেশনের চাকরিতে যোগ দেন। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে কিছুদিন পর সেই চাকরি ছেড়ে ফিরে যান বেঙ্গালুরুতে। শোনা যায়, অভাবের তাড়নায় অটো চালিয়ে দিনযাপন করেছেন একটা সময়। কয়েকবছর আগে পাশার শরীরে থাবা বসায় ক্যানসার। দীর্ঘ অসুস্থতার পর বৃহস্পতিবার সকালে প্রয়াত হন লাল-হলুদের এই বর্ষীয়ান ফুটবলার।

ইলিয়াস লাল-হলুদ জনতার মধ্যে এতটাই জনপ্রিয় যে এখনও ইস্টবেঙ্গল মাঠে খেলা হলে তাঁর জার্সি পরে মশাল হাতে ঘুরে বেড়ান এক সমর্থক। ২০১২ সালে ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবসে ইলিয়াসের হাতে জীবনকৃতি সম্মান তুলে দেওয়া হয়। আর্থিকভাবেও সাহায্য করা হয়েছিল। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবতাঁবুতে। অর্ধনমিত রাখা হয়েছে লাল-হলুদ পতাকা।

অলিম্পিকে ক্রিকেটার বোল্ট!

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : অলিম্পিক ইতিহাসের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রীড়াবিদ। দীর্ঘদিন বিশ্বের দ্রুততম মানবের শিরোপা ছিল তাঁর মুকুটে। ২০০৮, ২০১২, ২০১৬- টানা তিন অলিম্পিকে ১০০ ও ২০০ মিটারে সোনা জিতেছেন। কিংবদন্তি উসেইন বোল্ট অবসর ভেঙে আবারও ফিরতে চান 'গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থে'। তবে ক্রিকেটার হিসেবে!

২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তন ঘটছে। ১৯০০-র পর ১২৮ বছরের প্রতীক্ষা অবসানের অপেক্ষা। ফাস্টবোলার হিসেবে ক্রিকেটের অলিম্পিক প্রত্যাবর্তনে শামিল হতে চান জামাইকার বছর উনচল্লিশের কিংবদন্তি দৌড়বিদ বোল্ট। বলেছেন, 'পেশাদার ক্রীড়াকে বিদায় জানিয়ে এখন আমি অবসরে। দীর্ঘদিন ক্রিকেটও খেলিনি। তবে ওরা যদি চায়, তাহলে আমি প্রস্তুত।'

বোল্ট আরও বলেছেন, 'ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা ছোটবেলা থেকে। আমার বাবাও ক্রিকেট-ভক্ত ছিলেন। ফুটবলও খেলেছি ছোটবেলায়। তবে সবচেয়ে বেশি ভক্ত ছিলাম ক্রিকেটেরই। এখনও গতিতে বল ছোটাতে প্রস্তুত। তবে পুরোটাই নির্ভর করবে আমার কোচের ওপর।'

জিতল টাউন, ফাইন হার্ট

বালুরঘাট, ২২ জানুয়ারি : বালুরঘাট টাউন ক্লাব মাঠে বৃহস্পতিবার শুরু হল ৮ দলীয় টি২০ ক্রিকেট। উদ্বোধনী ম্যাচে ফাইন হার্ট পতিরাম ৩৪ রানে হারিয়েছে নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবকে। ফাইন হার্ট ১৮ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬৫ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান ৪২ রান। কার্তিক ২৩ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে নেতাজি ১৬.৪ ওভারে ১৩১ রানে অল আউট হয়। সুকান্ত বিশ্বাস ৬১ রান করেন। শেখরকান্তি রায় ও সুমন ৩ উইকেট পেয়েছেন।

পরে বালুরঘাট টাউন ক্লাব ৩৭ রানে হারিয়েছে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবকে। টাউন প্রথমে ১৮ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৬ রান তোলে। ম্যাচের সেরা বাপ্পি বাসফোর রেখে এসেছে ৫৮ রান। রাজু মোহন্তর শিকার ৩৪ রানে ৩ উইকেট। জবাবে ফ্রেন্ডস ১৬.২ ওভারে ১১৯ রানে অল আউট হয়। রাজুর অবদান ৩৩ রান।

ম্যাচের সেরা সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

প্রান্তিক বিশ্বাস ও রামানন্দ সরকার ২ উইকেট নেন। ডিওয়াইএফআই বালুরঘাট-১ লোকাল কমিটি আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা চলবে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত।

খেতাব কালিয়াগঞ্জের

রায়গঞ্জ, ২২ জানুয়ারি : দেবীনগর নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল কালিয়াগঞ্জ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। ফাইনালে তারা ৪ উইকেটে জিতেছে কাটিহার ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। কাটিহার প্রথমে ১০৭ রানে অল আউট হয়। জবাবে কালিয়াগঞ্জ ১৭ ওভারে ৬ উইকেটে ১০৮ রান তুলে নেয়।

সেরা মালঞ্চা

রায়গঞ্জ, ২২ জানুয়ারি : দেবীনগর মহারাজা জগদীশনাথ হাইস্কুলের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় মহকুমা স্তরের বার্ষিক ক্রীড়া শুরু হল বৃহস্পতিবার। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাহারাইল হাইস্কুল। মেয়েদের বিভাগে সেরা কর্ণজোড়া হাইস্কুল। অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের ভলিবলে খেতাব জিতেছে সামাসপুর হাইস্কুল। মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন মালঞ্চা হাইস্কুল। আয়োজক কমিটির সচিব প্রদ্যুৎ মিত্র জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় রায়গঞ্জ, ইটাহার, হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জের মোট ৫টি জোনের প্রায় ১ হাজার প্রতিযোগী অংশ নেয়। যা চলবে শনিবার পর্যন্ত।

রাজ্যস্তরের সাব-জুনিয়র ব্যাডমিন্টনে সফলরা। ছবি : রাহুল দেব

রাজ্য চ্যাম্পিয়ন ঋত্বিকা, শারন্য

রায়গঞ্জ, ২২ জানুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর ব্যাডমিন্টন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত রাজ্যস্তরের সাব-জুনিয়র ব্যাডমিন্টনে বৃহস্পতিবার ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৩ সিঙ্গলসের ফাইনালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আতিফ হক ৯-২১, ২২-২০, ২১-১৬ পয়েন্টে জিতেছে পশ্চিম বর্ধমানের রামাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। একই বিভাগে মেয়েদের সিঙ্গলসে পশ্চিম বর্ধমানের শারন্য গুপ্ত ২১-১৩, ২১-৯ পয়েন্টে হারিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঈশানি হালদারকে। অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের সিঙ্গলসের ফাইনালে পশ্চিম কলকাতার অর্চিস ভট্টাচার্য ২১-১৪, ২১-৫ পয়েন্টে জিতেছে হুগলির মহম্মদ মৌসিফের বিরুদ্ধে। একই বিভাগে মেয়েদের সিঙ্গলসে দার্জিলিংয়ের ঋত্বিকা দাস ১৯-২১, ২১-১৭, ২১-১১ পয়েন্টে হারিয়েছে পশ্চিম কলকাতার ঐশানি দাসকে।

সেরা পাকুয়াহাট

মালদা, ২২ জানুয়ারি : দুইদিনের ইন্টার কলেজ স্পোর্টস অ্যান্ড গেমসের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাকুয়াহাট কলেজ। ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে গৌড় কলেজকে। খো খো-তে কালিয়াচক কলেজকে ৫-২ পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গৌড় কলেজ। স্মৃতি বিশ্বাস হাই জাম্পে প্রথম এবং ২০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় হয়েছেন। ১৫০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হন জ্যোতি প্রামাণিক। ছেলেদের বিভাগে দ্বিতীয় হন পিন্টু মণ্ডল। এছাড়া শট পাট, জ্যাভলিন ও ডিসকাসে দ্বিতীয় হয়েছেন পিংকি মুন্ডা।

বাংলার সামনে আজ উত্তরাখণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : প্রথমত মাঝে একদিনের ব্যবধানে ম্যাচ। তার ওপর দীর্ঘ ৮০ কিলোমিটার যাত্রার ক্লান্তি। শুক্রবার সন্তোষ ট্রফিতে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তরাখণ্ডের বিপক্ষে নামার আগে যা ভাবাচ্ছে বাংলা ফুটবল দলের কোচ সঞ্জয় সেনকে।

বৃহস্পতিবার সকালে তাই হালকা মেজাজেই অনুশীলন করেছেন রবি হাঁসদা, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়রা। বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে রিকভারির দিকে। উত্তরাখণ্ড ম্যাচে দলে বেশ কিছু পরিবর্তন করতে পারেন সঞ্জয়। ঘুরিয়েফিরিয়ে সবাইকেই সুযোগ দিতে চাইছেন তিনি। তবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও প্রতিপক্ষকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলা থিংকট্যাংক। সঞ্জয়ের সহকারী সৌরীন দত্ত বললেন, 'যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলেছে উত্তরাখণ্ড। রাজস্থানের বিরুদ্ধেও ওদের লড়াই প্রশংসনীয়। এই ম্যাচে ভালো লড়াই হবে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা অনুপ কুন্ডু - কে 26.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92K 31487 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি করে আমার জীবনে নতুন পথ খুলে দিয়েছে। আমার মনে কোনও ধারনা না থাকায় মাত্র কটি দশ টাকা খরচ করেই এটা সম্ভব হয়েছে। এটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে এবং আমার জীবনকে সর্বোত্তমভাবে পরিচালনা করার অনুপ্রেরণা দিয়েছে। ডিয়ার লটারিকে এর জন্য ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।